উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৮৪,৩৬৩.৩৭ (+৪১১.১৮)
নিফটি : ২৫,৮৪৩.১৫ (+১৩৩.৩০)

কমবে না শুল্কের বোঝা, বার্তা ট্রাম্পের
ভারতকে হুঁশিয়ারি দিয়ে ট্রাম্প বলেন, ভারত যদি রাশিয়ার তেল কেনে তাহলে বিশাল পরিমাণ শুল্ক দিতে হবে। শুল্কের হুমকি ভারত ও পাকিস্তানকে যুদ্ধের দিকে এগোতে বাধা দিয়েছিল। » ৮

ঠিকাদার নিয়োগে কমিশন-রাজ্য দ্বন্দ্ব
ভোটে ঠিকাদার সংস্থা নিয়োগকে ঘিরে ফের রাজ্য বনাম কমিশনের সংঘাতের আশঙ্কা। এসআইআর শুরুর আগে ঠিকাদার সংস্থা নিয়োগকে ঘিরে নতুন করে সংঘাতের সম্ভাবনা। » ৫

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
৩৩° সর্বোচ্চ	২০° সর্বনিম্ন	৩৩° সর্বোচ্চ	২১° সর্বনিম্ন	৩৩° সর্বোচ্চ	২১° সর্বনিম্ন	৩১° সর্বোচ্চ	১৯° সর্বনিম্ন

প্রয়াত অভিনেতা গোবর্ধন আসরানি » ১০

শিলিগুড়ি ৩ কার্তিক ১৪৩২ মঙ্গলবার ৫.০০ টাকা 21 October 2025 Tuesday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 151

কথায় কথায়

সবার পিছে সবার নীচে, আজও যাঁরা লাঞ্ছিত

আশিস ঘোষ

অমৃতকালের চটকদার সব স্লোগানের ঝলমলে চাদরটা সরিয়ে নিলেই তার নীচে ঢেকে রাখা এদেশের সারা গায়ের দগদগে ঘা বেরিয়ে আসে। প্রতিদিনই। এরকমই ঘা বের করে এনেছেন বৃদ্ধ আইনজীবী রাকেশ কিশোর। সুপ্রিম কোর্টের ভরা এজলাসে তিনি প্রধান বিচারপতি ভূষণ রামকৃষ্ণ গাভাইকে তাক করে জুতো ছুড়েছেন। চিৎকার করে সেই আইনজীবী বলেছেন, সনাতন ধর্মের অপমান তিনি সহ্য করবেন না।

জুতো যাঁকে লক্ষ্য করে ছোড়া হল, সেই গাভাই সুপ্রিম কোর্টের দ্বিতীয় দলিত বিচারপতি। তাঁর বাবা ছিলেন বাবাসাহেব বিআর আম্বেদকরের ঘনিষ্ঠ সহযোগী। দলিতদের হাতে ক্ষমতা তুলে দিতেই আইন পড়েছিলেন গাভাই। তাঁরা বৌদ্ধ। তিনি শীর্ষ আদালতের প্রথম বৌদ্ধ প্রধান বিচারপতি। তাতে কী হয়েছে! তিনি নাকি ভগবানকে অশ্রদ্ধা করেছেন। অতএব তাঁকে জুতো ছোড়াই যায়।

কেউ কিছু বলেও না। এমনকি, এই চূড়ান্ত নিন্দনীয় ঘটনা নিয়ে সরকার বা সরকারি দলের কোনও বিবৃতি দেখেছেন? প্রধানমন্ত্রী বা অন্য কারও? সনাতন মনুবাদী একটা দল কীভাবে একজন দলিতকে জুতো ছোড়া সনাতনী আইনজীবীর কাজের নিন্দা করবে? তা তিনি প্রধান বিচারপতি হলেনই বা!

এমনিতে দলিতদের ওপর হামলা এখানে জলভাত। কেউ বলার নেই। তাই নীরবে নিজের নিত্যদিনের লাঞ্ছনার কথা চিঠিতে লিখে আত্মঘাতী হতে হয়েছে হরিয়ানা পুলিশের পদস্থ অফিসার পূরণ কুমারকে। চিঠিতে নয়জন কর্মরত ও একজন প্রাক্তন আইপিএস অফিসারের বিরুদ্ধে জাত নিয়ে তাঁকে হেনস্তার কথা লিখে গিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে এক ডিআইজি, এক পুলিশ সুপার আছেন। তাতে কী আসে যায়?

সেই যে হাথরসে পাঁচ বছর আগে দলিত তরুণীকে গণধর্ষণের পর খুনের সাড়াজাগানো ঘটনারই বা কী হয়েছে? বহু হইচইয়ের পর পুলিশ যাঁদের ধরেছিল, তাঁদের মধ্যে তিনজন বেকসুর খালাস হয়ে গিয়েছে। দোষী সাব্যস্ত হয়েছে মাত্র একজন। দোষী ঠাকুর সম্প্রদায়ের সেই একজনের বিরুদ্ধে যেসব ধারায় কেস দেওয়া হয়েছে, সেগুলো অত্যন্ত দুর্বল।

মনে রাখতে হবে, পরিবারের আপত্তির তোয়াক্কা না করে রাতের অন্ধকারে তরুণীকে পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছিল পুলিশ। সবার চোখের সামনে অপরাধীরা ঘুরে বেড়ালেও সেই খবর করতে যাওয়ায় কেরলের সাংবাদিক সিদ্দিক কাপ্পানকে রাষ্ট্রদ্রোহিতার ধারায় জেলে পুরে দিয়েছিল যোগী রাজ্যের পুলিশপুঙ্গবরা।

এই অমৃতকালে বিকশিত

এরপর দশের পাতায়

ডুব দে রে মন কালী বলে...

সন্ধ্যারতির সময় রাজবেশে দেবী। সোমবার তারাপীঠে (উপরে)। শিলিগুড়িতে এনটিএসের প্রতিমা দর্শনে ভিড়। ছবি : তথাগত চক্রবর্তী ও সূত্রধর

বাজি ও আলোয় উজ্জ্বল দীপাবলি

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ২০ অক্টোবর : দুর্গাপুজোর দশমী পার হলেও বাঙালির উৎসবের মেজাজে এতটুকু ভাটা পড়েনি। সোমবারের সন্ধ্যার পর থেকে শিলিগুড়ির কালীপুজোর মণ্ডপগুলিতে উপচে পড়া ভিড় সেই প্রমাণ দিল। সূর্য ডুবতেই প্রিয়জনের হাত ধরে মণ্ডপ এবং দেবীদর্শনে বেরিয়ে পড়েছিল আমজনতা। কেউ টোটোভাড়া করেছেন, তো কেউ হেঁটেই ঘুরেছেন। অনেকে আবার পুজো দিয়ে মণ্ডপের সামনের মাঠে দলবল নিয়ে বসে পড়েছেন আড্ডা দিতে।

রাত আটটা থেকেই দর্শনার্থীদের ভিড়ে পুজো জমজমাট। বাল্মীকি স্কুলের মাঠে দেখা গেল আমরা সবাই সূর্য সেন স্পোর্টিং ক্লাবের কাল্পনিক মণ্ডপ দেখতে লাইন দিয়েছেন দর্শনার্থীরা। সেখানেই লাইনে দাঁড়িয়েছিলেন বিরাজ দেবনাথ। সঙ্গে ছিলেন তাঁর স্ত্রী এবং বছর পাঁচেকের ছেলে। এখনই প্রতিমা দর্শনে চলে এসেছেন যে? প্রশ্ন শুনে বিরাজের বক্তব্য, 'আজ অনেকেই বাড়িতে পুজো করছেন। মঙ্গলবার আরও বেশি মানুষ প্রতিমা দর্শনে বের হবেন। ভিড়ও অনেক হবে। তাই আজই ফাঁকায় ফাঁকায় মণ্ডপ দর্শন সেরে নিতে চাইছি।'

এরপর রাত যত বেড়েছে ততই মণ্ডপে মণ্ডপে দর্শনার্থীদের ভিড়ও বেড়েছে। রাত ১০টায় শিলিগুড়ির বিবেকানন্দ ক্লাবের গ্লাস পেন্টিংয়ের মণ্ডপসজ্জা দেখতে উপচে পড়া ভিড় ছিল। মণ্ডপের ২০০ মিটার আগে থেকেই যান নিয়ন্ত্রণ করতে হয়েছিল উদ্যোক্তাদের।

এরপর দশের পাতায়

গতিপথ আটকে বাঁধের ওপর বহুতল

দখলে দমবন্ধ তিন নদীর

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২০ অক্টোবর : তিন নদীর কোনও চর নেই। প্রশাসনের তরফে নদীর গতিপথে কিছু জায়গায় বাঁধ দেওয়া হয়েছিল ঠিকই। তবে সেই বাঁধের হদিস পাওয়াও এখন যথেষ্ট কষ্টকর। একের পর এক বহুতলের গ্রাসে হারিয়ে গিয়েছে সেই বাঁধ। বাঁধ না থাকা অংশে আবার নদীর মধ্যেই গাঁথনি করে তুলে দেওয়া হয়েছে বহুতল। প্রশাসন অবশ্য সে ব্যাপারে কোনওদিনই ব্যবস্থা নেয়নি। ভোটব্যাংকের কথা মাথায় রেখে ভবিষ্যতেও ব্যবস্থা নেওয়া হবে কি না, সে নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। তবে কোনও বর্ষায় নদীগুলো ফুঁসে উঠলে ভয়াবহ পরিণতি হতে পারে। আসলে, শহরের আশীর্বাদ হতে পারত মহিষমারি, চামটা ও পঞ্চনই। যদিও এই তিন নদীতেই এখন বিপজ্জনকভাবে বহুতলের আগ্রাসন।

পুরনিগমের এলাকার মধ্যেই মিলে গিয়েছে চামটা ও পঞ্চনই নদী। দুই নদীর মিলনস্থলের এক পাশে রয়েছে পুরনিগমের ১ নম্বর ওয়ার্ড। অপরদিকে রয়েছে পুরনিগমের ৪৭ নম্বর ওয়ার্ড। এখান থেকে দুই নদীর গতিপথ বরাবর উত্তরদিকে এগোলে শুধুই দখলদারির ভয়াল নিদর্শন। মিলিত হওয়ার আগে পঞ্চনই নদী গিয়েছে পুরনিগমের ১ নম্বর ওয়ার্ডের ১ নম্বর পঞ্চনই কলোনির ধার দিয়ে। এলাকায় বসতি থাকায় প্রশাসনের তরফে একসময় নদীর ওই অংশের বাঁধ দেওয়া হয়েছিল। বাঁধ এলাকা ধরে শুধুই নজরে এল একের পর এক পাকা ও টিনের ঘেরা দেওয়া বাড়ি। 'এভাবে বাঁধের ওপর দিয়েই টিনের ঘেরা দিয়ে বাড়ি করলেন। ভয় লাগে না?', প্রশ্ন করতেই এক বাড়ির মালিক হারাধন রায় বলে উঠলেন, 'সারাবছর তো নদীতে সেরকম জল থাকে না। বৃষ্টি হলেই জল বাড়ে।' বছর পাঁচেক আগে বর্ষার সময় এই পঞ্চনই নদীর জল ঢুকে গিয়েছিল ওই এলাকার একের পর এক বাড়িতে। বাড়িগুলোতে পলির আস্তরণ পড়েছিল। সেদিনের কথা মনে পড়ে ওয়ার্ডেরই রামকৃষ্ণ কলোনির বাসিন্দা মানসী দাসের। তিনি বলেন, 'সেদিন রাতভর বৃষ্টি হয়েছিল। এলাকার বাড়িগুলোতে দু'দিন পলি জমে ছিল।'

তবে এর পরেও কি নদী দখলকারীদের শিক্ষা হয়েছে? চাঁদমণি এলাকায় নদীর বাঁকের বাড়ির মালিকরা। মহিষমারির গতিপথেও একই দৃশ্য নজরে পড়বে। নদীর একটা বড় অংশে নেই বাঁধ। এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে নদীর একাধিক জায়গায় গতিপথের ভেতরে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে নির্মাণের অংশ। চম্পাসারির শ্রীগুরু বিদ্যামন্দির মাঠ সংলগ্ন সেতুর অংশেই দেখা গেল, নদীর একেবারে মাঝখান পর্যন্ত নির্মাণ করে নেওয়া

নদীখাতের মধ্যেই বানানো হয়েছে বহুতল।

সমাধান

- দীর্ঘদিন ধরে ওই বসতিগুলি তৈরি হয়েছে
- সেখানকার বাসিন্দাদের তাই সরকারি কোনও জায়গা দেখে পুনর্বাসন দিতে হবে
- পরবর্তীতে যাতে আর দখল না হয়, সেটাও দেখতে হবে

অংশে একটি সেতু রয়েছে। সেই সেতুর দুইপাশে তাকালেই দেখা যাবে, নদীর গতিপথের মধ্যেই বহুতল গজিয়ে উঠেছে। 'নদীর স্রোত বাড়লে?' প্রশ্নের উত্তর অবশ্য হাসিমুখে এড়িয়ে দিয়েছেন এলাকার হয়েছে। নদীর গতিপথ দুইপাশ দিয়ে সংকুচিত হয়ে যাওয়ায় এলাকায় আসা নতুনদের কাছে এখন এটি 'নালা।' নদীর ধারেই তৈরি করা একটি দোকানে মাস তিনেক হল দোকান ভাড়া নিয়েছেন আমির আলম। নদীর নামের ব্যাপারে প্রশ্ন করতেই কিছুটা অবাক হয়ে তিনি বললেন, 'এটা কোনও নদী নয়। এটা নালা। সবাই আবর্জনা ফেলি।'

আসলে আবর্জনা ও দখলদারির নানা ধরনে দমবন্ধকর পরিস্থিতি এই তিন নদীর। চামটা নদীর হাওয়াসিংজোত সেতুর ওপরে দাঁড়াতেই দেখা গেল, নদীর একপাশ দিয়ে সিমেন্টের বাঁধ দেওয়া হয়েছে। সেই বাঁধের ওপরেই পুঁতে দেওয়া হয়েছে লোহার খুঁটি। ওই এলাকার বাসিন্দা বিশ্বজিৎ দাস আশ্বাস দিলেন, 'নদীর জল এত ওপরে উঠবে না।'

এরপর দশের পাতায়

রণতরীতে মোদির দীপাবলি

পাকিস্তানকে হুঁশিয়ারি, অপারেশন সিঁদুরের জয়গান

পানাজি, ২০ অক্টোবর : ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে। নরেন্দ্র মোদির দীপাবলিতেও 'অপারেশন সিঁদুর'-এর জয়গান। ছক কষেই দীপাবলি পালনের জায়গাটা বেছে নিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ওই অপারেশনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল রণতরী আইএনএস বিক্রান্ত-এর। সেই রণতরীতেই সোমবার নৌসেনাদের সঙ্গে দিনটি উদযাপন করলেন তিনি।

স্বদেশি প্রযুক্তিতে তৈরি রণতরীটি থেকে আত্মনির্ভরতার বার্তাও শোনালেন প্রধানমন্ত্রী। ফি বছর তিনি দীপাবলি পালন করেন সেনা জওয়ানদের সঙ্গে। সোমবারও তার ব্যতিক্রম হল না। তবে নৌসেনাদের সঙ্গে দিনটি কাটানো এই প্রথম। অপারেশন সিঁদুরের মাহাত্ম্য কীর্তনের পাশাপাশি দীপাবলির শুভেচ্ছার বদলে পাকিস্তানের উদ্দেশে হুঁশিয়ারি শোনা গেল মোদির গলায়।

দরাজ প্রশংসা করলেন ভারতীয় সশস্ত্রবাহিনীর আত্মনির্ভরতার ও পরাক্রমের। তিনি বলেন, 'মাত্র কয়েক মাস আগে আইএনএস বিক্রান্তের নাম শুনে পাকিস্তানের রাতের ঘুম উড়ে গিয়েছিল। স্বদেশি এই রণতরী ভারতীয় সশস্ত্রবাহিনীর শক্তি ও বিক্রমের প্রতীক, যার নাম শুনলেই শত্রুর বুক কেঁপে ওঠে, মুখ শুকিয়ে যায়।' দাবি, আইএনএস বিক্রান্ত যেদিন থেকে ভারতীয় নৌসেনার হাতে এসেছে, সেদিন থেকে মনোবল অনেক বেড়ে গিয়েছে জওয়ানদের।

প্রধানমন্ত্রীর মতে, শুধু পরাক্রম নয়, আত্মনির্ভর ভারত এবং মেড ইন ইন্ডিয়ার প্রতীকও হয়ে উঠেছে এই রণতরী। তাঁর ভাষায়, 'শত্রুর মোকাবিলায় ভারতীয় সেনাবাহিনীর বীরত্ব আলোর উৎসবের মতো উজ্জ্বল। পাকিস্তানের ঘুম উড়িয়ে নিজের ক্ষমতা দেখিয়েছিল 'ব্রহ্মস' এবং 'আকাশ'-এর মতো স্বদেশি প্রযুক্তির ক্ষেপণাস্ত্রগুলি। অপারেশন

নৌবাহিনীর জওয়ানকে মিষ্টিমুখ করাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী। -পিটিআই

সিঁদুরের প্রসঙ্গ টেনে মোদি বলেন, 'ভারতের তিন বাহিনীর মিলিত শক্তি সেই সময় পাকিস্তানকে নতজানু হতে বাধ্য করেছিল।'

মোদির কথায়, 'সেনার আত্মনির্ভর হওয়া প্রয়োজন। যেদিন আমাদের সমস্ত অস্ত্র, যান ও অন্যান্য সাজসরঞ্জাম দেশের মাটিতে তৈরি হবে, সেদিনই সেনা প্রকৃত অর্থে আত্মনির্ভর হবে।' তবে এখন সশস্ত্রবাহিনীর বেশির ভাগ প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ভারতে তৈরি হয় বলে তিনি জানান। তাঁর আশ্বাস, কয়েক বছরের মধ্যে সামরিক শক্তিতে স্বনির্ভর হয়ে উঠবে ভারত।

ভারতীয় নৌসেনার সঙ্গে সকালটা কাটাতে রবিবার রাতেই তিনি পৌঁছে গিয়েছিলেন গোয়া-কারওয়ারের উপকূলে দেশীয় বিমানবাহী রণতরী আইএনএস বিক্রান্তে। অনুষ্ঠানে আগাগোড়া সেনার পোশাকে দেখা গিয়েছে প্রধানমন্ত্রীকে। রবিবার সন্ধ্যাতেই গোয়া উপকূলে আইএনএস বিক্রান্ত রণতরীতে ওঠেন তিনি।

এরপর দশের পাতায়

এডিশন স্পেশাল

শেফালির শ্যামা আরাধনা
» দুইয়ের পাতায়

সীমান্তে কড়াকড়িতে বন্ধ মিলনমেলা
» দুইয়ের পাতায়

বিএলও-রা 'পক্ষপাতদুষ্ট', রিপোর্ট তলব

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ২০ অক্টোবর : ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) নিয়ে বাংলায় রাজনৈতিক চাপানউতোরের মধ্যে অবস্থান আরও কড়া করল নির্বাচন কমিশন। বাংলায় নিযুক্ত ৪ হাজার বুথ লেভেল অফিসারের (বিএলও) ভূমিকা খতিয়ে দেখতে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল জেলা শাসকদের নির্দেশ দিয়েছেন। চলতি সপ্তাহের মধ্যে রিপোর্ট পেশ করতে বলা হয়েছে জেলা শাসকদের।

এসআইআর এখনও ঘোষিত হয়নি রাজ্যে। কিন্তু তৃণমূল এই প্রক্রিয়াকে সর্বশক্তি দিয়ে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছে। অন্যদিকে, বিজেপি বুঝিয়ে দিচ্ছে, এসআইআর না হলে বাংলায় তারা আর ভোটে যেতে প্রস্তুত নন। সোমবারও নিজের বিধানসভা কেন্দ্র নন্দীগ্রামে দাঁড়িয়ে বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারী প্রশ্ন করেছেন, 'বিদেশিদের ভোটে কেন আমি বিধায়ক হব?'

বিজেপি ইতিমধ্যে নির্বাচন কমিশনে এসআইআরের জন্য নিযুক্ত বিএলও-দের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। তৃণমূল বিএলওদের প্রভাবিত করছে ও ভয় দেখাচ্ছে বলে অভিযোগ। শুভেন্দুর বক্তব্য, 'বাংলাদেশি এবং রোহিঙ্গাদের নাম এভাবে তালিকায় রাখার চেষ্টা করছে তৃণমূল। সেই সূত্রেই মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিকের জেলা শাসকের কাছে রিপোর্ট তলব তাৎপর্যপূর্ণ।

বিএলও'রা গ্রামে গেলে তৃণমূল কর্মীদের সঙ্গে থাকতে বলে ইতিমধ্যে বিতর্কে জড়িয়েছেন বাঁকুড়ার তৃণমূল নেতা অরূপ চক্রবর্তী। উলটোদিকে, বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য দলের জেলা স্তরের নেতাদের সতর্ক করে বলেন, 'এসআইআর রূপায়ণে

কড়া নজর

- বাংলায় নিযুক্ত ৪ হাজার বুথ লেভেল অফিসারের (বিএলও) ভূমিকা খতিয়ে দেখতে জেলা শাসকদের নির্দেশ
- চলতি সপ্তাহের মধ্যে রিপোর্ট পেশ করতে বলা হয়েছে জেলা শাসকদের

দলের ভূমিকায় ঘাটতি থেকে গেলে ২০২৬-এর নির্বাচনের পর আমাদের নেতা-কর্মীদের বাংলায় কঠিন পরিস্থিতির মুখে পড়তে হবে।'

এতে স্পষ্ট যে, এসআইআর না হলে বিজেপির আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে জেতা কঠিন হবে বলে দলীয় নেতৃত্ব বিশ্বাস করছে। দলের একটি ভার্চুয়াল বৈঠকে শমীক বলেন, 'জেলায় জেলায় দলের যে সুদৃশ্য কার্যালয় গড়ে উঠেছে,

এরপর দশের পাতায়

অবৈধ গুমটির সারি মার্কেট কমপ্লেক্সে

ডন বসকো মোড়ে পুরনিগমের জায়গায় অর্ধসমাপ্ত এই মার্কেট কমপ্লেক্সের ভেতর গুমটি, দোকান বসার অনুমতি কে দিল? তার উত্তর অবশ্য দিতে পারেননি সেখানে দোকান দেওয়া ব্যবসায়ীরা। গত দু'মাসে বার চারেক পুলিশ এই অসমাপ্ত মার্কেট কমপ্লেক্সে হানা দিয়েছে।

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২০ অক্টোবর : নজরদারির অভাবে ডন বসকো মোড়ে পুরনিগমের অর্ধসমাপ্ত মার্কেট কমপ্লেক্সে দেদারে চলছে দখলদারি। গুমটি, দোকান বসিয়ে প্রকাশ্যেই চলছে ব্যবসা। এমনকি মার্কেট কমপ্লেক্স এলাকার মধ্যেই বসানো হয়েছে অবৈধ হোর্ডিং। বিষয়টিকে কেন্দ্র করে এলাকাবাসীদের মধ্যে ক্ষোভ বাড়ছে। তাঁদের কথায়, গোটা মার্কেট কমপ্লেক্স অসামাজিক কার্যকলাপের আঁতুড় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

গত দু'মাসে বার চারেক পুলিশ এই অসমাপ্ত মার্কেট কমপ্লেক্সে হানা দিয়েছে। জনা ১৫ দুষ্কৃতীকে পাকড়াও করা হয়েছে। এলাকাবাসীরা জানিয়েছেন, রাতের অন্ধকারে ঠ্যালাগাড়িতে গুমটি এনে মার্কেট কমপ্লেক্সের ভেতর ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে। কয়েকদিন পরে সেই গুমটিতে দোকান খুলে কেনাবেচা চলছে। এই ঘটনা চলতে থাকলে মার্কেট কমপ্লেক্সটি পরবর্তীতে এলাকার মাথাব্যথার কারণ হয়ে উঠবে। পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার বলেন, 'ওই অর্ধসমাপ্ত মার্কেট কমপ্লেক্সের কাছেই ভক্তিনগর থানা রয়েছে। আমি পুলিশ প্রশাসনের সঙ্গে এব্যাপারে কথা বলব।'

সোমবার ডন বসকো মোড়ের ওই মার্কেট কমপ্লেক্সে ঢুকে একধার বরাবর একের পর এক গুমটি নজরে পড়ল। বেশ কিছু গুমটির মুখ ডন বসকো রোডের দিকে। রাস্তায় দাঁড়িয়ে ওই গুমটিগুলো থেকে বিভিন্ন ধরনের জিনিস কিনছেন অনেকে। গুমটিগুলোর পাশ দিয়ে ভেতরে ঢুকতেই দেখা গেল, সেখানে বেশ কয়েকটি দোকান হয়েছে।

মার্কেট কমপ্লেক্সে দখলদারি চলছে।

সেখানে কেনাবেচার পাশাপাশি চলছে রান্নাবান্নাও। একটি দোকান তো একেবারে মার্কেট কমপ্লেক্সের মাঝখানে বসে গিয়েছে।

পুরনিগমের জায়গায় অর্ধসমাপ্ত এই মার্কেট কমপ্লেক্সের ভেতর গুমটি, দোকান বসার অনুমতি কে দিল? তার উত্তর অবশ্য দিতে পারেননি সেখানে দোকান দেওয়া ব্যবসায়ীরা। তাঁদের কয়েকজন বলে উঠলেন, 'কোনও সমস্যা হলে অন্য জায়গায় চলে যাব।'

স্থানীয়দের অভিযোগ, অবৈধভাবে বসা এই ধরনের দোকান, গুমটির ফলে মার্কেট কমপ্লেক্সে অসামাজিক কার্যকলাপ আরও বেড়ে যাচ্ছে। মার্কেট কমপ্লেক্সের উলটোপাশে থাকা অ্যাপার্টমেন্টের বাসিন্দা অনামিকা রায় বলছিলেন, 'দোকানগুলোকে কেন্দ্র করে সারাদিনই মানুষের যাওয়া-আসা চলে। মাঝেমধ্যে ওখানে নেশার আসর বসছে। রাত বাড়তেই পরিবেশ আরও বেহাল হয়ে যাচ্ছে।' এলাকার আরেক বাসিন্দা অনিন্দিতা রায়ের কথায়, 'এমনিতেই মার্কেট কমপ্লেক্সটি দুষ্কৃতীদের আঁতুড়। মাঝেমধ্যেই পুলিশ প্রশাসন এসে অভিযান চালিয়ে ধরছে। যে যার ইচ্ছেমতো হোর্ডিং লাগিয়ে চলে যাচ্ছে।'

এক সময় এলাকায় রাস্তা দখল করে থাকা দোকানপাট এক জায়গায় আসবে বলে মার্কেট কমপ্লেক্স তৈরিতে সায় দিয়েছেন এলাকাবাসী। সেটাই এখন হয়ে দাঁড়িয়েছে সকলের দুশ্চিন্তার কারণ।

৪০ বছরের পুজোয় ভেদ নেই ধর্মের

মুসলিম শেফালির শ্যামা আরাধনা

স্বপনকুমার চক্রবর্তী

হবিবপুর, ২০ অক্টোবর : এক মুসলিম ধর্মাবলম্বী গৃহবধূর উদ্যোগে কালীপুজো সম্প্রীতির এক হৃদয়গ্রাহী বার্তা বহন করে আসছে। মালদা জেলার হবিবপুর থানার মধ্যম কেন্দুয়া এলাকায়। ৪০ বছর ধরে শেফালি বেওয়া নামে ওই মুসলিম মহিলা এই কালীপুজো করছেন। তাঁর এই পুজো শেফালি বেওয়ার কালীপুজো নামে পরিচিত। প্রতিবছর দূরদূরান্ত থেকে ভক্তরা পুজোর টানে ছুটে আসেন। কাজেই এই পুজো যেন ঐক্য ও ভক্তির প্রতীক হয়ে উঠেছে।

শেফালি বেওয়ার কালীপুজো।

স্থানীয় সূত্রে খবর, গৃহবধূ শেফালি মা কালীর স্বপ্নাদেশ পেয়ে পুজো শুরু করেন। মুসলিম ধর্মাবলম্বী হওয়া সত্ত্বেও, তিনি কালীপুজো করার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। তাঁর ভক্তি স্থানীয় হিন্দু সম্প্রদায়কে পুজোয় তাঁকে সমর্থন করতে অনুপ্রাণিত করে। বছরের পর বছর এই পুজো যেন এলাকার সাংস্কৃতিক কাঠামোর একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠেছে, যেখানে হিন্দু ও মুসলমানরা একসঙ্গে আনন্দ উদযাপন করেন। শেফালি বলেন, '৪০ বছর আগে স্বপ্নাদেশ পেয়ে এই পুজো শুরু করেছিলাম। এলাকার সকল হিন্দু সহযোগিতার হাত না বাড়িয়ে দিলে আমার পক্ষে এই পুজো করা সম্ভব হত না।'

স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, ৪০ বছর ধরে এই পুজো সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এক উজ্জ্বল নিদর্শন হয়ে উঠেছে। এটি মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য বিশ্বাস ও ভক্তির শক্তি প্রদর্শন করে। এলাকাবাসী ছাড়া দূরদূরান্তের ভক্তরা কালীপুজোয় একত্রিত হন। শেফালির কালীপুজোকে কেন্দ্র করে এখানে উৎসব ও ঐক্যের চেতনা উদযাপন করা হয়। স্থানীয় চিত্তরঞ্জন বিশ্বাসের কথায়, 'শেফালি ৪০ বছর ধরে যেভাবে ভক্তি সহকারে কালীপুজো আয়োজন করে আসছেন তা সত্যি অভূতপূর্ব। এটি এলাকায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির একটি সুন্দর বার্তা বহন করে।'

> ৪০ বছর আগে স্বপ্নাদেশ পেয়ে এই পুজো শুরু করেছিলাম। এলাকার সকল হিন্দু সহযোগিতার হাত না বাড়িয়ে দিলে আমার পক্ষে এই পুজো করা সম্ভব হত না।
>
> **শেফালি বেওয়া**

চিন্ময় সরকার নামে আরেক বাসিন্দা একই রকম অনুভূতি প্রকাশ করেছেন। তিনি জানান, ৪০ বছর আগে শেফালি হঠাৎ গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। সেসময় স্বপ্নে মা কালীর পুজোর নির্দেশ পান। সেকথা তিনি এলাকার সকল হিন্দুকে জানান। তাঁর কালীপুজোর উদ্যোগের কথা জেনে হিন্দুরা সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন। শেফালির পাশে থেকে সকলে পুজোর আয়োজনে সবরকম সহযোগিতা করেছিলেন। এখনও একইভাবে সেই পুজো হয়ে আসছে।

মৃৎশিল্পী চন্দন পালের বক্তব্য, 'আমি অনেক মূর্তি তৈরি করেছি, কিন্তু কোথাও কোনও মুসলিম মহিলার উদ্যোগে কালীপুজোর মূর্তি তৈরি করিনি। এটি আমাদের জন্য একটি সুন্দর অভিজ্ঞতা ও উদাহরণ।'

স্নেহাশিসের ডায়ালিসিস চলছে।

ছেলের কিডনি বিকল, সাহায্যের আর্তি বাবার

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ২০ অক্টোবর : আট বছর আগে নিজের কিডনি দিয়ে ছেলেকে বাঁচিয়েছিলেন কোচবিহারের জয়কৃষ্ণ সরকার। ভাগ্যের পরিহাসে ছেলে স্নেহাশিসের দুটি কিডনি ফের বিকল হয়ে গিয়েছে। সেই কিডনি প্রতিস্থাপনের জন্য এখন প্রয়োজন প্রায় ২৫ লক্ষ টাকা। ইলেক্ট্রিক মিস্ত্রি জয়কৃষ্ণর শেষ সম্বল তাঁর দোকানটিও বিক্রি করে দিয়েছেন। এখনও ছেলের চিকিৎসার জন্য বহু টাকার দরকার। ছেলেকে বাঁচাতে দুয়ারে দুয়ারে ঘুরছেন সরকার দম্পতি।

কোচবিহার শহর লাগোয়া রাজারহাটের বাসিন্দা স্নেহাশিস সরকারের প্রথমবার কিডনির অসুখ ধরা পরে ২০১৬ সালে। কলকাতায় চিকিৎসা করার পর চিকিৎসকরা কিডনি প্রতিস্থাপনের কথা বলেন। ২০১৭ সালে নিজেই ছেলেকে কিডনি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন বাবা জয়কৃষ্ণ। তিনি বলেছেন, 'ছেলেকে কিডনি দেওয়ার পর ভেবেছিলাম সে পুরোপুরি সুস্থ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু কয়েকবছর যেতে না যেতেই ফের সমস্যা শুরু হয়। এখন ছেলের দুটি কিডনিই বিকল। নিয়মিত ডায়ালিসিস করাতে হচ্ছে। এত টাকা ব্যবস্থা কোথা থেকে করব কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না।' তাঁর সংযোজন, '২০১৭ সালে জমি বিক্রি করে ও সকলের থেকে আর্থিক সহযোগিতা নিয়ে ছেলের চিকিৎসা করিয়েছিলাম। এখন ছেলেকে বাঁচাতে আবার মানুষের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরছি।'

২৫ বছরের স্নেহাশিস এলাকায় সংগীতশিল্পী হিসেবে পরিচিত। কিন্তু এই সমস্যা তাতে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। গত এপ্রিলে কলকাতায় চিকিৎসা করাতে গিয়েই দেখা যায় স্নেহাশিসের দুটো কিডনি ফের বিকল হয়ে গিয়েছে। এরপরই মাথায় বাজ ভেঙে পড়ে সরকার পরিবারের। একমাত্র ছেলের চিকিৎসার জন্য আর্থিক সহযোগিতার আবেদন জানিয়েছেন স্নেহাশিসের মা মিতালী সরকার। তাঁর বক্তব্য, 'সরকারি, বেসরকারি, রাজনৈতিক নেতা প্রত্যেকের কাছেই সাহায্যের আবেদন নিয়ে পৌঁছেছি। অনেকেই সাহায্য করছেন। আমার বিশ্বাস সকলের সহযোগিতায় ছেলেকে সুস্থ করে তুলতে পারব।' অসুস্থ স্নেহাশিস সরকারকে সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করা যেতে পারে ৯৭৩৩২৮১০৬৬ নম্বরে।

ডলা শিল্প বেঁচে থাকে কালী পুজোয়

রামপ্রসাদ মোদক

রাজগঞ্জ, ২০ অক্টোবর : গ্রামবাংলার অনেক শিল্প আজ হারিয়ে যাওয়ার পথে। এরকম একটি শিল্প হল শোলা দিয়ে তৈরি ডলা। পুরোপুরি মুছে না গেলেও এই শিল্পকে যেন মা কালী, মনসা বাঁচিয়ে রেখেছেন। এই কাজের শিল্পীদের মালাকার বলা হত। ধীরে ধীরে আধুনিকতার ছোঁয়ায় শোলাশিল্প কোণঠাসা হয়ে পড়েছে। উত্তরবঙ্গের বনাঞ্চলে গাছের সংখ্যা কমে যাওয়ায় এই ডলার দামও বেড়ে গিয়েছে। তবুও শিল্পীরা বংশপরম্পরায় তাঁদের এই শিল্পকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। এখন কালীপুজোর সময় এই মালাকাররা কিছুটা লাভের মুখ দেখেন।

রাজবংশী সমাজেও আধুনিকতার ছোঁয়া লেগেছে। তবে পুরোনো দিনের কথা মনে রেখে তাঁরা মন্দির তৈরি করলেও মন্দিরের ভেতরে মা কালীর প্রতিমা না রেখে এখনও তাঁদের ঐতিহ্য বজায় রেখে শোলা দিয়ে তৈরি ডলা ঝুলিয়ে দেন। কালীর ডলা দেখতে বিভিন্ন রকমের হয়।

উত্তরবঙ্গে একাধিক কালীর নাম আমরা শুনতে পাই। যেমন ডান কালী, বামাকালী, শ্মশানকালী, মগর কালী, ভদ্রকালী ইত্যাদি। সেইসব কালীর নাম অনুসারে তৈরি হয় ডলা। ডলার মধ্যে কালীর ছবি ছাড়াও থাকে শিব ও ডাকিনী-যোগিনীর ছবি। বিভিন্ন আকারের ডলা তৈরি করা হয়। ডলা তৈরি করার প্রধান সামগ্রী হল শোলা। এছাড়া কাগজ, চুমকি, কাগজের ফুল, বাঁশের কাঠি ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়।

কালীপুজো ছাড়াও অনেকে মনসাপুজোর সময় ডলা ব্যবহার করেন। এছাড়াও এই শিল্পীরা শোলা দিয়ে বিয়ের মুকুট, শোলার মালা, ফুল এবং ঠাকুরের মুকুট তৈরি করেন। রাজবংশীদের পাশাপাশি উত্তরবঙ্গে পাল সম্প্রদায়ের মানুষরাও এই ডলা তৈরি করেন।

রাজগঞ্জের তেলিপাড়ার শোলাশিল্পী চায়না মালাকার বলেন, 'কালীপুজোর সময় আমরা ডলা বিক্রি করে কিছু টাকা আয় করি। বছরের অন্য সময় এই জিনিসের তেমন চাহিদা থাকে না।'

আরেক শিল্পী সুশান্ত মালাকার বলেন, 'এক-একটি ডলা বানাতে যা খরচ এবং পরিশ্রম করতে হয় তার সঠিক মূল্য পাওয়া যায় না। তবুও বাবা-ঠাকুরদার সময় থেকে এই শিল্প চলে আসছে। তাই আমরা আজও এই শিল্পকে বাঁচিয়ে রেখেছি। এবছর আমি প্রায় ২০০টি ডলা বানিয়েছি। তার মধ্যে ১০০টি ছোট এবং ১০০টি বড় সাইজের। ডলাগুলির দাম শুরু হয় ১০০ টাকা থেকে। বড় সাইজের ডলাগুলি প্রায় ১ হাজার টাকায় বিক্রি করি।'

অ্যাফিডেভিট

আমার সমস্ত নথিপত্রে বাবার প্রকৃত নাম রফিকুল ইসলাম থাকলেও ভোটার আইডি কার্ডে নং- RBT 1479690, তার নাম ভুলবশত অজেদুর রহমান থাকায় গত ১৫/১০/২৫ তাং-এ গঙ্গারামপুর SD কোর্টে অ্যাফিডেভিট করে প্রকৃত নাম রফিকুল ইসলাম করা হয়েছে। রফিকুল ইসলাম ও অজেদুর রহমান একই ব্যক্তি। নাজিমুল হক, সাং- শায়েস্তাবাদ, পোঃ করখা, থানা- বংশীহারী, জেলা- দঃ দিনাজপুর। (C/118801)

•

নিজ আধার কার্ডে ভুল করে নাম ক্ষিতীশ বর্মন এবং ভোটার ও আধার কার্ডে পিতার নাম যথাক্রমে সতীশ ও ডিসতীশ চন্দ্র বর্মন থাকায় দিনহাটা নোটারিতে 17.10.2025 অ্যাফিডেভিট বলে ক্ষিতীশ চন্দ্র বর্মন এবং পিতা সতীশ চন্দ্র বর্মন হইল। সাং- চোকিয়ারপাড়া ১ম খন্ড, গোসানিমারি। (S.M)

তারিখ পরিবর্তন

অনিবার্য কারণবশত আমাদের দীপাবলি বাম্পার লটারি, পরিচালনায় - নেতাজি সুভাষ স্পোর্টিং ক্লাব, প্রধাননগর, শিলিগুড়ি-এর ড্র, যা পূর্ব নির্ধারিত ছিল 22শে অক্টোবর 2025 বুধবার, তা পরিবর্তিত করা হয়েছে। নতুন ড্রয়ের তারিখ 2 নভেম্বর 2025 করা হয়েছে। ড্রয়ের স্থান ও অন্যান্য শর্তাবলি অপরিবর্তিত। (C/113599)

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১২৮১০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১২৮৭৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১২২৪০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১৬৫৮০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১৬৫৯০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

সীমান্তে কড়াকড়িতে বন্ধ মিলনমেলা

হরষিত সিংহ

মালদা ২০ অক্টোবর : গ্রামের পাশ ঘেঁষে ভাগীরথী বয়ে গিয়ে বাংলাদেশে পড়েছে। নদীর উপরে বিএসএফ টহলদারির ব্রিজ। ঠিক তার নীচে জঙ্গল ঘেরা শ্মশান। সেই শ্মশান সংলগ্ন কালী মন্দির। বেদি বাঁধা মন্দিরে নেই ছাউনি। পুজো উপলক্ষ্যে পলিথিন টাঙানো হয়েছে। পুজোর দিন দুপুরেও নিঝুম মন্দির চত্বর। সদর গেটে টিমটিম করে জ্বলছে ছোট্ট একটা বালব। চারদিকে ঘুরছে একদল শিয়াল। কখনও বট গাছের নীচে আবার কখনও মন্দিরের পেছন থেকে উঁকি দিচ্ছে শিয়াল। যখন অন্যান্য মন্দিরে জমজমাট পুজোর প্রস্তুতি, তখন ইংরেজবাজারের মহদিপুর গড়মাহালি গ্রামের পাশে মহদিপুর শ্মশানকালী মন্দির চত্বর নিঝুম।

মহদিপুর শ্মশানকালী মন্দির। -সংবাদচিত্র

মালদার ইংরেজবাজার ব্লকের মহদিপুর শ্মশান সীমান্তের কাঁটাতার ঘেরার ওপারে পড়ে যায়। কয়েক বছর সেখানেই পুজো হয়েছে প্রথম দিকে। পুজোর শুরু থেকেই বাংলাদেশের অনেকেই এই পুজোয় শামিল হতেন। কাঁটাতার ঘেরার পর এই পুজো মিলনমেলায় পরিণত হত। কারণ এই একটা দিন দুই দেশের নাগরিকেরা একে অপরের আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে দেখা করার সুযোগ পেতেন। পরবর্তীতে নিরাপত্তার জন্য শ্মশান কাঁটাতার ঘেরার ভেতরে নিয়ে আসা হয়। বর্তমানে যেখানে মন্দির ও শ্মশান রয়েছে। একেবারেই কাঁটাতার ঘেরার পাশে নদীর তীরে রয়েছে মন্দির ও শ্মশান। এখানে পুজো শুরু হলে বাংলাদেশের নাগরিকেরা কাঁটাতার ঘেরার ওপারে দাঁড়িয়ে থাকতেন। এপারের আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে দেখা করতেন। বর্তমানে সেই নিয়ম বন্ধ করা হয়েছে দুই দেশের নিরাপত্তার জন্য। আপাতত পুজো হচ্ছে নিয়মনিষ্ঠার সঙ্গে। স্থানীয় বাসিন্দা ইসলাম শেখ বলেন, 'আগে মিলনমেলা হত। হিন্দু, মুসলিম সকলেই অংশগ্রহণ করতেন। সীমান্তের নিরাপত্তার জন্য এখন সব বন্ধ। এখন শুধু পুজো হয়।'

এই পুজোর সূচনা করেছিলেন স্থানীয় গ্রামের বাসিন্দা ভিকু হালদার। তারপর থেকেই পুজো হয়ে আসছে। এখন এই পুজো করছেন তাঁর ছেলে সুফল হালদার ও নাতি আনন্দ হালদার। একেবারেই সীমান্তে পুজো তাই আমাবস্যার রাতে নয় পরের দিন এই পুজো চালু করা হয়। আমাবস্যা তিথি পরের দিন পর্যন্ত থাকে। তাই এই নিয়ম। দিনে পুজো হলে সকলেই অংশগ্রহণের সুযোগ পান। সেবায়েত আনন্দ হালদার বলেন, 'সকলেই যেন এই পুজোয় অংশগ্রহণ করতে পারেন তাই দিনে পুজো চালু করেছিলেন আমার ঠাকুরদা। সেই সময় বাংলাদেশ থেকেও অনেকে আসতেন। এখন নিরাপত্তার জন্য ওপারের কেউ আসতে পারেন না। কিন্তু এখনও পুজো অমাবস্যার রাতে নয় দিনে পুজো হয়।'

গড়মহলি গ্রামে হিন্দু, মুসলিম সকলেরই বসবাস। কালীপুজোতেও সকলে অংশগ্রহণ করে আসছেন। এখানে প্রতিমা তৈরি করা হয় না। বেদিতেই পুজো হয়। প্রতিবছর পুজো উপলক্ষ্যে কয়েক ঘণ্টা মেলা বসে শ্মশান চত্বরে। সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত জমজমাট থাকে সেই মেলা। মহদিপুর সহ আশপাশের বিভিন্ন এলাকার কয়েক হাজার ভক্ত এখানে আসেন। পুজো উপলক্ষ্যে বলিপ্রথা চালু রয়েছে। বর্তমানে এই পুজোর প্রধান বৈশিষ্ট্য মিলনমেলা বা উৎসব বন্ধ হয়ে পড়ায় হতাশ স্থানীয়রা।

কুকুর তিহারে প্রাণী প্রেমের বার্তা

অনিকেত রায়

শিলিগুড়ি, ২০ অক্টোবর : পথকুকুরদের নিয়ে কিছুদিন আগে সুপ্রিম কোর্টের রায়ে দেশজুড়ে কম হইচই হয়নি। পরে আদালত সেই রায় সংশোধন করে। সোমবার কালীপুজোর দিন পালিত 'কুকুর তিহার'-এ সবাইকে সানন্দে শামিল হতে দেখে কুকুরপ্রেমীরা আশায় বুক বাঁধলেন। এটি মূলত নেপালিদের উৎসব। তবে আজকাল অন্য সম্প্রদায়ের অনেকেও এতে শামিল হন।

যে কুকুরদের কেন্দ্র করে এদিনের উৎসবের আয়োজন করা হয়েছিল, শান্তিজল ছিটিয়ে এদিন তাদের শুদ্ধ করে নেওয়া হয়েছিল। এরপর তাদের লাল ও হলুদ রংয়ের টিপ পরিয়ে দেওয়া হয়। পৈতার মতো করে যজংকা নামের একটি সুতো এরপর প্রাণীগুলির গায়ে বেঁধে দেওয়া হয়। ফুলের মালাও পরানো হয়। রাস্তাঘাটে অনেককেই মাঝেমধ্যে কুকুরদের বিরুদ্ধে অমানবিক আচরণ করতে দেখা যায়। এদিনটি কিন্তু অন্য ছবি দেখল। অনেককেই এদিন কুকুরদের পা ছুঁয়ে প্রণাম করতে দেখা গিয়েছে। নেপালি সম্প্রদায়ভুক্তরা এদিন বাড়ির পোষ্যদের পুজো করার পাশাপাশি পথকুকুরদেরও পুজো করেন। দীপঙ্কর আরোরার মতো অনেকে এদিন এই উৎসব পালন করেছেন।

কুকুর মৃত্যুর আগাম বার্তা পেয়ে থাকে বলে অনেকের বিশ্বাস। তাই মৃত্যুর দেবতা যমরাজের বার্তাবাহক কুকুরকে খুশি রাখতেই এই উৎসব বলে তাঁরা জানিয়েছেন। পাশাপাশি, ভানুভক্ত সমিতির সাধারণ সম্পাদক কৃষ্ণ লামা বললেন, 'কাক ও কুকুর দেবী লক্ষ্মীর আশীর্বাদধন্য বলেও অনেকে মনে করেন। তাই নেপালিদের পাঁচদিনব্যাপী তিহার উৎসবে এদের পুজো করা হয়।' এদের পুজোয় সংসারে ধন সমাগম হয় বলেই অনেকের বিশ্বাস। পশুপ্রেমী দীপায়ন সেন বললেন, 'এ ধরনের উৎসব কুকুরদের প্রতি মানুষকে আরও সহানুভূতিশীল করে তুললেই ভালো।'

> এ ধরনের উৎসব কুকুরদের প্রতি মানুষকে আরও সহানুভূতিশীল করে তুললেই ভালো।
>
> **দীপায়ন সেন** পশুপ্রেমী

ধর্মীয় উৎসবে সাহায্যের উজ্জ্বল নজির

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

বীরপাড়া, ২০ অক্টোবর : নবি দিবস, রামনবমী, কালীপুজো! সম্প্রীতির ঐতিহ্য ধরে রাখল বীরপাড়া। এবছর দেবীগড়ে সিম্ফনি ক্লাবের পুজোর প্রতিমা দিলেন ভানুনগরের মোতি খান এবং শেখ মহম্মদ সিকন্দর। বিষয়টিকে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির নিদর্শন হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন ক্লাব এবং পুজো কমিটির সভাপতি উৎপলকুমার রায়।

মোতি খানের গাড়ি মেরামতের গ্যারাজ রয়েছে। সিকন্দরের পরিবহণ ব্যবসা। প্রতি বছর রামনবমীর র‍্যালিতে পুণ্যার্থীদের মধ্যে মুসলিম সমাজের তরফে পানীয় জল, শরবত বিলিতে দেখা যায় মোতি খান, হাকিম খানদের। আবার নবি দিবসের র‍্যালিতে পুণ্যার্থীদের জল, শরবত বিলি করতে দেখা যায় উৎপলদের। উৎপল বলছেন, 'বিভিন্ন ভাষাভাষী, ধর্মাবলম্বী মানুষের দেশ ভারতবর্ষ। এছাড়া যুগ যুগ ধরে বীরপাড়ায় আমরা সম্প্রীতির আবহে বসবাস করছি। প্রতি বছরই নানা সম্প্রদায়ের মানুষ আমাদের পুজোর আয়োজনে জড়িয়ে থাকেন।'

পুজোর ৩৫তম বছরে এবার সিম্ফনির বাজেট ৫ লক্ষ টাকা। প্রতিমার মূল্য ১৪ হাজার টাকা। সমান ভাগে ওই টাকা দিয়েছেন মোতি এবং সিকন্দর। ক্লাব কোষাধ্যক্ষ ভাস্কর গোস্বামী বলছেন, 'আমরা আপ্লুত! এতে সমাজের কাছে সদর্থক বার্তা যাবে।' মোতির প্রতিক্রিয়া, 'যুগ যুগ ধরে বীরপাড়ায় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ একসঙ্গে বসবাস করছি। পুজোয় বিভিন্ন ক্লাবকে চাঁদা দিয়ে থাকি। এবার না হয় প্রতিমা কিনে দিলাম! সম্প্রীতির আবহে বসবাস করাটাই ভারতবর্ষের ঐতিহ্য।'

সোমবার সন্ধ্যা ৭টা নাগাদ জটেশ্বরে প্রতিমা আনতে যান ক্লাব সদস্যরা। ক্লাব চত্বরে আলোচনায় তখন মোতি খানদের ভূমিকার কথা! ক্লাব সদস্যরা জানালেন, পুজো উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রত্যেকটি সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। প্রবীণ ব্যবসায়ী মান্নালাল জৈন বলছিলেন, 'এই সম্প্রীতির আবহই বীরপাড়ার ঐতিহ্য।'

আজ টিভিতে

সূর্য রাত ১০.০০ কালার্স বাংলা সিনেমা

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৯.৩০ প্রেম আমার, দুপুর ১২.৩০ বড়বউ, বিকেল ৪.০০ মহান, সন্ধে ৭.০০ বিধিলিপি, রাত ১০.০০ সূর্য
জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.৩০ মেমসাহেব, দুপুর ১২.০০ অনুতাপ, ২.৩০ পরিণাম, বিকেল ৫.০০ বেদের মেয়ে জোসনা, রাত ১১.০০ ভয়
জলসা মুভিজ : বেলা ১১.০০ আবার বিবাহ অভিযান, দুপুর ১.০০ বাঘ বন্দি খেলা, বিকেল ৪.৩০ ম্যাডাম গীতা রানি (বাংলা ভার্সন), সন্ধে ৭.০০ শিব পার্বতী কথা (চ্যাপ্টার ১), রাত ১০.০০ শিব পার্বতী কথা (চ্যাপ্টার ২)
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ ডামাডোল
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ ফিরিয়ে দাও
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ বলিদান
স্টার গোল্ড সিলেক্ট এইচডি : বেলা ১১.০৯ শাদি কে সাইড এফেক্টস, দুপুর ১.২৬ ডিটেকটিভ ব্যোমকেশ বক্সী, বিকেল ৩.৪২ দশ, সন্ধে ৬.০৩ গুড লাক জেরি, রাত ১০.০২ তেজ
জি বলিউড : বেলা ১১.০৩ আ অব লওট চলেঁ, দুপুর ২.১৭ নদীয়া কে পার, বিকেল ৫.১৬ ইন্সাফ কওন করেগা, রাত ৮.০০ অবতার, ১০.৪০ দওড়- ফান অফ দ্য রান
অ্যান্ড পিকচার্স : বেলা ১১.২৩ মিস্টার অ্যান্ড মিসেস খিলাড়ি, দুপুর ১.৩৯ কোই মিল গ্যায়া, বিকেল ৪.৫০ অ্যান্টনি, সন্ধে ৭.৩০ তিরঙ্গা, রাত ১০.১৮ ফরেন্সিক
অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : বেলা ১১.৪৫ সরকার-থ্রি, দুপুর ২.০০ বরেলি কি বরফি, বিকেল ৪.০৩ গল্লি বয়, সন্ধে ৬.৪৫ মিডল ক্লাস লভ, রাত ৯.০০ কহানি-টু, ১১.১১ এজেন্ট বিনোদ

ডিটেকটিভ ব্যোমকেশ বক্সী দুপুর ১.২৬ স্টার গোল্ড সিলেক্ট এইচডি

প্ল্যানেট আর্থ-থ্রি বিকেল ৪.৪৫ সোনি বিবিসি আর্থ এইচডি

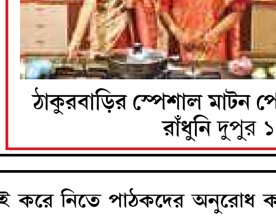
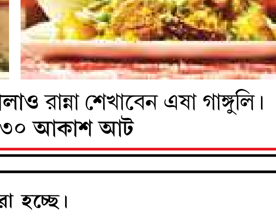
ঠাকুরবাড়ির স্পেশাল মাটন পোলাও রান্না শেখাবেন এষা গাঙ্গুলি। রাঁধুনি দুপুর ১.৩০ আকাশ আট

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : স্ত্রীর শরীর নিয়ে চিন্তা কাটবে। কর্মক্ষেত্রে ভালো খবর পাবেন। কোনও বন্ধুর সহায়তায় ব্যবসায় উন্নতি। বৃষ : বহুদিন বাদে পুরোনো কোনও বন্ধুর সঙ্গে দেখা হবে। শারীরিক সমস্যার কারণে ভ্রমণ বাতিল করতে হতে পারে। মিথুন : সময়ের কাজ সময়ে শেষ করতে না পারলে সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে। পথেঘাটে একটু সাবধানে চলফেরা করুন। কর্কট : কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রেখে চলার চেষ্টা করুন। পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান। সিংহ : সন্তানের ভবিষ্যৎ নিয়ে অতিরিক্ত চিন্তা করবেন না। ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা বাড়তি লগ্নি থেকে একটু সাবধানে থাকুন। কন্যা : পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানোর চেষ্টা করুন, তাতে মানসিক চাপ কমবে। অপ্রয়োজনীয় খরচ এড়িয়ে চলুন। তুলা : পড়াশোনার সঙ্গে যুক্তদের নতুন সুযোগ আসতে চলেছে। সম্পত্তি কেনাবেচা নিয়ে গুরুজনদের সঙ্গে পরিমর্শ করুন। বৃশ্চিক : কর্মপ্রার্থীরা নামী কোম্পানিতে চাকরির সুযোগ পেতে পারেন। অপরিচিত কোনও ব্যক্তির সঙ্গে লেনদেনে জড়াবেন না। ধনু : কর্মক্ষেত্রে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তর্কাতর্কিতে বড় ক্ষতি হতে পারে। বিজ্ঞান বিষয়ক গবেষণায় সাফল্য পাবেন। মকর : বিপদে ভাইবোনেদের কাছে সাহায্যের আশা করবেন না। প্রতিবেশীদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখে চললে লাভবান হবেন। কুম্ভ : সাংসারিক খরচ বাড়লেও চিন্তার কিছু নেই। কর্মক্ষেত্র পরিবর্তন করতে হতে পারে। বিদ্যার্থীদের শুভ। মীন : সন্তানের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তা কাটবে। জমি, ফ্ল্যাট কেনার স্বপ্ন পূরণ হতে পারে। অপ্রয়োজনীয় খরচ এড়িয়ে চলুন।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৩ কার্তিক, ১৪৩২, ভাঃ ২৯ আশ্বিন, ২১ অক্টোবর ২০২৫, ৩ কাতি, সংবৎ ১৫ কার্তিক বদি, ২৮ রবিঃ সানি। সূঃ উঃ ৫।৪০, অঃ ৫।৪। মঙ্গলবার, অমাবস্যা অপরাহ্ণ ৪।২৭। চিত্রানক্ষত্র রাত্রি ১০।৩৯। বিষ্কুম্ভযোগ রাত্রি ৩।৫৪। নাগকরণ অপরাহ্ণ ৪।২৭ গতে কিন্তুঘ্নকরণ শেষরাত্রি ৫।২১ গতে ববকরণ। জন্মে- কন্যারাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা, দিবা ৯।৩৬ গতে তুলারাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে ক্ষত্রিয়বর্ণ, রাত্রি ১০।৩৯ গতে দেবগণ বিংশোত্তরী রাহুর দশা। মৃতে- একপাদদোষ। যোগিনী- ঈশানে, অপরাহ্ণ ৪।২৭ গতে পূর্ব্বে। বারবেলাদি- ৭।৬ গতে ৮।৩১ মধ্যে ও ১২।৪৮ গতে ২।১৩ মধ্যে। কালরাত্রি- ৬।৩৯ গতে ৮।১৩ মধ্যে। যাত্রা- নাই, অপরাহ্ণ ৪।২৭ গতে যাত্রা শুভ উত্তরে নিষেধ। শুভকর্ম- গর্ভাধান। বিবিধ(শ্রাদ্ধ)- অমাবস্যার একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমাবস্যার ব্রতোপবাস। দীপান্বিতা পার্বণশ্রাদ্ধ। দ্বীপান্বিতাকৃত্য। আলিপুরদুয়ার জেলার হ্যামিলটনগঞ্জে কালীবাড়ি পুজো কমিটির উদ্যোগে শতাধিক বছর ধরে (প্রতিষ্ঠা ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দ) মায়ের পুজো ও বারোদিনব্যাপী মেলা হয়। অমৃতযোগ- দিবা ৬।৩৭ মধ্যে ও ৭।২১ গতে ১০।৫৯ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।২৬ গতে ৮।১৮ মধ্যে ও ৯।১০ গতে ১১।৪৭ মধ্যে ও ১।৩২ গতে ৩।১৬ মধ্যে ও ৫।১ গতে ৫।৪১ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- রাত্রি ৭।২৬ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

শংসাপত্র বাতিলের প্রক্রিয়া শুরু

কার্তিক দাস

খড়িবাড়ি, ২০ অক্টোবর : খড়িবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালের জন্ম ও মৃত্যু শংসাপত্র জালিয়াতি কাণ্ডে তৎপর জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর। স্ক্রুটিনিতে ৩০০টির মধ্যে ২৪৫টি শংসাপত্র জাল বলে প্রমাণিত হয়েছে। ওই শংসাপত্রগুলোর আইডি নম্বর স্বাস্থ্য ভবনে পাঠানো হয়েছে। রবিবার থেকে সংশ্লিষ্ট পোর্টালে জাল শংসাপত্র বাতিলের প্রক্রিয়াও শুরু হয়ে গিয়েছে। বাকিগুলোর স্ক্রুটিনি চলছে। গত তিন মাসে খড়িবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে ৮৪৪ জাল শংসাপত্রের হদিস পেয়েছে স্বাস্থ্য দপ্তর। সমস্ত জাল শংসাপত্র চিহ্নিত করে বাতিলের বন্দোবস্ত করা হবে বলে আশ্বাস স্বাস্থ্য দপ্তরের এক আধিকারিকের।

সোমবার অভিযুক্ত ডেটা এন্ট্রি অপারেটর পার্থ সাহার আবাসনের তালা খুলে প্রবেশ করার চেষ্টা করেন তাঁর ভাই ও শ্যালক। স্বাস্থ্যকর্মীরা তাঁদের বাধা দেন ও ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিককে বিষয়টি জানান। ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক শফিউল আলম মল্লিক সঙ্গে সঙ্গে থানায় খবর দিলে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে ওই দুই ব্যক্তিকে আটক করে ও ওই আবাসনে প্রবেশ করতে বারণ করে। এরপর তাঁরা চলে যান। এদিকে, হাসপাতালের একজন অস্থায়ী কর্মী হলেও পার্থ কীভাবে গ্রুপ-ডি কর্মীদের আবাসনে থাকতেন এবং তাঁর ওই আবাসনে কেন এখনও সিল করে দেওয়া হল না তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে ডিওয়াইএফআই।

শংসাপত্র দুর্নীতিতে সঠিক তদন্ত ও প্রকৃত দোষীদের শাস্তির দাবি জানিয়ে রবিবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা'কে চিঠি দেন শিলিগুড়ির বিধায়ক। অভিযুক্ত ডেটা এন্ট্রি অপারেটর পার্থ সাহা এখনও পুলিশের জালে ধরা পড়েনি। যদিও স্থানীয়দের দাবি, তাঁকে খড়িবাড়ি ব্লকে তৃণমূল কংগ্রেসের এক নেতার বাইকে করে এলাকায় ঘুরতে দেখা গিয়েছে। যদিও পুলিশের দাবি, তিনি নেপালে গা-ঢাকা দিয়ে রয়েছেন।

জেলা ডিওয়াইএফআই-এর সহ সভাপতি আবু মান্না পুলিশের বিরুদ্ধে তদন্ত প্রক্রিয়ায় ঢিলেমির অভিযোগ তুলেছেন। তিনি বলেন, 'গত ১৭ অক্টোবর পার্থের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে। ১৮ অক্টোবর তাঁকে প্রকাশ্য দিবালোকে ঘুরতে দেখা গিয়েছে। ২০ অক্টোবর হয়ে গেলেও কেন অভিযুক্তের আবাসন সিল করা হয়নি?' তাঁর কটাক্ষ, 'অভিযুক্তরা প্রমাণ লোপাটের সুযোগ পাচ্ছে।'

ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক আগেই জানিয়েছেন, স্বাস্থ্য দপ্তর জাল শংসাপত্রের পর্দা ফাঁস করতেই গত ১০ অগাস্ট পার্থ একটি মুচলেকা দিয়ে অভিযোগ স্বীকার করে নেন। যদিও থানায় অভিযোগ দায়ের হওয়ার পর থেকেই তিনি বেপাত্তা। ওই মুচলেকায় পার্থ জানান, তিনি প্রতিটি জাল সার্টিফিকেট তৈরির জন্য ১০ হাজার টাকা করে নিতেন। তিনি নকশালবাড়ি বিডিও অফিসের এক কর্মীর নামও বলেন। তবে, ২০২২ সালের মে মাস থেকে মোট কত জাল শংসাপত্র খড়িবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতাল থেকে তৈরি হয়েছে, তা নিয়ে চিন্তিত স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্তারা।

বাড়ছে ক্ষোভ

- স্ক্রুটিনি শুরু জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের, ৩০০টির মধ্যে ২৪৫টি শংসাপত্র জাল বলে প্রমাণিত
- জাল শংসাপত্র বাতিলের প্রক্রিয়া শুরু করে দিয়েছে স্বাস্থ্য ভবন
- অভিযুক্ত ডেটা এন্ট্রি অপারেটর অস্থায়ী কর্মী হলেও থাকতেন গ্রুপ-ডি কর্মীদের আবাসনে
- সোমবার ওই আবাসনের তালা খুলে ঢুকতে যান অভিযুক্তের ভাই ও শ্যালক
- প্রথমে স্বাস্থ্যকর্মীরা বাধা দেন, পরে পুলিশ গিয়ে তাঁদের সরিয়ে নিয়ে যায়

আলোকিত উত্তর।। বালুরঘাটের ডাঙিতে দীপাবলি উৎসবে বিএসএফ জওয়ানরা। (ডানে) কোচবিহারের মদনমোহনবাড়িতে মোমবাতি জ্বালাচ্ছেন তরুণী। ছবি : মাজিদুর সরদার ও অপর্ণা গুহ রায়

ত্রাণশিবিরে ঢুকে মার

ধূপগুড়ি, ২০ অক্টোবর : জমি বিবাদ নিয়ে ত্রাণশিবিরে ঢুকে কাকাকে বেধড়ক মারধরের অভিযোগ উঠেছে ভাইপোর বিরুদ্ধে। দীর্ঘদিন ধরে জমি নিয়ে বিবাদ ছিল। প্লাবনে বাড়িঘর ভেঙে যাওয়ায় নতুন করে সীমানা বুঝতে অসুবিধা হওয়ায় ঝামেলা শুরু হয়। এতেই ত্রাণশিবিরে ঢুকে এক পরিবার অপর পরিবারের ওপর হামলা চালায় বলে অভিযোগ।

দু'পক্ষের হাতাহাতি থামাতে গিয়ে প্রতিবেশী দুজন গুরুতর আহত হয়েছেন। ঘটনাটি ঘটেছে গধেয়ারকুঠি গ্রাম পঞ্চায়েতের কুল্লাপাড়া এলাকায়। দু'পক্ষের ঝামেলা থামাতে গিয়ে দুই প্রতিবেশী আহত হন। রাতেই অবশ্য এই ঘটনায় জড়িত দুজনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। মহকুমা পুলিশ আধিকারিক গেলসেন লেপচা বলেন, 'জমি নিয়ে বিবাদের ঘটনায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে। দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।'

হাইকিং

শিলিগুড়ি, ২০ অক্টোবর : ঘন পাইন বনের মধ্যে দিয়ে এবার হাইকিং করার আনন্দ নিতে পারবেন পর্যটকরা। কার্সিয়াং প্রশাসনের উদ্যোগে ও বন দপ্তরের সহযোগিতায় উইন্টার রান প্রতিযোগিতা হতে চলেছে আগামী ৯ নভেম্বর। জনপ্রিয় এই প্রতিযোগিতায় প্রতি বছরই কার্সিয়াংয়ে ভিড় জমান পর্যটকরা। অনেকেই আবার হাইকিংয়ে আগ্রহ দেখান। এই কথা মাথায় রেখে এবছর নিখরচায় হাইকিং ও ডাউহিল ফরেস্ট হেরিটেজ ওয়াকের আয়োজন করা হয়েছে। ৮ নভেম্বর হবে হাইকিং।

'ভুল' থেকে শিক্ষা মেট্রোপলিটান পুলিশের

মধ্যরাতে গতির রাশ টানতে বাড়তি সতর্কতা

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ২০ অক্টোবর : দুর্গাপুজোয় ভুলের পুনরাবৃত্তি কালীপুজোয় হতে দিতে চাইছেন না শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের আধিকারিকরা। সেই কারণেই ভাইফোঁটা পর্যন্ত মধ্যরাতে গুরুত্বপূর্ণ মোড়গুলিতে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণে পুলিশ মোতায়েন থাকার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে মেট্রোপলিটান পুলিশ। হাসমি চক, এয়ারভিউ মোড়, জলপাই মোড়, দার্জিলিং মোড়, বাগডোগরা বিহার মোড়, ফুলবাড়ি ক্যানাল মোড়, দুর্গা মন্দির সংলগ্ন এলাকা সহ একাধিক এলাকায় মধ্যরাত পর্যন্ত ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা থাকছে।

দুর্গাপুজোর রাতে মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি কিংবা বাইক চালিয়ে অনেকেই দুর্ঘটনার কবলে পড়েছেন। এমনকি প্রাণহানির ঘটনাও ঘটেছে। এই ঘটনা যাতে আর না ঘটে তাই রাতেও ট্রাফিক ব্যবস্থাকে সজাগ রাখা হচ্ছে।

মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ট্রাফিক) কাজি সামসুদ্দিন আহমেদের বক্তব্য, 'রাত ন'টার পরেও ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা থাকবে। একাধিক গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে আমাদের কর্মীরা ত্যাক্টিভ থাকবেন।'

যে কোনও ফেস্টিভ সিজনেই রাতে মদ্যপ অবস্থায় দুর্ঘটনার ঘটনা নতুন কিছু নয়। দুর্গাপুজোর সময় রাতে এই ধরনের একাধিক ঘটনা ঘটেছে। অভিযোগ, বার এবং পাব থেকে মদ্যপ অবস্থায় রাস্তায় বের হয়েই দ্রুতগতিতে বাইক, গাড়ি ছোটাচ্ছে একদল তরুণ-তরুণী। ঘটছে দুর্ঘটনা।

পঞ্চমীর রাতে মেডিকেল মোড় সংলগ্ন দুর্গা মন্দির এলাকায় দ্রুতগতির বাইকের বলি হন দুজন। অষ্টমীর রাতে ৬ নম্বর ওয়ার্ডে বাইক দুর্ঘটনায় প্রাণ যায় আশিঘর এলাকার এক তরুণের। দশমীর রাতে বর্ধমান রোডে শক্তিগড় গৌড়ীয় মঠের কাছে দ্রুতগতির বাইক এসে অ্যাম্বুল্যান্সের পিছনে ধাক্কা মারে। চালকের মাথায় হেলমেট না থাকায় অ্যাম্বুল্যান্সের পিছনের কাচ ভেঙে ভিতরে ঢুকে পড়েন বাইকচালক। মাথায় গুরুতর চোট লাগে বাইকচালকের। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে মৃত্যু হয় তাঁর। বাইকের পিছনে থাকা দুই তরুণ আহত হন।

পুজোর দিন তিনেক পরে বাঘা যতীন কলোনির এক তরুণ শিলিগুড়ির পানিট্যাঙ্কি মোড়ের কাছে ডিভাইডারে ধাক্কা মেরে ছিটকে পড়েন। তাঁর মাথায় গুরুতর চোট লাগে। তাঁকে উদ্ধার করে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও বাঁচানো যায়নি। পুলিশের আধিকারিকরা জানিয়েছেন, ফেস্টিভ সিজনে এমন দুর্ঘটনার একাধিক ঘটনা ঘটেছে। সেইসব ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়ে কালীপুজোর রাতে বাড়তি সতর্ক থাকছে মেট্রোপলিটান পুলিশ।

ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি ব্রেথ অ্যানালাইজার দিয়ে পরীক্ষা করে দেখা হবে চালকরা মদ্যপ অবস্থায় রয়েছেন কি না। তাছাড়া হেলমেট ছাড়া বাইক চালালে পদক্ষেপ করা হবে বলে জানানো হয়েছে।

পুলিশ কোথায়

হাসমি চক, এয়ারভিউ মোড়, জলপাই মোড়, দার্জিলিং মোড়, বাগডোগরা বিহার মোড়, ফুলবাড়ি ক্যানাল মোড়, দুর্গা মন্দির সংলগ্ন এলাকা সহ একাধিক এলাকায় মধ্যরাত পর্যন্ত ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা থাকছে।

নিয়ন্ত্রণ কীভাবে

- দুর্গাপুজোয় ভুলের পুনরাবৃত্তি কালীপুজোয় হতে দিতে চাইছে না মেট্রোপলিটান পুলিশ
- গাড়ির গতি নিয়ন্ত্রণ ও চালকদের দাপট আটকাতে মাঝরাতেও গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে থাকবে ট্রাফিক পুলিশ
- মদ্যপ অবস্থায় কেউ বাইক চালাচ্ছেন কি না, তার জন্য ব্রেথ অ্যানালাইজার দিয়ে পরীক্ষা করে দেখা হবে
- বাইকচালকরা হেলমেট না পরলে পদক্ষেপ করা হবে বলে জানানো হয়েছে

গৃহবধূকে গণধর্ষণ, প্রাণে মারার হুমকি

ময়নাগুড়ি, ২০ অক্টোবর : স্বামীর অনুপস্থিতিতে ফাঁকা বাড়িতে গণধর্ষণের শিকার হলেন এক গৃহবধূ। তাঁর ওপর নৃশংস অত্যাচার চালানো হয়েছে। গত শুক্রবার রাত আনুমানিক দশটা নাগাদ ওই গৃহবধূ বাড়ির উঠোনের কলতলায় বাসনপত্র ধুচ্ছিলেন। অভিযোগ, সেই সময় প্রতিবেশী তিন তরুণ বাড়িতে ঢুকে গৃহবধূর মুখ চেপে ঘরের ভেতরে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে। পৈশাচিক অত্যাচার চালায় অভিযুক্তরা। ওই বধূর সারা শরীরে এখনও পর্যন্ত আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। তাঁর স্বামী সেই সময় ময়নাগুড়ি শহরের নতুনবাজার সাপ্তাহিক হাট থেকে বাড়ি ফেরেননি।

থানায় অভিযোগ করলে অভিযুক্তরা স্বামী-স্ত্রী দুজনকেই প্রাণে মারার হুমকি দিয়ে চলে যায়। স্বামী বাড়ি ফিরলে স্ত্রী সমস্ত ঘটনা জানান। রবিবার রাতে গৃহবধূ তিনজনের নামোল্লেখ করে ময়নাগুড়ি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। ময়নাগুড়ি ব্লকের খাগড়াবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ওই ঘটনার অভিযোগ পেয়ে পুলিশ অভিযুক্ত গৌরাঙ্গ রায়কে গ্রেপ্তার করেছে।

ময়নাগুড়ি থানার আইসি সুবল ঘোষ বলেন, 'তিনজনেই পরিচিত। ওই বাড়িতেও যাতায়াত ছিল। এমনটাই তদন্তে উঠে এসেছে। একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বাকিদের খোঁজে তল্লাশি চলছে।'

তিন অভিযুক্তের মধ্যে গৌরাঙ্গ রায়কে পুলিশ এদিন গ্রেপ্তার করে। বাকি দুই অভিযুক্ত বিষ্ণু রায় এবং মিন্টু রায় পলাতক। গোটা এলাকার পরিস্থিতি থমথমে। এলাকার গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য বলেন, 'অত্যন্ত নিন্দনীয় ঘটনা। পুলিশে অভিযোগ হয়েছে। প্রশাসনিক তদন্তসাপেক্ষে দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানাই।'

অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির দেহ উদ্ধার

শিলিগুড়ি, ২০ অক্টোবর : অজ্ঞাতপরিচয় এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়াল শিলিগুড়ির নৌকাঘাটের এশিয়ান হাইওয়ের এলাকায়। এদিন সকালে কয়েকজন কিশোর হাইওয়ের পাশের জঙ্গলে দেহটি পড়ে থাকতে দেখে। সঙ্গে সঙ্গে এলাকার এক ব্যবসায়ীকে গিয়ে বিষয়টি জানায় তারা। এরই মধ্যে ঘটনা জানাজানি হতেই স্থানীয়দের ভিড় জমে যায়। পরে এনজেপি থানার পুলিশ এসে দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে পাঠায়।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, একটি গাছের নীচে পড়ে ছিল দেহটি। তবে মৃতের গলায় গামছা জড়ানো ছিল। প্যান্টেও রক্তের দাগ রয়েছে। বেশ কয়েক জায়গায় ক্ষত রয়েছে বলেও জানা গিয়েছে। কিন্তু ওই ব্যক্তি আত্মহত্যা করার চেষ্টা করেছিলেন নাকি তাঁকে খুন করে গলায় গামছা জড়িয়ে ফেলে দিয়ে যাওয়া হয়েছে সে বিষয়ে স্পষ্ট কিছু জানা যায়নি।

তিনবাত্তি মোড় থেকে নৌকাঘাট মোড়ের দিকে আসার পথে রাস্তার বাঁ পাশে দেহটি পড়ে ছিল। তদন্তকারী আধিকারিকরা প্রাথমিকভাবে মৃত্যুর দুটি কারণ মনে করছেন। প্রথমত হয়তো ওই ব্যক্তি গলায় গামছা বেঁধে গাছে ঝুলে পড়েছিলেন। কিন্তু গামছাটি ওই ব্যক্তির ভার না রাখতে পেরে ছিঁড়ে পড়ে। এদিকে, মৃতের শরীরে কয়েকটি ক্ষতের দাগ থেকে এও মনে করা হচ্ছে খুন করার পর ওই ব্যক্তিকে ঝুলিয়ে দেওয়া হতে পারে। তবে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলে মৃত্যুর আসল কারণ জানা যাবে বলে জানিয়েছে পুলিশ। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। মৃতের নাম, পরিচয় জানার চেষ্টা চলছে বলে জানিয়েছেন তদন্তকারীরা।

এলাকায় এভাবে মৃতদেহ উদ্ধার হওয়া নিয়ে সরব হয়েছেন এলাকার বাসিন্দারা। স্থানীয় রাকেশ সরকারের অভিযোগ, 'ব্যস্ততম নৌকাঘাটের আশপাশে রাস্তার পাশে এমন জঙ্গলের মধ্যে দেহ রাত বাড়তেই অসামাজিক কাজকর্ম হচ্ছে। যেভাবে সন্দেহজনকভাবে দেহ উদ্ধার হল, তাতে এই ধরনের জঙ্গল কেটে ফেলা দরকার। নয়তো সন্দেহজনক ঘটনা আরও বাড়তে পারে।'

রোজগারমেলা

শিলিগুড়ি, ২০ অক্টোবর : শিলিগুড়িতে রোজগারমেলার আয়োজন করছে কেন্দ্র সরকার। আগামী ১৫-১৬ নভেম্বর শিলিগুড়ির ডন বসকো রোডের একটি কলেজে এই রোজগারমেলার আয়োজন করা হচ্ছে। রাজ্যসভার সাংসদ হর্ষবর্ধন শ্রিংলা জানিয়েছেন, এই মেলায় হোটেল, পর্যটন ছাড়াও বিভিন্ন বেসরকারি ক্ষেত্রে অন্তত ৩ হাজার কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হবে বলে আশা করছি। মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক পাশ কর্মপ্রার্থীরাও এই রোজগারমেলায় আসতে পারেন। ৫০টিরও বেশি নামীদামি সংস্থা এই রোজগারমেলায় অংশ নিচ্ছে।

জলদাপাড়ায় চালু সাফারি

নীহাররঞ্জন ঘোষ

মাদারিহাট, ২০ অক্টোবর : জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানে ১৬ দিন পর সোমবার ফের সাফারি শুরু হল। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের জন্য বন্ধ ছিল কার সাফারি ও এলিফ্যান্ট রাইড। এদিন সাফারি চালু হতেই দেশ-বিদেশের পর্যটকের ভিড় উপচে পড়ে। কালীপুজোর মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই খুশি গাইড থেকে শুরু করে জিপসি ও রিসর্ট মালিকরা।

জামানি থেকে ১৫ জন পর্যটকের একটি দল ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত ঘুরতে এসেছেন। এদিন তাঁরা জলদাপাড়ায় আসেন। দলের মধ্যে উবা নিওয়াল্য নামে এক পর্যটক জানালেন, এই প্রথম তিনি জলদাপাড়া ঘুরতে এসেছেন। কার সাফারিতে গন্ডার, বাইসন, হাতির দল দেখেছেন। সকলেই খুব খুশি। অসম থেকে এসেছেন মেঘমালা দে ও তাঁর পরিবার। জানালেন, জলদাপাড়ার নাম খুব শুনেছেন। কিন্তু আগে আসা হয়নি। সময় বের করে চলে এসেছেন। দেখলেন গন্ডার, হরিণ, বাইসনের পাল। খুব খুশি তাঁরাও। সিকিম থেকে পরিবার নিয়ে এসেছেন ডেভিড বাগদাস। জানালেন, জয়ন্তী যাতায়াত করার সময় জলদাপাড়ার সুদৃশ্য গেট দেখতেন। আর ভাবতেন সময় পেলেই আসবেন। এদিন পরিবার নিয়ে চলে আসেন। বনের দেখে বেজায় খুশি তিনি। মুর্শিদাবাদ থেকে এসেছিলেন পুরব সরকার। তাঁর মন্তব্য, 'জলদাপাড়ার নাম এত শুনেছি, কিন্তু আগে আসা হয়নি। এসেই শুনলাম কয়েকদিন বন্ধ থাকার পর এদিন থেকেই আবার সাফারি চালু হল। ভাগ্যিস ঠিক দিনেই এসেছি। খুব ভালো লাগছে জীবজন্তুদের দেখে।'

এবার নিয়ে পঞ্চমবার জলদাপাড়া ঘুরতে এলেন লালমোহন নাথ। কলকাতার বাসিন্দা তিনি। এলিফ্যান্ট রাইড করে বললেন, 'এলিফ্যান্ট রাইড বেশ রোমাঞ্চকর ব্যাপার। যে করেনি, তাকে অনুভূতিটা বোঝানো মুশকিল। গন্ডার ও বাইসনের পাল দেখলাম।'

সাফারি চালু হতেই বিদেশি পর্যটক সহ সিকিম, অসমের পর্যটকরা ঘুরতে আসায় খুশির হাওয়া মাদারিহাটের পর্যটন মহলে। বিশিষ্ট পর্যটন ব্যবসায়ী বিশ্বজিৎ সাহা বলেন, 'দুর্যোগের পর এখানে পর্যটন নিয়ে কিছু অপপ্রচার হয়েছিল। আমরা নিয়মিত বন দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলেছিলাম। আবার ছন্দ ফেরায় আমরা খুশি।' সোমবার সকালে চারটি হাতির তিনটি ট্রিপ পুরো ভর্তি ছিল। আর কার সাফারিতে দুপুর ২টার ট্রিপে আটটি গাড়ি এবং বিকেলের ট্রিপে ১৬টি গাড়ি চলেছে। ২৬টি সাফারির গাড়ির মধ্যে ২৪টি গাড়ির সাফারি হয়েছে বলে জানান জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের সহকারী বন্যপ্রাণ সংরক্ষক ডঃ নবিকান্ত ঝা।

সোমবার শুরু হল কার সাফারি।

প্রাণরক্ষায় ধানখেতে পুলিশ

অমিতকুমার রায়

হলদিবাড়ি, ২০ অক্টোবর : তিস্তায় পাচারকারীদের গতিবিধির উপর নজরদারি চালাতে গিয়ে পাচারকারীদের হাতেই আক্রান্ত হল সাদা পোশাকের পুলিশ। খবর পেয়ে নৌকায় নদী পেরিয়ে চরে গিয়ে পাচারকারীদের হাত থেকে পুলিশকে বাঁচালেন তিস্তা পাড়ের বাসিন্দারা। পাচারকারীদের মারের থেকে রক্ষা পেতে সেই সময় ধানখেতে লুকিয়ে পড়ে পুলিশ।

রবিবার রাতে হলদিবাড়ি ও মেখলিগঞ্জ ব্লকের সীমান্তবর্তী ৪০ নিজতরফ এলাকার তিস্তার চরে এমন ঘটনায় হইচই পড়ে যায়। এরপর ঘটনাস্থলে পৌঁছায় হলদিবাড়ি থানার আইসি কাশ্যপ রাইয়ের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশবাহিনী। অভিযান চালিয়ে গভীর রাতে সেখান থেকে ফিরে আসে পুলিশ। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। অভিযুক্তরা ফেরার।

রবিবার সন্ধ্যায় নজরদারি করতে হলদিবাড়ি এনভিএফ কর্মী রাহুল হক, সিভিক ভলান্টিয়ার আনারুল হক ও ডিআইবি-র সিভিক ভলান্টিয়ার তাপস দাস ওই এলাকায় পৌঁছান। সকলেই সাদা পোশাকে ছিলেন। নদী পার হওয়ার জন্য স্থানীয় কৃষক গৌরাঙ্গ দাসের নৌকাভাড়া করেন তাঁরা। হামলার সময় গৌরাঙ্গও তাঁদের সঙ্গে ছিলেন। ওই পুলিশকর্মী ও সিভিক ভলান্টিয়ারদের অভিযোগ, এলাকায় পৌঁছাতেই তাঁদের দেখে কালাম মণ্ডল নামে এক পাচারকারী দৌড় শুরু করে। তার পিছনে সাদা পোশাকের পুলিশকর্মীরাও ছুটতে থাকেন। অন্য পাচারকারীরা নৌকায় পুলিশকর্মীদের চরে নিয়ে যাওয়ার জন্য গৌরাঙ্গকে মারধর শুরু করে। তাঁকে বাঁচাতে গেলে ওই পুলিশকর্মী ও সিভিক ভলান্টিয়ারদের ওপরও হামলা হয়। ধানখেতে লুকিয়ে প্রাণে বাঁচেন এক সিভিক ভলান্টিয়ার। এদিকে হলদিবাড়ির দিকে বিবিগঞ্জ গ্রাম থেকে সেখানে পৌঁছান স্থানীয় বাসিন্দারা। তাঁরা পৌঁছাতেই এলাকা ছেড়ে পালায় পাচারকারীরা। পরে আইসি-র নেতৃত্বে বিশাল বাহিনী গিয়ে আহত পুলিশকর্মীদের উদ্ধার করে হলদিবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যায়।

পুলিশের সঙ্গে আহত হন কৃষক গৌরাঙ্গ দাস। তাঁর বাড়িতে ভিড়।

আলোর উৎসবে ভিনধর্মের মানুষের রুজিরুটি

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২০ অক্টোবর : সকাল তখন সাড়ে ৬টা। বিবেকানন্দ রোড সংলগ্ন মহাবীরস্থানে রাস্তার একপাশে বসে অশোক পাতা সাজাচ্ছিলেন সাইমা খাতুন। কোথা থেকে এত পাতা এনেছেন? প্রশ্ন করতেই সাইমা বোঝালেন, 'দুই সপ্তাহ থেকে বাড়ি বাড়ি গিয়ে দেবদারু পাতা সংগ্রহ করেছি। এই দিনটাকে ভেবেই পসরা সাজিয়ে বসেছি।'

কিছুটা দূরে তখন মালার পসরা সাজিয়ে বসেছিলেন আনিরুল ইসলাম। বিহার থেকে এসেছেন আনিরুল। বললেন, 'কালীপুজোর সকালের এই দিনটা শহর শিলিগুড়িতে সত্যি এক আলাদা উৎসবমুখর পরিবেশ থাকে। পাঁচ বছর হল এই সময়টায় বিহার থেকে কিছু মালা বিক্রি করতে আসি।'

ধনতেরাস থেকেই শহর সেজে উঠেছিল আলোর উৎসবে। চলছে আনন্দের আমেজ। এদিন কালীপুজোর সকাল থেকেই সেই আমেজ আরও বহুগুণ বেড়ে যায়। গুরুবস্তি থেকে শুরু করে নয়াবাজার, সকাল থেকেই রাস্তার ধারে কলা গাছ, গাঁদাফুলের মালা নিয়ে বসে গিয়েছিলেন বিভিন্ন জায়গা থেকে আসা সাধারণ মানুষ। বাড়ল ভিড়ও। আর সেই উৎসবের আবহের মধ্যেই শহরে অটুট থাকল সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি।

রবিবার রাত থেকেই মায়ের প্রতিমা থেকে শুরু করে গাঁদা ফুলের পসরা নিয়ে বসতে শুরু করেছেন রোহিত, ভাস্বতীরা। সকাল হতেই ধূপগুড়ি এলাকা থেকে কলা গাছ নিয়ে এসে পসরা সাজিয়েছিলেন মৃন্ময়রা। মৃন্ময় বলছিলেন, 'বাড়ির বাগানের দুশো কলাগাছ নিয়ে এসেছি। মোটামুটি ভালোই বিক্রি হচ্ছে।' এই সময়টার জন্য বছরখানেক আগে থেকেই কলা গাছ লাগিয়ে থাকেন ক্ষিতীশ রায়।

তিনি বলছিলেন, 'বাগানের কিছুটা কলা গাছ কেটে নিই। কিছুটা রেখে দিই। অনেকে আবার আমাদের থেকেই কলা গাছ কিনে নিয়ে আবার বিক্রি করেন।' উৎসব, আনন্দের এই আবহকে আরও কয়েকগুণ বাড়িয়ে দিচ্ছিলেন আনিসুর রহমান। আনিসুর ঘর সাজানোর ফুলের কয়েকটি মালা নিয়ে সকাল থেকেই বিক্রি করছিলেন চম্পাসারি মোড়ে। কেমন বিক্রি হচ্ছে? মুখে চওড়া হাসি নিয়ে বলছিলেন, 'ফুলের মালা অর্ধেকটাই বিক্রি হয়ে গিয়েছে। সারাদিনে বাকিটা বিক্রি হয়ে যাবে।'

কথায় কথায় উঠল সম্প্রীতির প্রসঙ্গ। অশোক পাতা নিয়ে বসা সাইমা উৎসাহের সুরে বলছিলেন, 'দেবদারু পাতাগুলো প্রতিবেশী বিজয়া, অমরদীপদের বাড়ি থেকেই নিয়েছি। তিন বছর হল দীপাবলির এই সকালে পাতা নিয়ে বসি। প্রত্যেকবার প্রতিবেশীর বাড়ি থেকেই সংগ্রহ করে আসি। কোনওদিনই ওরা আমাকে বা আমার ছেলেকে বাধা দেয় না।'

দেবদারু পাতা নিয়ে বসেছিলেন অজ্ঞিমা খাতুনও। অজ্ঞিমার থেকেই পাতা কিনছিলেন ভারতী রায়। এক মুখ হাসি নিয়ে বললেন, 'আসলে কথায় আছে ধর্ম যার যার, উৎসব সবার। আমাদের শহরে বরাবরই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি অটুট ছিল। ভবিষ্যতেও থাকবে।'

মহাবীরস্থানে রাস্তার একপাশে দেবদারু পাতা নিয়ে বসে সাইমা খাতুন। সোমবার।

> দেবদারু পাতাগুলো প্রতিবেশী বিজয়া, অমরদীপদের বাড়ি থেকেই নিয়েছি। তিন বছর হল দীপাবলির এই সকালে পাতা নিয়ে বসি। প্রত্যেকবার প্রতিবেশীর বাড়ি থেকেই পাতাগুলো সংগ্রহ করে আসি। কোনওদিনই ওরা আমাকে বা আমার ছেলেকে বাধা দেয় না।
>
> - সাইমা খাতুন

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির
₹১ কোটির বিজয়ী হলেন
কোচবিহার-এর এক বাসিন্দা

নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বলেন "আমি প্রায়শই অনেক সাধারণ মানুষকে ডিয়ার লটারির মাধ্যমে কোটিপতি হতে দেখেছি। এটি আমাকে জীবনে পরবর্তী সুযোগ নেওয়ার উদ্দীপনা জুগিয়েছে। এই এক কোটি টাকা জয়লাভ করে আমি নিজেকে অনেক ভাগ্যবান বোধ করছি। এই জয় আমার জীবনে নতুন সম্ভাবনা এবং স্থিতিশীলতার উন্মোচন করেছে। আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে আমার সমস্ত ধন্যবাদ জানাই।"

পশ্চিমবঙ্গ, কোচবিহার - এর একজন বাসিন্দা রাধেশ্যাম সরকার - কে 04.08.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 46L 26854
* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

কাউন্সিলারের 'গোপন' ভিডিও ভাইরাল

মালবাজার, ২০ অক্টোবর : সম্প্রতি সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে মালবাজার পুরসভার ১১ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার অজয় লোহারের একটি 'গোপন' ভিডিও (সেই ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ)। বিতর্কিত ওই ভিডিওকে কেন্দ্র করে মাল শহরে শোরগোল তৈরি হয়েছে। চাপানউতোর রাজনৈতিক মহলেও। ষড়যন্ত্রের অভিযোগ তুলে রবিবার পালটা মাল পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান স্বপন সাহার বিরুদ্ধে থানায় নালিশ করেছেন অজয়। অভিযোগ, স্বপন পরিকল্পনামাফিক রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে ওই ভিডিওটি 'ফাঁস' করেছেন। অভিযোগ অস্বীকার করে স্বপনের সাফ কথা, 'রাজনৈতিক লড়াই রাজনৈতিকভাবেই করতে শিখেছি। অজয় লোহার আমার ছেলের মতো।'

ভাইরাল ভিডিওতে অজয়কে এক অজ্ঞাতপরিচয় মহিলার সঙ্গে দেখা যাচ্ছে। অজয়ের দাবি, ওই ভিডিও ২০২৩ সালের ২ অগাস্টের। তিনি পুরসভার কাজের জন্য স্বপনের সঙ্গে কলকাতায় গিয়েছিলেন। সঙ্গে ছিলেন আরও একাধিক কাউন্সিলার। অজয়ের আশঙ্কা, ষড়যন্ত্র করে স্বপন প্রত্যেকের ওই ধরনের ভিডিও করে

যা ঘটেছে

- সমাজমাধ্যমে ভাইরাল মালবাজার পুরসভার ১১ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার অজয় লোহারের একটি 'গোপন' ভিডিও
- অজয়ের অভিযোগ, মাল পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান স্বপন সাহা তাঁর বিরুদ্ধে চক্রান্ত করেছেন
- কাজের সূত্রে ২০২৩ সালের অগাস্ট মাসে কলকাতায় গেলে ওই ভিডিওটি রেকর্ড করা হয় বলে দাবি

রেখেছেন। তিনি বলেন, 'আমার ওপর নজরদারি করতে কলকাতার পিনাকী চন্দ ও সম্রাট নামের দুই ব্যক্তিকে নিয়োগ করা হয়। তাঁদের ১ লক্ষ টাকা ও একটি আইফোন দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয় স্বপন-ঘনিষ্ঠ এক ঠিকাদার।' সম্প্রতি স্বপনের একটি অডিও রেকর্ডিং (সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ) থেকে জানা গিয়েছে, পিনাকী ও সম্রাট তাঁদের পাওনা এখনও পাননি।

অজয়ের আরও অভিযোগ, স্বপনের বিরুদ্ধে স্টল বণ্টন দুর্নীতি নিয়ে সরব হওয়ায় এসব করা হয়েছে। এমনকি তাঁকে ভিডিও আপলোডের ভয় দেখিয়ে ব্ল্যাকমেল করা হয়েছে। একই সঙ্গে পুলিশের কাছে প্রাণহানির আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন অজয়। তিনি বলেন, 'সরকারি কাজে গিয়েও পুরুষ কাউন্সিলাররা সুরক্ষিত ছিলেন না। স্বপনবাবুর দায়িত্বকালে মাল পুরসভার কী পরিস্থিতি ছিল, সবাই জানেন।' তবে বিষয়টি নিয়ে মাল থানার আইসি সৌম্যজিৎ মল্লিকের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলেও তিনি উত্তর দেননি।

তৃণমূল কংগ্রেসের টাউন সভাপতি পুলিন গোলদার বলেন, 'অজয় প্রথম থেকেই দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করছেন। অভিযোগ দায়ের হয়েছে। পুলিশ ব্যবস্থা নেবে।' সিপিএমের মাল এরিয়া কমিটির সম্পাদক রাজা দত্তর কথায়, 'তৃণমূলের এই নোংরামি নিয়ে মন্তব্য করতে ঘৃণা বোধ করছি।' বিজেপির মাল টাউন মণ্ডল সভাপতি নবীন সাহার কটাক্ষ, 'শোভন-বৈশাখীদের দেখে অনুপ্রাণিত হয়েছে তৃণমূলের ছোট নেতারা।'

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

মনকষাকষি।। কলকাতার শ্যামবাজারে ছবিটি তুলেছেন শুভঙ্কর সান্যাল।।

গলার নলি কেটে আত্মঘাতী তরুণ

রণবীর দেব অধিকারী

ইটাহার, ২০ অক্টোবর : রোমহর্ষক ঘটনা! ভোরে ঘুম থেকে উঠেই বঁটি দিয়ে নিজের গলার নলি কেটে আত্মঘাতী হলেন এক তরুণ। কালীপুজোর দিন সাতসকালে এমন ঘটনায় শিউরে ওঠে গোটা গ্রাম।

সৌমিত্র শীল নামে বছর ৩১-এর ওই মেধাবী তরুণের বাড়ি ইটাহার থানার হাসুয়া গ্রামে। উচ্চশিক্ষিত ও ভালো ছেলে বলে পরিচিত সৌমিত্র কেন এভাবে নিজেকে শেষ করে দিলেন, সেটাই এখন সকলের কাছে রহস্য। পরিজনরাও কিছু বুঝে উঠতে পারছেন না। কুসংস্কারের কবলে পড়ে গ্রামের কিছু মানুষ আবার বলছেন, কোনও দেবতা বা অশুভ শক্তি ভর করেছিল তাঁর উপর।

প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, হতাশা বা গভীর মানসিক অবসাদের কারণে আত্মঘাতী হয়ে থাকতে পারেন ওই তরুণ। মৃতদেহ রায়গঞ্জ মেডিকেল থেকে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয়েছে। একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ইটাহার থানার পুলিশ।

পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার সৌমিত্রর কথাবার্তায় সামান্য মানসিক ও শারীরিক দুর্বলতা প্রকাশ পেয়েছিল। যদিও কাউকে কিছু বুঝতে না দিয়ে সবার সঙ্গে স্বাভাবিক আচরণ করার পাশাপাশি খাওয়াদাওয়া সেরে রাতে ঘুমিয়ে পড়েন তিনি। টিনের দুই কামরার একটিতে শুয়েছিলেন সৌমিত্র, তাঁর মা ও বৃদ্ধা ঠাকুমা। পাশের কামরায় ছিলেন ভাই ও বাবা।

হাসুয়া স্বামীনাথ মেলার মাঠের উলটো দিকের পাড়াতেই সৌমিত্রদের বাড়ি। বাড়িতে ঢুকতেই বাম হাতে ঠাকুর ঘর ও মা কালীর থান। এক চিলতে উঠোন জুড়ে জবা ও নানা ফুলের গাছ। মন্দিরের সামনে উঠোনে বসেই অঝোরে কাঁদছিলেন মা আদরি শীল। পরিজন ও প্রতিবেশীরা এসে সান্ত্বনা দিচ্ছেন। কিন্তু ছেলেকে হারিয়ে কান্না থামছে না কিছুতেই। কাঁদতে কাঁদতেই আদরি বললেন, 'ভোর ৫টা নাগাদ উঠে ফুল তুললাম। ছেলেও আমার সঙ্গে উঠে বারান্দায় বসল। বাড়িতে আজ কালীপুজো। পুজোর বাসনপত্র ধুতে কলপাড়ে গিয়েছিলাম। তখনই আচমকা রান্নাঘর থেকে বঁটি নিয়ে সে শোয়ার ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিয়ে এই কাজ করে বসল।'

পরিবারের সদস্যরা জানান, ওই ঘরে তখনও শুয়ে ছিলেন সৌমিত্রর বৃদ্ধা ঠাকুমা। আচমকা জেগে উঠেই নাতিকে ওই অবস্থায় দেখে দরজা খোলার চেষ্টা করেন তিনি। কিন্তু সৌমিত্র তাঁকে বাধা দেন। এরপর ঘর থেকে সৌমিত্রর বাবা, ভাই, জ্যাঠামশাই ও প্রতিবেশীরা ছুটে এসে দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকতেই দেখেন, নিজের গলার নলি কেটে দিয়েছেন সৌমিত্র। গলগল করে রক্ত ঝরছে। তাঁর হাত থেকে বঁটি কেড়ে নেন তাঁরা।

জ্যাঠা সুনীল শীল বলেন, 'এরপরেও তাকে ক্ষান্ত করা যাচ্ছিল না। গলার ক্ষতস্থানে নিজের দুই হাত ঢুকিয়ে চিরে দেওয়ার চেষ্টা করছিল সে। তড়িঘড়ি ক্ষতস্থানে কাপড় চাপা দিয়ে গাড়িতে করে তাকে নিয়ে যাওয়া হয় রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে। কিন্তু চিকিৎসকরা ভাইপোকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।'

বাবা সুশীল শীল রায়গঞ্জে একটি কাপড়ের দোকানের কর্মচারী। এই কাজ করেই দুই ছেলে, বৃদ্ধা মা ও স্ত্রীকে নিয়ে পাঁচজনের সংসার টানেন সুশীল। বড় ছেলে সৌমিত্র মেধাবী হওয়ায় তাঁকে পড়াশোনাও করিয়েছেন। ইতিহাসে অনার্স, এমএ পাশ করার পর বিএড সম্পন্ন করেও সরকারি চাকরি না পাওয়ায় হাসুয়া বাজারেই কাপড়ের একটি ছোট দোকান খোলেন সৌমিত্র। এবছর শিক্ষকতার চাকরি পাওয়ার আশায় এসএসসি পরীক্ষায় বসেছিলেন। টানাটানির সংসার হলেও ঠাকুর-দেবতার প্রতি বাড়ির সকলেরই গভীর বিশ্বাস। গত দেড় দশক ধরে প্রতি বছর তাঁদের বাড়িতে মূর্তি তুলে কালীপুজো হয়। সৌমিত্রর জ্যাঠা সুনীল শীল বলেন, 'স্বপ্নাদেশ পেয়েই বাড়িতে শ্যামাপুজো শুরু করে আমার ভাই। পুজো হয় বৈষ্ণবমতে। নিরামিষ ভোগ। কোনও বলি হয় না। আজকের দিনেই কেন যে ভাইপোটা এমন কাণ্ড করে সবাইকে কাঁদিয়ে চলে গেল!'

ইটাহার

দক্ষিণ ভারতনগর স্পোর্টিং ক্লাবের মণ্ডপে দর্শনার্থীদের ঢল। ছবি : সূত্রধর

সম্প্রীতির সুরে ঘাটকালীর মন্দিরের পুজো

চোপড়া, ২০ অক্টোবর : সদর চোপড়ার রবীন্দ্রনগর কলোনি এলাকায় সম্প্রীতির কালীপুজোয় এবারও একসঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দায়িত্ব সামলালেন উদ্যোক্তারা। এলাকার ডোক নদীর বাঁধের ধারে কালী মন্দির রয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা এই পুজোয় যোগদান করেন হিন্দু ও মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের মানুষ। মন্দিরটি স্থানীয়ভাবে ঘাটকালীর মন্দির নামে পরিচিত। সাম্প্রদায়িক দূরত্ব ভুলে সম্প্রীতিই এখানে পুজোর আনন্দকে দ্বিগুণ করে তোলে।

এবারের পুজো কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন নওশাদ আনসারি। সহ সম্পাদক ছিলেন হামিদ রাজা খান এবং কোষাধ্যক্ষ সফিক খান। এছাড়া ছিলেন সম্পাদক গৌতম সরকার সহ অন্য সদস্যরা। কমিটির সভাপতি নওশাদ আনসারির কথায়, 'গত বেশ কয়েক বছর ধরে আমি পুজো কমিটির বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেছি।' উদ্যোক্তারা জানাচ্ছেন, এই পুজোর বৈশিষ্ট্য এই যে, যাঁরা পুজো কমিটিতে থাকেন তাঁরা আবার মহরম পালনের কমিটিতেও থাকেন। একসঙ্গে মিলেমিশে চাঁদা তোলেন। পুজো উপলক্ষ্যে পাড়ার প্রায় সকলে চাঁদা দিয়েছেন। বাইরে থেকেও কিছু চাঁদা নেওয়া হয়েছে। তা দিয়েই পুজোর আয়োজন করা হয়। পুজো শেষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাও ছিল।

এবারও কমিটির কর্মকর্তা ও সদস্যরা শুরু থেকে মিলেমিশে কাজ করেছেন। মন্দিরের সামনে রাস্তার ওপর টাঙানো হয়েছিল শামিয়ানা। কমিটির অন্যতম সদস্য আরিফ হুসেন বলেন, 'আমাদের এলাকায় সকলে মিলেমিশে পুজো ও অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছেন।' স্থানীয় বাসিন্দা সঞ্জীব ভগতের গলাতেও ছিল এক সুর। স্থানীয়দের সূত্রে জানা গিয়েছে, এলাকায় বহু পুরোনো এই ঘাটকালীর পুজো। আগে জাতীয় সড়ক ঘেঁষে মন্দির ছিল। সড়ক সম্প্রসারণের পর ডোক নদীর বাঁধের ধারে মন্দির সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

প্রাক্তন সেনাকর্মীর রহস্যমৃত্যু

বাগডোগরা, ২০ অক্টোবর : বাগডোগরার অদূরে চৌপুকুরিয়ার নানুজোতে সোমবার বাড়ি থেকে এক অবসরপ্রাপ্ত সেনাকর্মীর পচাগলা দেহ উদ্ধার হয়। মৃতের নাম সোনম সিরিং তামাং (৬৮)। ময়নাতদন্তের জন্য পুলিশ দেহটি উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠিয়েছে। একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, মৃত সেনাকর্মীর দেহ তাঁর ঘরের মেঝেতে পড়ে ছিল। পাশের বিছানাটি আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। দেহেও আগুনের ক্ষত দৃশ্যমান। পুলিশের অনুমান, ঘুমের মধ্যে অগ্নিদগ্ধ হয়ে ওই সেনাকর্মীর মৃত্যু হয়ে থাকতে পারে। অবসরের পর থেকে সোনম একাই ওই বাড়িতে থাকতেন। স্ত্রী সঙ্গে থাকতেন না। তাঁর এক ছেলে ও মেয়ে রয়েছে। মেয়ে প্রেমা তামাং বিবাহসূত্রে কালিম্পংয়ে থাকেন। তিনি বাবার মৃত্যুর খবর পেয়ে তড়িঘড়ি ছুটে আসেন। মৃতের প্রতিবেশী রাম মালপাহাড়ি জানান, সোনম পাড়ার কারও সঙ্গে মেলামেশা করতেন না। গত অগাস্ট মাস থেকে তাঁকে একবারও দেখেননি রাম। সোনমের স্ত্রীকেও তিনি দেখেননি বলেই জানান।

সপ্তাহান্তে চলতে পারে গাড়ি

দুধিয়া-মিরিক সড়কের কাজ

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২০ অক্টোবর : ১৫ দিনেও দুধিয়ায় বালাসন সেতুর ওপরে অস্থায়ী রাস্তা তৈরি হয়নি। পূর্ত দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী এই রাস্তা দিয়ে যানবাহন চলাচল শুরু করাতে আরও অন্তত এক সপ্তাহ সময় প্রয়োজন। নদীর ওপরে হিউমপাইপ বসিয়ে অস্থায়ী সড়কসেতু তৈরিতে মূলত নদীতে জলের স্রোত নিয়ন্ত্রণেই বারবার বেগ পেতে হচ্ছে। পূর্ত দপ্তরের সুপারিন্টেন্ডিং ইঞ্জিনিয়ার (উত্তর) জ্যোতির্ময় মজুমদার বলেছেন, 'আমরা যত দ্রুত সম্ভব কাজ শেষ করতে চাইছি। আশা করছি, এক সপ্তাহের মধ্যেই রাস্তা দিয়ে যানবাহন চলাচল শুরু হয়ে যাবে।'

গত ৪ অক্টোবর রাতের ভয়াবহ বৃষ্টিতে বালাসন নদীতে জলস্ফীতির জেরে দুধিয়ায় লোহার সেতু ভেঙে মিরিকের লাইফলাইন পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গিয়েছে। ৬ অক্টোবর থেকেই পূর্ত দপ্তর পাশ দিয়ে নদীতে হিউমপাইপ বসিয়ে নতুন অস্থায়ী সড়কসেতু তৈরির কাজ শুরু করে। কিন্তু নদীতে জলের স্রোত এতটাই বেশি যে কাজ করতে গিয়ে প্রথম থেকেই দপ্তরকে বেগ পেতে হয়েছে। পূর্ত দপ্তর জানিয়েছে, নদীর এপারের অংশ দিয়ে প্রচণ্ড গতিতে জল প্রবাহিত হচ্ছিল। যার ফলে এদিকের বাঁধও ক্রমশ ভেঙে ঘরবাড়িগুলি নদীগর্ভে চলে যাচ্ছিল। প্রথমে নদীতে একাধিক আর্থমুভার নামিয়ে জলের স্রোতকে বিভিন্ন দিক দিয়ে ঘুরিয়ে দেওয়ার কাজ করতে হয়েছে। বর্তমানে নদীর একাধিক অংশ দিয়ে জল প্রবাহিত হচ্ছে। তার পরেই মাঝনদীতে হিউমপাইপ বসিয়ে অস্থায়ী সেতু তৈরির কাজ করা হচ্ছে।

প্রায় ২২০ মিটার দীর্ঘ এই নদীতে হিউমপাইপ বসিয়ে কংক্রিটের ঢালাই দেওয়া হচ্ছে। পাশাপাশি নদীর দু'দিকেই অ্যাপ্রোচ রাস্তা তৈরির কাজও একইসঙ্গে করা হচ্ছে। তবে, অস্থায়ী এই রাস্তায় এখনও বিটুমেনের প্রলেপ পড়েনি। আপাতত হিউমপাইপের সেতুর কাজ শেষ করে ছোট যানবাহন চলাচল শুরু করাই পূর্ত দপ্তরের প্রথম লক্ষ্য। তার পরে ধাপে ধাপে বিটুমেনের রাস্তা তৈরির কাজও করা হবে।

এদিন এলাকায় গিয়ে দেখা গিয়েছে, নদীতে এখনও প্রচুর স্রোত রয়েছে। তবে, পূর্ত দপ্তরের তরফে ইতিমধ্যেই দুধিয়ায় লোহার জালি এবং বোল্ডার দিয়ে বাঁধ তৈরির কাজও অনেকটাই এগিয়েছে। ফলে নদীভাঙন কমেছে। মিরিক পুরসভার প্রশাসক এলবি রাই বলেন, 'দুধিয়া হয়েই মিরিকের সঙ্গে শিলিগুড়ির সড়ক যোগাযোগের সবচেয়ে সহজ রাস্তা। সেই রাস্তাটি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় মিরিকের পর্যটন মুখ থুবড়ে পড়েছে। প্রচুর পর্যটক প্রতিদিন এখানে আসতেন। কিন্তু দুধিয়া হয়ে রাস্তাটি বন্ধ হওয়ায় পর্যটকরা আসছেন না। যত দ্রুত সম্ভব অস্থায়ী সেতু তৈরি করে রাস্তা দিয়ে যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক করা প্রয়োজন।'

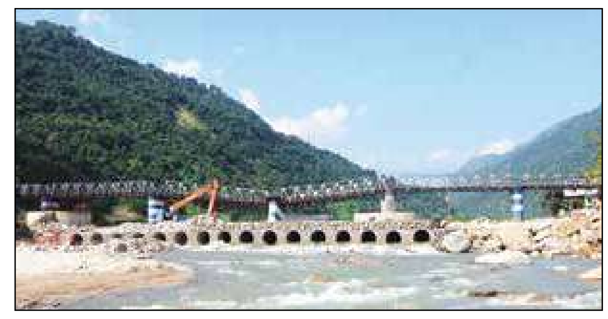

হিউমপাইপ বসিয়ে তৈরি হচ্ছে রাস্তা। দুধিয়ায়। -ফাইলচিত্র

> দুধিয়া হয়েই মিরিকের সঙ্গে শিলিগুড়ির সড়ক যোগাযোগের সবচেয়ে সহজ রাস্তা। সেই রাস্তাটি বন্ধ। ফলে মিরিকের পর্যটন মুখ থুবড়ে পড়েছে। দ্রুত অস্থায়ী সেতু তৈরি করে যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক করা প্রয়োজন।
>
> **এলবি রাই** *প্রশাসক, মিরিক পুরসভা*

ট্র্যাক্টর উলটে জখম ১৭

নকশালবাড়ি, ২০ অক্টোবর : ট্র্যাক্টর উলটে ১৭ জন জখম হলেন। সোমবার সকালে প্রায় ৫০ জন অস্থায়ী শ্রমিক একটি ট্র্যাক্টরে করে নকশালবাড়ি চা বাগানে কাজে যাচ্ছিলেন। ডিভিশন এলাকায় হঠাৎ করে সেটি রাস্তার পাশে উলটে যায়। জখমদের উদ্ধার করে নকশালবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে বেশ কয়েকজন চিকিৎসাধীন রয়েছেন। জখমদের মধ্যে পাঁচজনকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে। নিয়ন্ত্রণ হারানোর কারণেই দুর্ঘটনাটি ঘটে বলে তদন্তকারীরা প্রাথমিকভাবে মনে করছেন। নকশালবাড়ি থানার পুলিশ দুর্ঘটনাগ্রস্ত ট্র্যাক্টরটিকে আটক করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

দুর্ঘটনায় আহত ২

খড়িবাড়ি, ২০ অক্টোবর : ৩২৭ নম্বর জাতীয় সড়কে রবিবার রাতে বাইক দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম হন গণেশ গৌর ও অরুণ পাহান নামে দুই ব্যক্তি। তাঁদের দুজনেরই বাড়ি ফুলবাড়িতে। ওই দুই ব্যক্তিকে উদ্ধার করে খড়িবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান বিজেপির শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা সভাপতি অরুণ মণ্ডল। তবে অবস্থা সংকটজনক থাকায় তাঁদের উত্তরবঙ্গ মেডিকেল ও হাসপাতালে রেফার করেন চিকিৎসকরা।

আবহাওয়ার বদলে ভুগছে শিশুরা

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ২০ অক্টোবর : দিনে গরম রাতে ঠান্ডা। আবহাওয়ার পরিবর্তনে ঘরে ঘরে শিশুদের জ্বর, সর্দি, কাশি। হাসপাতাল, নার্সিংহোমগুলিতে বাড়ছে শিশুর ভিড়। চিকিৎসকদের প্রাইভেট চেম্বারেও একই ছবি। ঠিক সময়মতো চিকিৎসকের পরামর্শ না নেওয়া হলে শিশুর শারীরিক পরিস্থিতির অবনতি হচ্ছে। বুকে কফ বসে গিয়ে নিউমোনিয়া পর্যন্ত হচ্ছে শিশুদের। বিভিন্ন বেসরকারি হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, শিলিগুড়ি তো বটেই, ডিনজেলা থেকেও শিশুদের ভর্তি করা হচ্ছে। কারও কারও শ্বাসকষ্ট এমন পর্যায়ে পৌঁছে যাচ্ছে যে আইসিইউতে ভর্তি করাতে হচ্ছে। শিশুর কোনও উপসর্গ দেখা দিলে দ্রুত বিশেষজ্ঞের সঙ্গে যোগাযোগের পরামর্শ দিয়েছেন চিকিৎসকরা।

জ্বর, সর্দি, কাশি- মূলত এই উপসর্গ নিয়ে শিশুদের স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে আনছেন অভিভাবকরা। কারও সমস্যা তিনদিন স্থায়ী হচ্ছে তো কারও পাঁচ-সাতদিন। দিনতিনেক আগেই শিলিগুড়ি সেবক রোডের একটি নার্সিংহোমে ইসলামপুরের এক শিশুকে নিয়ে আসা হয়েছিল। রাত একটা নাগাদ শিশুটির শ্বাসকষ্ট হচ্ছিল। শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ বাচ্চাটিকে রাতেই ভেন্টিলেশন শিফট করে অক্সিজেন সাপোর্ট দেন। ওই চিকিৎসক সঞ্জিতকুমার তিওয়ারির বক্তব্য, 'রাতে দেখে মনে হয়েছিল অনেক বেশি ইনফেকশন রয়েছে। পরদিন দেখলাম অতটা বেশি নেই। অনেকসময় শিশুর অল্প ইনফেকশন থাকলেও শ্বাসকষ্ট বেশি হচ্ছে। যে কারণে তখন অক্সিজেন সাপোর্ট প্রয়োজন হচ্ছে। আবার অনেক ক্ষেত্রে বেশি ইনফেকশন থাকলেও অক্সিজেন সাপোর্ট দরকার পড়ছে না।'

চিকিৎসকরা জানাচ্ছেন, মূলত এক বছরের কমবয়সি শিশুদের এই ধরনের সমস্যা বেশি হচ্ছে। শিশুদের শ্বাসনালি এমনতেই ছোট। আবহাওয়ার বদলের সময় কিছু ভাইরাস অ্যাক্টিভ হয়ে যায়। সেগুলি শিশুর শ্বাসনালীতে প্রবেশ করলে তা

ছবি : এআই

আরও ছোট করে দেয়। যে কারণে শ্বাসকষ্ট শুরু হয়। শিশুদের এই ধরনের উপসর্গ দেখা দিলে দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে বলা হচ্ছে।

শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ রিরেশ কুমারের বক্তব্য, 'কোনওভাবেই চিকিৎসকের সঙ্গে কথা না বলে শিশুকে অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া যাবে না। শিশুকে দেখার পর চিকিৎসকরা সিদ্ধান্ত নেবেন অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া প্রয়োজন কি না। উপসর্গ দেখা দিলে আগে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।'

কলা গাছের আগুন দাম

অনিকেত রায়

শিলিগুড়ি, ২০ অক্টোবর : কলা গাছের আগুন দাম। শিলিগুড়ির বাজারে সাইজ বড় হলে ২০০ টাকা পর্যন্ত দর উঠেছে সোমবার। ছোট হলে ১৫০ টাকার কাছাকাছি। কেন হঠাৎ কলা গাছের বাজার এমন তেতে উঠল? উপলক্ষ্য ছট্ পরব। রাজবংশী আচারের অঙ্গ গছা দেওয়া। যা কলা গাছ ছাড়া হবেই না। এছাড়াও দীপাবলিতে অবাঙালিরা কলা গাছ দিয়ে বাড়ি ও দোকান সাজান।

সেই চাহিদায় কালীপুজোর দিন সকাল থেকে শিলিগুড়ির ভক্তিনগর, মহাবীরস্থান, জলপাই মোড় সহ বিভিন্ন এলাকায় কলা গাছের দেদার বিক্রি। মূলত শহরতলি থেকে আনা গাছ। তবে দামের জেরে ক্রেতাদের মাথায় হাত। তা সত্ত্বেও ব্যবসায়ীদের দাবি, এত দামে বিক্রি করে তাঁদের গাছপ্রতি ৩০ থেকে ৫০ টাকা লাভ থাকছে। বেলা গড়াতে দামের আর নিয়ন্ত্রণ রইল না। যে যার ইচ্ছেমতো দাম হাঁকতে শুরু করলেন। ভক্তিনগরে কলা গাছ কিনতে এসেছিলেন বিমল বর্মন। তাঁর কথায়, 'কর্মসূত্রে শহরে থাকি। এবছর পুজোয় বাড়ি যেতে পারব না বলে এখানেই নিয়মকানুনগুলো করব। আমার গ্রামের বাড়িতে এই গাছ টাকা দিয়ে কিনতে হয় না। বাড়ির পাশের জমি থেকে কেটে নিলেই হল।'

তাঁর অভিযোগ, 'এঁরা শহরের মানুষের অসহায়তা বুঝে ইচ্ছেমতো দাম হাঁকাচ্ছেন।' মহাবীরস্থানের ব্যবসায়ী প্রকাশ রায় অবশ্য বলেন, 'এবার বাজার ভালো নয়। শহরে অনেকেই পুরোনো রীতি মানেন না। রাস্তা থেকে, বিক্রি করে এখানে গাছ নিয়ে আসার খরচটুকও উঠবে না। ন্যূনতম লাভ রেখে বিক্রি করছি।'

আজও বিদ্যুৎ-বঞ্চিত বক্সার দুই গ্রাম

পানবাড়ি, তরিবাড়ি- এই দুই গ্রামে এখনও বসেনি বিদ্যুতের খুঁটি। গ্রাম দুটোয় সৌরবাতি মিটমিট করে জ্বলে। তবে গ্রামের অন্ধকার সেটা দূর করতে পারে কই? ভোগান্তি পোহাচ্ছেন তিন শতাধিক স্থানীয় বাসিন্দা।

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ২০ অক্টোবর : বক্সা পাহাড়ের কোলে রয়েছে দুটি গ্রাম, তরিবাড়ি ও পানবাড়ি। সেই দুই গ্রামে রাতের খাওয়া বিকেলেই শেষ করতে হয়। কারণ দ্রুত খাওয়া শেষ না করলে তো বিপদ! রাতের অন্ধকারে কিছুই যে দেখা যায় না। অন্ধকারে যাতে কোনও সমস্যা না হয়, সেজন্য বিকেলেই নৈশভোজ সেরে সবাই ঘরের ভিতরে ঢুকে পড়েন। বক্সা পাহাড়ের এই দুটো গ্রামে এখনও বিদ্যুৎ পৌঁছায়নি। দীপাবলি উপলক্ষ্যে যখন গোটা দেশ আলোর উৎসবে মেতে উঠেছে, তখনও এই দুটি গ্রামের তিন শতাধিক বাসিন্দা কিন্তু দিনটি কাটালেন অন্ধকারেই।

পানবাড়ির এক বাসিন্দা পাসাং ডুকপা বলছিলেন, 'গ্রামে তো আসার ভালো রাস্তা নেই। আর বিদ্যুৎ থেকেও আমরা বঞ্চিত। সৌরবিদ্যুৎচালিত আলো থাকলেও সেটা দিয়ে তো সব সমস্যা মেটে না। শীতকাল আর বর্ষাকালে তো সেগুলো ঠিক করে চলেই না। ওই সময় বিকেলেই রাতের খাওয়া সেরে ফেলতে হয়।'

পানবাড়ি, তরিবাড়ি- এই দুই গ্রামে এখনও বসেনি বিদ্যুতের খুঁটি। গ্রাম দুটোয় সৌরবাতি মিটমিট করে জ্বলে। তবে গ্রামের অন্ধকার সেটা দূর করতে পারে কই? তাঁদের গোটা বছর কাটে আঁধারেই, আলোর উৎসব তাই আলাদা কোনও আনন্দ নিয়ে আসে না সেই দুই গ্রামে। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, বিভিন্ন জায়গায় এই সমস্যার কথা জানিয়েও এখনও কোনও সুরাহা হয়নি।

> গ্রামে তো আসার ভালো রাস্তা নেই। আর বিদ্যুৎ থেকেও আমরা বঞ্চিত। সৌরবিদ্যুৎচালিত আলো থাকলেও সেটা দিয়ে তো সব সমস্যা মেটে না। শীতকাল আর বর্ষাকালে তো সেগুলো ঠিক করে চলেই না। ওই সময় বিকেলেই রাতের খাওয়া সেরে ফেলতে হয়।
>
> **পাসাং ডুকপা** *পানবাড়ির বাসিন্দা*

বিদ্যুৎ দপ্তরের রিজিওনাল ম্যানেজার পার্থপ্রতিম মণ্ডলের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করার চেষ্টা করলেও তাঁকে পাওয়া যায়নি।

আলিপুরদুয়ার জেলার কালচিনি ব্লকের রাজাভাতখাওয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ওই দুটো গ্রাম। বক্সা পাহাড়ের দুর্গম পথ অতিক্রম করে ওই দুই পাহাড়ি গ্রামে যেতে হয়। দুই গ্রামে বিদ্যুৎ না পৌঁছানো নিয়ে গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সোনাম ডুকপার বক্তব্য, 'ওই দুটো গ্রামের বাসিন্দারা সত্যিই সমস্যায় রয়েছেন। বিদ্যুৎ দপ্তরের কাছে গ্রামবাসীরা আবেদন করেছে। তবে বন দপ্তরের এখনও সম্মতি মেলেনি। কীভাবে ওই সমস্যা মেটানো যায় সেটা দেখা হচ্ছে।'

বক্সা পাহাড়ের যে ১৩টি গ্রাম রয়েছে তার মধ্যে পানবাড়ি, তরিবাড়ি বাদে বাকি সব গ্রামেই বিদ্যুৎ পৌঁছে গিয়েছে ২০১৮ সালের মধ্যে। বাকি গ্রামগুলোর বাসিন্দারাও অবশ্য নানা সময় বিদ্যুৎ পরিষেবার সমস্যা নিয়ে নাজেহাল। কিন্তু এই দুটো গ্রামে তো সেই সুবিধাই পৌঁছায়নি।

কেন পৌঁছায়নি? বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্তারা বলছেন, এজন্য নাকি 'দায়ী' গ্রাম দুটির অবস্থান। তা বক্সা পাহাড়ের প্রত্যন্ত এলাকায়। পাহাড়ি রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করতে সমস্যা। এছাড়াও প্রতিবার বর্ষায় রাস্তা ধসে নষ্ট হয়ে যায়। সেজন্যই সেখানে বিদ্যুৎ সংযোগ পৌঁছে দিতে সমস্যা ছিল। তবে এখন আবার সংযোগ দেওয়া নিয়ে দড়ি টানাটানি চলছে বন দপ্তরের সঙ্গে।

পানবাড়ি ও তরিবাড়ি মিলে প্রায় ৫৫টি বাড়ি রয়েছে। দুই গ্রাম মিলে জনসংখ্যা প্রায় ৩০০ জন। উইলসন চম্প্রামারি বিধায়ক থাকাকালীন ওই এলাকায় সৌরবাতির ব্যবস্থা করেন। এরপর সেগুলো বিকল হয়ে যাওয়ায় এক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের উদ্যোগে সেখানে সৌরবাতির ব্যবস্থা করা হয়। প্রায় ৭ বছর থেকে ওই দুই পাহাড়ি গ্রামের বাসিন্দারা গ্রামে বিদ্যুৎ নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতে থাকলেও এখনও সেটা সফল হয়নি। তরিবাড়ির এক বাসিন্দা ডেভিড ডুকপা বলেন, 'কবে যে আমাদের জীবনের অন্ধকার দূর হবে জানি না। প্রত্যন্ত এলাকায় থাকায় এমনিতেই আমরা অনেক পিছিয়ে। বিদ্যুৎ না পৌঁছানোয় আমরা যেন আরও পিছিয়ে যাচ্ছি।'

বাড়ির পাশে এইরকম সৌরবাতিই ভরসা পানবাড়ির বাসিন্দাদের।

শিল্পীকে মার

দাবি মতো চাঁদা না দেওয়ায় স্থানীয় ক্লাবের সদস্যদের হাতে আক্রান্ত হলেন এক প্রতিমা সাজশিল্পী। সোমবার ঘটনাটি ঘটেছে কলকাতার মানিকতলায়। পুলিশ এখনও কাউকে গ্রেপ্তার করেনি।

হোর্ডিং

এনকেডিএ'র চেয়ারম্যান পদ ফিরে পেতেই এবার বেহালা পশ্চিম কেন্দ্রে শোভন চট্টোপাধ্যায়ের সমর্থনে হোর্ডিং পড়ল। এই কেন্দ্রের বিধায়ক পদে আছেন প্রাক্তন মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়।

ছাত্রীর দেহ

বাড়ির আলমারি থেকে উদ্ধার হল ১১ বছরের পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রীর দেহ। রবিবার সন্ধ্যায় আলিপুরের এই ঘটনা চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। তদন্ত করছে পুলিশ। তাদের অনুমান, এটি আত্মহত্যাও হতে পারে।

মৃত্যু যাত্রীর

বর্ধমান স্টেশনে পদপিষ্টের ঘটনার এক সপ্তাহ পর মৃত্যু হল এক রেলযাত্রীর। গত ১২ অক্টোবর দুর্ঘটনার পর থেকে তিনি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। গাফিলতির কথা স্বীকার করেছে রেল।

প্রদীপের কারিগরের ঘর থাকে আঁধারেই

রিমি শীল

কলকাতা, ২০ অক্টোবর : শেষ বেলা। দোকানে বসেই ঢুলছেন বছর ৬২'র রমনী পাল। ঝুড়ির মধ্যে তাঁর হাতের তৈরি মাটির প্রদীপগুলি তখনও পড়ে রয়েছে। জিজ্ঞাসা করতেই বৃদ্ধা বললেন, 'দিনরাত এক করে হাতে প্রদীপ বানাই। এখন তো অনলাইনের যুগ। সেখানে প্রদীপও পাওয়া যায়। দেখি আর কটা বিক্রি হয়।' কালীপুজোর শহর সেজে উঠেছে আলোর রোশনাইতে। চোখ ধাঁধানো চায়না আলো, কৃত্রিম প্রদীপ ও মোমবাতিতে বাজার ছেয়েছে। এক সময়ে হাতের তৈরি মাটির প্রদীপ ও তাতে তেলে ভেজানো তুলোর সলতে ছিল কালীপুজো ও দীপাবলির অন্যতম প্রতীক। কিন্তু এই অনলাইন ও যন্ত্রনির্ভর যুগে আলোর উৎসবেও আঁধারেই রইলেন হাতে তৈরি মাটির প্রদীপ শিল্পীরা।

১৭ নম্বর দক্ষিণদাঁড়ি লেন যেন এক টুকরো কুমোরটুলি। প্রদীপ তৈরি, শুকনো করা, রং ও নকশা খোদাইয়ের পর বেচাকেনার শেষ পর্বেও আক্ষেপ মিটল না মৃৎশিল্পীদের। ঘরেই প্রদীপ বানান জ্যোতিষ পাল। উঠোনের এক কোণে অবিক্রিত প্রদীপের ঢাঁই। বললেন, 'এক ডজন প্রদীপ বানাতে কত পরিশ্রম। অথচ বিক্রি হয় না। মেশিনের ডিজাইন ও অনলাইনের রমরমা আমাদের মাটির ছোঁয়াকে ঢেকে দিয়েছে।' দু'পা এগিয়েই রেখা জ্যোৎস্না পালের বাড়ি। বিয়ের পর ৩২ বছর ধরে প্রদীপ তৈরির কাজই করছেন তিনি। বললেন, 'প্রতিটি প্রদীপে আমাদের ঘামের গন্ধ থাকে। কিন্তু মানুষ এখন মেশিনের আলোয় বেশি বিশ্বাস করে। এক সময় এখান থেকে প্রদীপ কিনতে বাইরের জেলা থেকেও লোক আসত। এখন তারা বলে, অনলাইনে নাকি ঝাঁ চকচকে, কম দামে প্রদীপ পান তারা।' ওয়াক্স ক্লে, রঙিন ডিজাইনার ক্লে, রাস্টিক স্টাইল, ছাঁচের খোদাই সহ বিভিন্ন নজরকাড়া ডিজাইনের প্রদীপ নিয়ে বসেছেন রমেশ পাল। বললেন,

মাটির প্রদীপের টানে... সোমবার কলকাতার দক্ষিণদাঁড়িতে।

'এখন আর বাজার ভালো চলে না। মানুষের চাহিদার ওপর ভিত্তি করেই এই ধরনের প্রদীপ রাখতে হয়। কারুকার্য অনুযায়ী দামও বেশি।' একই বক্তব্য গীতা পালেরও। বললেন, 'আমাদের এই পাড়ায় লক্ষ্মীপুজোর পর থেকেই কালীপুজোর জন্য প্রদীপ বানানো শুরু হয়ে যায়। এবছর বৃষ্টি সেই কাজে অনেকটা বাদ সেধেছে। অনেকে আবার দত্তপুকুর, হাবড়া থেকে প্রদীপ কিনে এনে রং করেন এখানে। নাওয়াখাওয়া ছেড়ে তৈরি করলেও মুনাফা কম। কারিগররা টাকার জন্য কাজও করতে চায় না। খরচ বেশি। আর এখন তো কম সময়ে মেশিনেই সব তৈরি হয়ে যাচ্ছে। আমাদের পরিশ্রমের আর দাম কোথায়। প্রতি বছর অপেক্ষা করি যাতে পরের বছর ভালো হয়।'

পৌরাণিক কাহিনী অনুযায়ী, ত্রেতা যুগে শ্রীরামচন্দ্র রাবণ বধ করে ১৪ বছর বনবাস শেষে অযোধ্যায় ফিরে আসেন। তখন প্রতিটি বাড়িতে মাটির প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখা হয়েছিল। এই দিনটিতে প্রদীপের সমাহার অশুভ শক্তির বিনাশ করে। সেই বিশ্বাস থেকে এখনও কিছু ক্রেতা কেনেন হাতের তৈরি মাটির প্রদীপ। এক ক্রেতা শিল্পী রায় বললেন, 'এলইডি টাইপের কৃত্রিম প্রদীপ এখন চল। কিন্তু হাতে তৈরি প্রদীপের অনুভূতি অন্যরকম।' দত্তপুকুরের প্রদীপ গ্রামের মৃৎশিল্পী তরুণ মজুমদার বললেন, 'অনেকে অন্য পেশায় চলে যাচ্ছেন। তাই হস্তশিল্প মেলা বা গ্রামীণ শিল্প প্রদর্শনের মতো উদ্যোগ আরও বাড়ানো জরুরি বলে মনে করি।' তবুও শিল্পীর হাত থামবে না। তাঁদের বিশ্বাস, মেশিনের যুগ এগিয়ে যাবে কিন্তু মাটির প্রদীপের শিখা কোনওদিন নিভবে না কারণ তাতে রয়েছে এক শিল্পীর পরিশ্রম। এই বিশ্বাস নিয়েই পরের বছরের অপেক্ষায় থাকেন তাঁরা।

মা গো, আনন্দময়ী... সোমবার দক্ষিণেশ্বরে। ছবি : দেবার্চন চট্টোপাধ্যায়।

ঠিকাদার নিয়োগে কমিশন-রাজ্য দ্বন্দ্ব

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২০ অক্টোবর : ভোটে ঠিকাদার সংস্থা নিয়োগকে ঘিরে ফের রাজ্য বনাম কমিশনের সংঘাতের আশঙ্কা। কমিশন সূত্রে খবর, '২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে প্রতিটি ভোট কেন্দ্রে ভোটারবান্ধব পরিকাঠামো নির্মাণের বরাত পেয়েছিল সরকারি সংস্থা ম্যাকিনটোস বার্ন। প্রথমে কমিশনের সঙ্গে সেই ব্যাপারে একপ্রস্থ আলোচনার পর তাদের প্রস্তাবে রাজিও হয় ওই ঠিকাদার সংস্থা। কিন্তু পরে সিদ্ধান্ত বদলে সেই দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি চেয়েছে তারা। সূত্রের খবর, প্রশাসনিক চাপেই তাদের এই সিদ্ধান্ত বদল। এদিকে আচমকা এই সিদ্ধান্ত বদলে ক্ষুব্ধ রাজ্যের মুখ্যনির্বাচনি আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল। সিদ্ধান্ত বদলের কারণ সন্তোষজনক না হলে ওই ঠিকাদার সংস্থার বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ করার পালটা হুঁশিয়ারি দিয়েছেন আগরওয়াল। এই পরিস্থিতিতে এসআইআর শুরুর আগে ঠিকাদার সংস্থা নিয়োগকে ঘিরে রাজ্য বনাম কমিশনের নতুন করে সংঘাতের আশঙ্কা তৈরি হচ্ছে বলে মনে করছেন আধিকারিকরা। যদিও এই ব্যাপারে পূর্তমন্ত্রী পুলক রায় এই নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি।

এমনিতেই এসআইআর নিয়ে কমিশনের বিরুদ্ধে রাজ্য সরকারের

সংস্থাকে আইনি পদক্ষেপের হুমকি

যুদ্ধংদেহি মনোভাবকে কার্যত অসহযোগিতা হিসেবে দেখছে কমিশন। দেওয়ালি চুকলেই যে কোনও দিন রাজ্যে এসআইআর শুরু আনুষ্ঠানিক ঘোষণা হবে। রাজ্যের 'অসহযোগিতা'কে সঙ্গী করে সেই কাজ কতটা সুষ্ঠুভাবে করা যাবে, তা নিয়ে সংশয় রয়েছে কমিশনের। এরই মধ্যে ঠিকাদার সংস্থা নিয়োগ নিয়ে রাজ্যের ভূমিকা সেই অসহযোগিতার মাত্রাকে আরও বাড়িয়ে তুলবে বলে মনে করছে কমিশন। এই অবস্থায় সংস্থাকে কার্যত চরমপত্র পাঠিয়ে সতর্ক করেছে কমিশন। কমিশনের এক কর্তা বলেন, 'আলোচনা অনুযায়ী কাজ না করলে ওই সংস্থাকে কালো তালিকাভুক্ত করার পাশাপাশি জরিমানাও করা হবে। এমনকি সংস্থার কর্তাদের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ করতে পারে কমিশন।'

কমিশনের এই ফতোয়ার পরেই নড়েচড়ে বসেছে নবান্ন। কালীপুজো ও দীপাবলি থাকায় সরকারিভাবে কমিশনের 'ফতোয়া'র বিরুদ্ধে পালটা পদক্ষেপ নিয়ে সরকারিভাবে আলোচনা না হলেও প্রশাসনের শীর্ষ স্তরে তা নিয়ে চর্চা অব্যাহত। রাজ্য প্রশাসনের এক শীর্ষ আমলা বলেন, 'ম্যাকিনটোস বার্ন একটি রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা যা রাজ্যের পূর্ত দপ্তরের অধীন। কমিশনের বক্তব্য খতিয়ে দেখার পর এই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।' রাজ্য প্রশাসনের মতে, বিষয়টিকে 'ইগোর লড়াই' হিসেবে নাম দেখে কীভাবে সুষ্ঠু সমাধান সম্ভব তা ভেবে দেখা দরকার। কমিশন যদি সব ক্ষেত্রেই রাজ্য প্রশাসনের সঙ্গে এক তরফা যুদ্ধ ঘোষণা করে বসে তাহলে আশু সমাধান সম্ভব নয়।

প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলারকে লক্ষ্য করে গুলি

কলকাতা, ২০ অক্টোবর : কালীপুজোর সকালে প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলার নির্মল দত্তকে লক্ষ্য করে গুলি চালিয়ে খুনের চেষ্টার অভিযোগ উঠল। অভিযোগ, সোমবার সকাল ৭টা নাগাদ নিজের ওয়ার্ড অফিসের তালা খুলতে যান তিনি। ওই সময় এক ব্যক্তি তাঁকে গুলি করতে যায়। কোনওরকমে তিনি হাত ধরে ফেলেন। তার পরেই ধস্তাধস্তি শুরু হয়। তখনই অজ্ঞাতপরিচয় ওই ব্যক্তি বন্দুকের বাট দিয়ে তাঁর মাথায় আঘাত করেন। তিনি রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। তাঁকে উদ্ধার করে স্থানীয়রা বিধাননগর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। তিনি চিকিৎসাধীন রয়েছেন। অভিযুক্তের খোঁজে এলাকার সিসিটিভি খতিয়ে দেখছে পুলিশ। ঘটনার পরেই নির্মল বলেন, 'এলাকায় বেআইনি কাজ করতে দিই না বলে কি আমি টার্গেট? এর আগেও আক্রমণ হয়েছে। প্রশাসন

চাইলে আটকাতে পারে।'

বিধাননগর পুরনিগমের ৩৮ নম্বর ওয়ার্ডের প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলার নির্মল দত্ত। বর্তমানে তিনি বিধাননগর আইএনটিটিইউসির সভাপতি। তাঁর ওপর আক্রমণের ঘটনায় নিন্দা জানিয়েছেন স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব। বিরোধীদের অভিযোগ, এর নেপথ্যে রাজনৈতিক অভিসন্ধি রয়েছে। স্থানীয়দের দাবি, এলাকায় নজরদারি বাড়ানো উচিত। সম্প্রতি অন্য রাজ্য থেকে পালিয়ে আসা দুষ্কৃতীদের ধরতে বিধাননগরে অভিযান চালায় কলকাতা পুলিশ। ভিন রাজ্যের দুষ্কৃতীরা কীভাবে এখানে ঘাঁটি গড়ছে তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। এই প্রেক্ষিতে প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলারের ওপর হামলার অভিযোগ উঠেছে। ঘটনার নেপথ্য কারণ খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

কালীপুজোর রাতে আতশবাজির ধোঁয়ায় ঢেকেছে গোটা এলাকা। সোমবার কলকাতায়।

ঋণ নেওয়া টাকায় লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, শ্রমশ্রী

রাস্তা সংস্কার, পানীয় জল সরবরাহে বরাদ্দ

কলকাতা, ২০ অক্টোবর : রাজ্যের পরিকাঠামো উন্নয়ন ও সামাজিক প্রকল্প চালানোর কারণে চলতি আর্থিক বছরের তৃতীয় ত্রৈমাসিকে রাজ্য সরকার নতুন করে ২৯ হাজার কোটি টাকা ঋণ বাজার থেকে নিয়েছে। ফলে চলতি আর্থিক বছরে এখনও পর্যন্ত ৭৮ হাজার কোটি টাকা ঋণ রাজ্য সরকারের নেওয়া হয়ে গিয়েছে। ঋণের টাকা পেয়ে পরিকাঠামোগত উন্নয়নে ৯ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এর মধ্যে রাস্তা সংস্কারের জন্য ৭ হাজার কোটি ও বাড়ি বাড়ি পানীয় জল সরবরাহের জন্য ২ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। বাকি টাকা লক্ষ্মীর ভাণ্ডার ও শ্রমশ্রী প্রকল্পে ব্যয় করা হবে।

রাজনৈতিক মহল মনে করছে, ঋণ নিয়ে সামাজিক প্রকল্প চালাতে গেলে চলতি আর্থিক বছরের ঋণ নিতে হবে। সেক্ষেত্রে চলতি আর্থিক বছরেই ১ লক্ষ কোটি টাকা ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়ে যাবে। এখন মোট ঋণের পরিমাণ ৬ লক্ষ ৭৮ হাজার কোটি টাকা। বছরের শেষে তা ৭ লক্ষ কোটি টাকায় পৌঁছে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এই বিপুল পরিমাণ ঋণের বোঝায় রাজ্যের আর্থিক অবস্থা যে ভেঙে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে, তা মনে করছেন বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি ও অর্থনীতিবিদরা।

একনজরে

- চলতি আর্থিক বছরে এখনও পর্যন্ত ৭৮ হাজার কোটি টাকা ঋণ নিয়েছে রাজ্য সরকার
- পরিকাঠামোগত উন্নয়নে ৯ হাজার কোটির মধ্যে রাস্তা সংস্কারে ৭ হাজার ও বাড়ি বাড়ি পানীয় জল সরবরাহে ২ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ
- বাকি টাকা লক্ষ্মীর ভাণ্ডার ও শ্রমশ্রী প্রকল্পে ব্যয় করা হবে।

যদিও নবান্নের কর্তাদের দাবি, বাংলার বাড়ি, একশো দিনের কাজের প্রকল্প সহ একাধিক প্রকল্পে কেন্দ্রীয় সরকার ২০২১ সালের ২৭ ডিসেম্বরের পর থেকে কোনও টাকা বরাদ্দ করেনি। কেন্দ্রের তদন্তকারী দল বারবার এসে এই রাজ্যে ঘুরে গেলেও তারা টাকা খরচে কোনও অসংগতি পায়নি। কিন্তু রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করতে এই রাজ্যের প্রাপ্য টাকা আটকে রেখেছে। তার ফলেই রাজ্য সরকারকে ঋণ নিয়ে চলতে হচ্ছে। রাজ্যের প্রায় ২০ হাজার কিমি রাস্তা পূর্ত দপ্তরের অধীনে। এর মধ্যে ১২ হাজার কিমি রাস্তা ডিএলপি (ডিফেক্ট লায়াবিলিটি পিরিয়ড)-র কাজ সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারকেই করতে হবে। বাকি যে ৮ হাজার কিমি রাস্তার মধ্যে খারাপ অংশের কাজ বরাদ্দকৃত ৭ হাজার কোটি টাকা থেকে খরচ করা হবে।

দিন্দার পাশে দাঁড়ালেন শুভেন্দু

কলকাতা, ২০ অক্টোবর : ২০২৬-এর বিধানসভা ভোটে পূর্ব মেদিনীপুরের ময়না বিধানসভা আসন থেকে প্রার্থী হবেন তিনিই। প্রকাশ্য সভা থেকেই সেই কথা ঘোষণা করেছিলেন ময়নার বর্তমান বিজেপি বিধায়ক অশোক দিন্দা। তা নিয়েই বিতর্ক তৈরি হয়েছিল দলে। এদিন সেই বিতর্কে অশোক দিন্দার পাশেই দাঁড়ালেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

২১-এর বিধানসভা ভোটে দলের জয়ী প্রার্থীরা ২৬-এর বিধানসভায় টিকিট পাবেন। এমনই আশ্বাস দিয়েছিলেন বিজেপির কেন্দ্রীয় মুখ্য পর্যবেক্ষক সুনীল বনসল। তবে তার মানে এই নয়, সব বিধায়ককেই টিকিটের গ্যারান্টি দিচ্ছে বিজেপি। ২১-এর জেতা ৭৭ জন বিধায়কের মধ্যে এমনিতেই ৮ বিধায়ক দলবদল করেছেন। বর্তমানে বিজেপির বিধায়কের সংখ্যা সাকুল্যে ৬৫। বাকি আসনগুলি উপনির্বাচনে হাতছাড়া হয়েছে বিজেপির। এঁরা প্রত্যেকেই ২৬-এর বিধানসভায় টিকিট পাবেন এমনটা নয়। এই ব্যাপারে উত্তরবঙ্গের তুলনায় দক্ষিণবঙ্গের সংখ্যাটা বেশি। প্রার্থী নিয়ে দলে চর্চা শুরু হয়ে গিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে নিজের বিধানসভা কেন্দ্রে বিজয়া সম্মিলনির মঞ্চ থেকে বর্তমান বিধায়ক অশোক দিন্দা বললেন, 'ময়নায় প্রার্থী হতে আমাকে কেউ আটকাতে পারবে না। আমি কথা দিতে পারি, এটা ৯৯ শতাংশের বেশি নিশ্চিত যে আমিই প্রার্থী হচ্ছি।' যদিও এরপরই কিছুটা বেফাঁস কথা বলে ফেলেছেন বুঝতে পেরে অশোক বলেন, 'বিজেপিতে এভাবে আগে থেকে কিছু বলা যায় না। তবুও বলছি, আমি এই কেন্দ্রেরই প্রার্থী হচ্ছি।' অশোকের এই ঘোষণার পরেই তা নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়েছে দলে। একজন বিধায়ক কীভাবে প্রকাশ্যে এই ধরনের ঘোষণা করতে পারেন, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তাঁরই জেলার নেতারা। পূর্ব মেদিনীপুর জেলা বিজেপির এক নেতা বলেন, 'কোনও প্রভাবশালীর হাত ওঁর মাথায় না থাকলে এমনটা বলা সম্ভব নয়।' তবে দিন্দার পাশে দাঁড়িয়েছে শুভেন্দু। সোমবার নন্দীগ্রামে এই প্রসঙ্গে শুভেন্দু বলেন, 'অশোক অত্যন্ত অ্যাক্টিভ এমএলএ। বিধানসভায় সরকারের বিরোধিতা করতে গিয়ে সাসপেন্ড হয়েছেন। তাছাড়া এটা তো কোনও ঘোষণা নয়। ওঁর পারফরমেন্স আছে। তাই ২৬-এর ভোটে প্রার্থী হওয়ার ব্যাপারে উনি তো আশা করতেই পারেন।'

এসআইআর না হলে বিপদ দলের : শমীক

রাজ্যে সিএএ শিবিরের ভাবনা আরএসএসের

কলকাতা, ২০ অক্টোবর : দেওয়ালি, ভ্রাতৃদ্বিতীয়া চুকলেই রাজ্যজুড়ে সিএএ শিবির তৈরিতে তৎপরতা বাড়াতে চলেছে আরএসএস। সূত্রের খবর, রাজ্যের সীমান্তবর্তী ৮-৯টি জেলায় প্রায় ৭০০ সিএএ শিবির খুলতে চলেছে সংঘ। এ ব্যাপারে ইতিমধ্যেই নিজেদের সংগঠন ও সমমনোভাবাপন্ন হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলির সঙ্গে বৈঠকও করেছেন আরএসএস নেতৃত্ব।

এসআইআর-এর ধাক্কায় ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ পড়বে বহু হিন্দু শরণার্থীর। সেই আশঙ্কা থেকে মুক্ত হতে রাজ্যের উদ্বাস্তু, শরণার্থীরা যাতে সিএএ-র মাধ্যমে নাগরিকত্ব পেতে আবেদন করেন, সেই লক্ষ্যেই সিএএ শিবির নিয়ে এই তৎপরতা আরএসএস-এর। মূলত রাজ্যের সীমান্তবর্তী দক্ষিণবঙ্গের উত্তর ২৪ পরগনা, নদিয়া ও উত্তরবঙ্গের মালদা, দুই দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি ও কোচবিহারের মতো জেলাগুলিতে এই শিবির তৈরির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আরএসএস-এর তথ্য অনুযায়ী এখনও পর্যন্ত ৪২ হাজার আবেদনকারী নাম নথিভুক্ত করলেও আইনগত প্রশাসনিক জটিলতায় শ'খানেক আবেদনকারীকে সিএএ শংসাপত্র দেওয়া গিয়েছে।

এদিকে এসআইআর সংশোধনের জন্য বুথভিত্তিক দলের এজেন্ট খুঁজে পেতে নাকাল হচ্ছে বিজেপি। অনেক কাঠখড় পুড়িয়েও দলীয় এজেন্ট নিয়োগ করার পর প্রশিক্ষণ নিতে এসে তাঁরা নানা দাবিদাওয়া করছেন। সম্প্রতি এ ধরনেরই একটি বিএলএ -২ প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত বৈঠকে রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য বলেন, 'জেলায় জেলায় সুদৃশ্য পার্টি অফিস থাকবে না। শীতাতপনিয়ন্ত্রিত ঘরে বসে কাজ নয়। এমনকি ভার্চুয়াল বৈঠকেও লোক পাবেন না।' ২৬-এর বিধানসভা ভোটে সফল হতে হলে এসআইআরকে সফল করতে হবে। অমিত শা থেকে শুরু করে সুনীল বনসল, ভুপেন্দ্র যাদবরা বুথস্তরের এজেন্টদের কাছে বারবার এই বার্তা দিচ্ছেন। এসআইআর-এর কাজে বুথভিত্তিক এজেন্টদের সতর্ক করে শমীকের বার্তা, 'এসআইআর রূপায়ণে বিজেপির ভূমিকায় যদি ঘাটতি থেকে যায়, তাহলে বিধানসভা নির্বাচনের পর রাজ্যে দলের নেতা-কর্মীদের যে কঠিন পরিস্থিতির মুখে দাঁড়াতে হবে, সেটা অনুমান করা খুবই শক্ত।' দলের একাংশের মতে, সম্ভবত সেই আশঙ্কার কথা বলে এসআইআর-এর দায়িত্বে থাকা দলীয় কর্মীদের সতর্ক করে দিতে চেয়েছেন শমীক।

টেট নিয়ে প্রস্তুতি শুরু পর্ষদের

কলকাতা, ২০ অক্টোবর : ফের চাকরি হারানোর বিড়ম্বনায় পড়তে চাইছে না রাজ্য সরকার। টেট নিয়ে সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পর যথেষ্ট দুশ্চিন্তায় প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ। পুজোর ছুটি শেষ হলেই সুপ্রিম রায় পুনর্বিবেচনার আর্জি জানাতে প্রস্তুত তারা। তবে পুনর্বিবেচনার আবেদন যদি ব্যর্থ হয়, সেই বিপদ এড়াতে নতুন করে টেট পরীক্ষা নেওয়ার যাবতীয় প্রস্তুতিও সেরে রাখছে পর্ষদ। স্কুল শিক্ষা দপ্তর সূত্রে খবর, প্রথম শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত এরাজ্যে প্রায় ৯০ হাজার শিক্ষক-শিক্ষিকা টেট অনুত্তীর্ণ। তাঁদের যাবতীয় তথ্য নিয়ে ইতিমধ্যেই তালিকা তৈরি হয়েছে।

পর্ষদের চেয়ারম্যান গৌতম পাল জানিয়েছেন, যে কোনও পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য প্রাথমিক প্রস্তুতি সেরে রাখা হয়েছে। আদালতে রায় পুনর্বিবেচনার আবেদন করা হলে সেখানে শিক্ষা দপ্তরের কাছে যাবতীয় নথি চাওয়া হবে। তাই সেইদিক থেকেও আমরা প্রস্তুত। আগামী বছরই রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে ২৬ হাজার চাকরি বাতিল নিয়ে চাপে শাসকদল। এরপর সুপ্রিম রায় কার্যকর হলে ফের এক লক্ষের কাছাকাছি প্রাথমিক শিক্ষকের চাকরি যেতে পারে বলে আশঙ্কা করছে শিক্ষামহল। তাই কোনওরকম প্রস্তুতি ফেলে রাখতে চাইছে না রাজ্য। শিক্ষক মহলের আশা, পুনর্বিবেচনার আর্জি শীর্ষ আদালত খারিজ করবে না। ২০১০ সালে শিক্ষার অধিকার আইন ও এনসিটিই গেজেট নোটিফিকেশন সেই সুরক্ষা দেবে। তবে অনিশ্চয়তার আশঙ্কা রয়েছে। সুপ্রিম রায় মেনে প্রাথমিক ও উচ্চপ্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য ফের টেট আয়োজনের প্রস্তুতি তাই শুরু করে দিয়েছে সরকার।

ভোগ রাঁধলেন মমতা, নন্দীগ্রামের পুজোয় শুভেন্দু

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ২০ অক্টোবর : কালীঘাট থেকে দক্ষিণেশ্বর, তারাপীঠ থেকে বারাসত, নৈহাটির বড়মা, শক্তি আরাধনায় সোমবার জমজমাট থাকল গোটা রাজ্য। আলোর উৎসবে মাতোয়ারা ৮ থেকে ৮০। প্রতিবারের মতো এবারও বাড়ির পুজোয় সকাল থেকে ব্যস্ত থাকলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সন্ধ্যায় ভোগ রান্না থেকে শুরু করে পুজোর নানা আয়োজনে দম ফেলার ফুরসত ছিল না রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধানের। প্রতিবারই তাঁর বাড়ির কালীপুজোয় চাঁদের হাট বসে। এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। নৈহাটির বড়মার পুজো এবার ১০২ বছরে পা দিয়েছে। সকাল থেকেই নৈহাটির লঞ্চঘাট থেকে স্টেশন রোড পর্যন্ত গিজগিজ করেছে ভক্তদের ভিড়। তারাপীঠ সহ বীরভূমের পাঁচটি সতীপীঠেই ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। কলকাতায় কালীঘাট ছাড়াও ঠনঠনিয়া কালীবাড়ি, লেক কালীবাড়ি, আদ্যাপীঠ, করুণাময়ী কালীবাড়িতে ভক্তদের দীর্ঘ লাইন চোখে পড়েছে।

এদিন বিকালে লেক কালীবাড়িতে পুজো দিতে যান তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। অন্যদিকে নন্দীগ্রামে সকাল থেকেই পুজোর উদ্বোধনে ব্যস্ত ছিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। মঙ্গলবার বিকালে নৈহাটির বড়মার কাছে পুজো দিতে যাবেন অভিষেক।

প্রতিবারই বারাসতের কালীপুজো দেখার জন্য স্থানীয় তো বটেই, আশপাশের এলাকা ও জেলার মানুষ ভিড় করেন। রবিবার থেকেই ভিড় বাড়তে শুরু করেছিল বারাসতে। সোমবার বিকাল ৪টে থেকেই ভিড় নিয়ন্ত্রণ করতে যশোর রোড ও টাকি রোডের বিভিন্ন জায়গায় বড় ও চার চাকার গাড়ি নো এন্ট্রি করে দেওয়া হয়। মধ্যমগ্রামের দিক থেকে আসা বাস ও অন্য বড় গাড়িগুলিকে ডাকবাংলো মোড়ের অনেক আগেই আটকে দেওয়া হয়েছে। কৃষ্ণনগরের দিক থেকে আসা গাড়িগুলিকে ময়না এসপি অফিসের আগে, টাকি রোড ধরে আসা গাড়িগুলিকে কাজিপাড়ায় ও বনগাঁর দিক থেকে আসা গাড়িগুলিকে গেঞ্জি মিলে আটকে দেওয়া হয়েছে।

বাড়ির পুজোয় ভোগ রান্নায় ব্যস্ত মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার।

ভাইফোঁটা পর্যন্ত প্রতিদিন বিকাল ৪টে থেকে ভোর ৪টে নো পর্যন্ত এন্ট্রি থাকবে বলে পুলিশের পক্ষ থেকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

এদিন সকাল থেকেই কালীঘাট, তারাপীঠ, দক্ষিণেশ্বর, লেক কালীবাড়ি, ঠনঠনিয়া কালীবাড়ি, ফিরিঙ্গি কালীবাড়ি সহ সর্বত্র ভিড় উপচে পড়েছিল। কলকাতা শহরে যান নিয়ন্ত্রণ করতে অতিরিক্ত পুলিশ নামানো হয়েছে। মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালানো রুখতে বিভিন্ন জায়গায় ব্রেথ অ্যানালাইজার দিয়ে পরীক্ষা করা হয়েছে।

আগামী ২ দিনেও রাতে শহরে যান নিয়ন্ত্রণ করতে অতিরিক্ত পুলিশ থাকবে বলে কলকাতা পুলিশের পক্ষ থেকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

■ ৪৬ বর্ষ ■ ১৫১ সংখ্যা, মঙ্গলবার, ৩ কার্তিক ১৪৩২

মৌলবাদী রোষে নারী

নারীর অমর্যাদায় শুধু মুসলিম মৌলবাদকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। হিন্দুত্ববাদের ধ্বজাধারীদের একাংশের মধ্যে একই মনোভাব প্রকট। আফগানিস্তানে সাম্প্রতিক ভূমিকম্পে ধসে চাপা, আহত মহিলাদের চরম দুর্দশা, অসহায়তা সামনে এসেছিল। তালিবানি ইসলামিক শাসনতন্ত্রে মহিলাদের স্পর্শ নিষিদ্ধ। তাই দুর্গত মহিলাদের উদ্ধার, চিকিৎসা ইত্যাদি পুরোপুরি উপেক্ষিত ছিল। চাপা পড়ে থেকে কিংবা বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুই আফগান মহিলাদের ভবিতব্য হয়ে গিয়েছিল।

শিউড়ে ওঠার মতো সেই ছবি বিশ্বব্যাপী ছড়িয়েছিল। তাতে মৌলবাদীদের হেলদোল হয়নি। অন্তর্বর্তী সরকারের জমানায় বাংলাদেশেও গত এক বছরে নৈরাজ্যে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন মহিলারা। শ্লীলতাহানি, নির্যাতন, ধর্ষণ, জোর করে বোরখা পরানোর প্রয়াস ইত্যাদিতে নারীর অমর্যাদা নিত্যদিনের বিষয় হয়ে গিয়েছিল। শেখ হাসিনা মোল্লাতন্ত্রকে তোষণ করলেও তাঁর শাসনে মৌলবাদী ফতোয়া এত বেলাগাম ছিল না। মুহাম্মদ ইউনূসের জমানায় মহিলাদের ওপর মৌলবাদীদের অত্যাচার, হেনস্তা চরম আকার নিয়েছে।

মুসলিম মৌলবাদের প্রতি এজন্য পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে সচেতন মানুষের মধ্যে রাগ, ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হয়েছে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, সমস্ত ধরনের ধর্মান্ধতাই নারীর সম্মানকে ধুলোয় মিশিয়ে দেয়। আমাদের দেশে সম্প্রতি হিন্দুত্ববাদের ধ্বজাধারী দুই মহিলার বয়ান সেই সত্যকে বেআব্রু করেছে। একজন উত্তরপ্রদেশের রাজ্যপাল আনন্দিবেন প্যাটেল। যিনি নরেন্দ্র মোদির পর মুখ্যমন্ত্রী হয়ে গুজরাট শাসন করেছিলেন। তিনি লিভ ইন সম্পর্ককে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে মেয়েদের তা থেকে দূরে থাকতে পরামর্শ দিয়েছেন।

আনন্দিবেনের মতে, লিভ ইন সম্পর্ক হলেই খুন হওয়ার পরিণতি অনিবার্য। ৫০ টুকরো হয়ে দেহ পড়ে থাকবে। লিভ ইন সম্পর্কের সঙ্গে তিনি সম্ভবত নাবালিকা মাতৃত্বকে একসূত্রে জুড়ে দিয়েছেন। তিনি নাকি অনাথ আশ্রমগুলিতে ১৫ বছরের কাছাকাছি বয়সের মেয়েদের কোলে বাচ্চা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেন। নাবালিকা বা ধর্ষণের পরিণামের বদলে এই মাতৃত্বকে তিনি লিভ ইনের সঙ্গে জড়িয়ে দিয়েছেন সম্ভবত জেনেবুঝেই।

কেননা, লিভ ইন সম্পর্কে সাধারণত সাবালক বয়সেই জড়ায় অনেকে। নাবালকদের মধ্যে লিভ ইন একেবারে নেই বলা যাবে না, তবে তা সংখ্যায় খুবই কম। যা দিয়ে কোনও প্রবণতা বোঝানো যায় না। তার চেয়েও বড় কথা, লিভ ইনকে কাঠগড়ায় তুলে উত্তরপ্রদেশের রাজ্যপাল নারী-পুরুষের ইচ্ছা, স্বাধীনতা ইত্যাদির মূলে কুঠারাঘাত করেছেন। নারী-পুরুষের নিজের ইচ্ছায় একসঙ্গে থাকার স্বাধীনতা স্বীকৃত। তাতে বিয়ের সিলমোহর পড়ুক চাই না পড়ুক।

আনন্দিবেন সেই স্বাধীনতা মানতে অনাগ্রহী। তিনি শুধু যে জনপ্রতিনিধি ছিলেন বা প্রশাসনিক দায়িত্বে আছেন- তা নয়। তিনি দীর্ঘদিন বিজেপির নেত্রী ছিলেন। হিন্দুত্ববাদের মন্ত্র বহন করেছেন। তাঁর মতো হিন্দুত্ববাদের ধ্বজাবহনকারী আরেকজন প্রজ্ঞা সিং ঠাকুর। যিনি অতীতে বিজেপির মনোনয়ন পেয়ে সাংসদ ছিলেন। একইরকমভাবে প্রজ্ঞার নারীর মর্যাদার প্রতি শুধু তাচ্ছিল্য নয়, জিঘাংসা প্রকট হয়েছে সম্প্রতি। কোনও অহিন্দুর বাড়িতে গেলে হিন্দু মেয়েকে শারীরিক নির্যাতন করতে অভিভাবকের হাত যেন না কাঁপে- সেই সওয়াল করেছেন।

সেই প্রজ্ঞা, অতীতে যাঁর বিরুদ্ধে মহাত্মা গান্ধির সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করার অভিযোগ উঠেছিল। যে মহাত্মা সর্বধর্ম সমন্বয়ের পক্ষে সওয়াল করেছেন আততায়ীর গুলিতে লুটিয়ে পড়ার মুহূর্ত পর্যন্ত। হিন্দুত্ববাদের বড় সৈনিক প্রজ্ঞা এখন প্রচার করছেন, অহিন্দুর কারও সঙ্গে যোগাযোগ (সব ক্ষেত্রে প্রেম বা বিয়ে নয়) রাখার অর্থ সেই মেয়ে মূল্যবোধ থেকে বিচ্যুত হয়েছেন।

বুঝিয়ে, ভালোবেসে না পারলে সেই মেয়েদের তিরস্কার, এমনকি মারধর করে 'মূল্যবোধ' শেখানোর ফতোয়া শোনা গিয়েছে প্রজ্ঞার মুখে। এরকম 'বেয়াদব' মেয়েদের বাড়ি থেকে এক পা না বের হতে দেওয়ার নিদান দিয়েছেন তিনি। যাতে মহিলাদের প্রতি হিন্দুত্ববাদের মনোভাব স্পষ্ট। সম্প্রতি বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখে একইরকম মন্তব্য শোনা গিয়েছিল। বাস্তবে নারীর প্রতি অসম্মানে সব মৌলবাদের অবস্থান একই।

অমৃতধারা

যতক্ষণ বাসনা, ততক্ষণই ভাবনা। এই ভাবনাই হল তোমার দুঃখের কারণ। আমার ধর্ম ঠিক আর অপরের ধর্ম ভুল এ মত ভালো না বাবা। সবাই ভিন্ন ভিন্ন রাস্তা দিয়ে তো একজনের কাছেই যাবেন। তাই যে নামেই তাকে ডাকো না কেন মনপ্রাণ দিয়ে ডাকো। শান্তি পেতে মনের ময়লা ধুয়ে ফেলতে হবে। মনে যতক্ষণ কাম, ক্রোধ, লোভের বাস সেখানেই সর্বনাশ। মনের যেমন বন্ধন আছে তেমন মনের মুক্তিও আছে। সংসারে হয় তুমি ঈশ্বর প্রেমে নিজের চেতনাকে মুক্ত করবে, নয় বন্ধনে বন্দি হবে। তোমার মনকে ভেদাভেদ শূন্য করতে শেখ, তবেই তুমিও যে কোনও কাজের মধ্যেই ভক্তিরস খুঁজে পাবে।

- শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস

স্ববিরোধী বদলের কৌশলে সংঘ দীর্ঘায়ু

বিরোধীরা ফ্যাসিস্ট, নাজি ভক্ত বলে গলা চড়ালে বিজেপির দুটো আসন কমে বা বাড়ে। সংঘের বিস্তারে বাধা পড়ে না।

জয়ন্ত চৌধুরী

যত বেশি জানে, তত কম মানে। শতাব্দীপ্রাচীন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের ক্ষেত্রে তা সম্পূর্ণ বিপরীত- যত কম জানে, তত বেশি মানে। একশো বছর ধরে টিকে রয়েছে আরএসএস। এটা বললেও সবটা বলা হয় না। একদিকে আরএসএস সম্পর্কে জনতার বিশেষত রাজনীতিকদের অজ্ঞ ও অস্বচ্ছ ধারণা, অন্যদিকে ঘোষিত লক্ষ্যে স্থির থেকেও কৌশল বদলের স্বার্থে নিজের নির্মিত ইতিহাসের নির্দ্বিধ বিনির্মাণ। সংঘের আয়ু দীর্ঘায়িত হওয়ার এই দুই গুরুত্বপূর্ণ কারণ।

গত বিজয়া দশমীর দিন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ একশো বছরে পা দিল। এটা তার জন্মতিথি। কিন্তু খাতায়-কলমে সামাজিক সংগঠনটি শুধু ইতিহাসে থেকে যায়নি, আসমুদ্রহিমাচলে তার বিস্তার। ১৯২৫ সালে তার সূচনা মহারাষ্ট্রের নাগপুরে। একশো বছর আগে অবিভক্ত ভারতের জনসংখ্যা ছিল আনুমানিক ২৫ কোটি। আজকের ভারত প্রায় ১৫০ কোটির বাসভূমি। সেই ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের শাসকশ্রেণির চালিকাশক্তি আরএসএস নামের 'এনজিও'টি।

ব্রিটিশ বিদায়, স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ থেকে বিশ্বায়ন। সমাজ, সংস্কৃতি, শিক্ষাদীক্ষা, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি- উত্তর আধুনিকতা থেকে উত্তর সত্য। স্টেট থেকে ডিপ স্টেট। এই বহুবর্ণের, বহুমাত্রিক বদলের মধ্য দিয়ে যেতে দশকে দশকে চলেছে ভাঙাগড়া। সেই আবহে একশো বছরব্যাপী একটা সংগঠন বহাল। বর্তমান ভারতের শাসকদলের অক্সিজেন আরএসএস।

দু'দিন আগেও কিন্তু আনুষ্ঠানিকভাবে নিজেদের দলতান্ত্রিক সংসদীয় রাজনীতির সংশ্রব স্বীকার করত না আরএসএস। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের সঙ্গে সাবেক ভারতীয় জনসংঘ বা ভারতীয় জনতা পার্টি একটা ধোঁয়াশা বজায় রেখে চলত। কিন্তু অতি সম্প্রতি অর্থাৎ সংঘের শতবর্ষের দ্বারপ্রান্তে এসে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি কোনও রাখঢাক না রেখেই একদা তিনি যে সংগঠনের প্রচারক ছিলেন, সেই আরএসএসের স্তুতি করলেন। তাও সরকারি মঞ্চ থেকে।

সংঘের শতবর্ষে ভারতমাতার ছবি খচিত একশো টাকার মুদ্রা প্রকাশ করে সংগঠনটিকে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি পর্যন্ত দিলেন। যে মুদ্রায় লিখিত রয়েছে সংঘের মূল 'মন্ত্র'। সংবিধানগতভাবে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে সংখ্যাগরিষ্ঠের এমন আধিপত্য প্রদর্শনের নজির দ্বিতীয়টি নেই। স্বভাবতই তা নিয়ে বিতর্ক চলছে। মূলত মার্কসবাদীরা মতাদর্শগত স্তরে ও জাতীয় কংগ্রেস প্রধান বিরোধী দল হিসেবে, প্রধানমন্ত্রীর কুর্সি থেকে হিন্দুত্বের পৃষ্ঠপোষকতার প্রতিবাদ করেছে।

গত একশো বছর ধরেই, বিশেষত স্বাধীনতা আন্দোলনের পর্ব থেকে সংঘকে নিয়ে বিতর্ক চলছে। দেশভাগ, স্বাধীন ভারতে প্রথম রাজনৈতিক ব্যক্তিসন্ত্রাস, গান্ধিজিকে হত্যা ইত্যাদি সংঘের ইতিহাসে এক-একটি বিতর্কিত মাইলফলক। ধর্মীয় বিদ্বেষজনিত সন্ত্রাসের অপর মাইলফলক বাবরি মসজিদ ধ্বংস। এর মধ্যবর্তী যাত্রাপথ মোটেই সরলরৈখিক নয়। বরং অতীব দুর্গম, বন্ধুর। পদে পদে সংঘাতদীর্ণ ও বিতর্কবিদ্ধ তার এই অভিযাত্রা।

ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের তোষণ, হিন্দু-মুসলমান সামাজিক বিভাজন থেকে কংগ্রেস বিরোধিতার অনিবার্য পরিণতি গান্ধি হত্যা। যার পরিণতি সংঘকে নিষিদ্ধ করা। এরপর ১৯৭৫ সালে জরুরি অবস্থায় এবং সর্বশেষ বাবরি মসজিদ ধ্বংসের পর আরএসএস ফের নিষিদ্ধ হয়। পরাধীন ভারতে একবার এবং স্বাধীনতা উত্তর দেশে তিনবার নিষিদ্ধ হওয়া সেই সংগঠন আজ ভারতের শাসকদল বিজেপির প্রাণভোমরা।

সংঘ যখন যখন নিষিদ্ধ হয়েছে, তাৎপর্যপূর্ণভাবে তখনও ভারতের সংসদীয় রাজনীতির অনুশীলনে বহাল থেকে গিয়েছে বিজেপি। নিষিদ্ধ হয়নি। আবার সংঘও কখনও বিজেপির অঙ্গীভূত হয়ে যায়নি। নানা চড়াই উতরাইয়ের মধ্য দিয়ে ১৯৯৮ সালে কেন্দ্রে প্রথম কংগ্রেস বা কমিউনিস্ট বর্জিত সরকার গড়েন বিজেপির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি অটলবিহারী বাজপেয়ী। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে হিন্দুত্ববাদের রাষ্ট্রীয় উত্থানের সেই শুরু।

২০০৪ সালে সেই সরকারের পতনের পর আবার এক দশকের অপেক্ষা। তারপর ২০১৪ সালে নরেন্দ্র মোদির দ্বিতীয় এনডিএ সরকার। যার লাগাতার শাসনের এগারো বছরের মাথায় সেই এনডিএ'র মতাদর্শগত আধার রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের শতবর্ষ। সংসদীয় রাজনীতির অনুশীলনে বিজেপিকে গত ২০২৪ সালে লোকসভায় একক গরিষ্ঠতা খুইয়ে শরিকনির্ভর হতে হয়েছে।

বিজেপির চলার পথে বন্ধুরতা থাকলেও সংঘ কিন্তু অবিচল গতিতে এগিয়ে চলেছে। সময়ের ওঠা-পড়া বিজেপির গায়ে লাগলেও সংঘের লাগেনি। একশো বছর ধরে টিকে থাকার পাশাপাশি সংঘ পরিবারের বিস্তৃতি ভারতের রাজনীতির সঙ্গে সঙ্গে সমাজেও প্রায় সর্বস্তরে। দিনে দিনে প্রাসঙ্গিকতা বেড়েই চলেছে। বয়সের ভারে সংকুচিত হওয়ার কোনও লক্ষণ নেই। একটা সংগঠনের বড় সাফল্য তো বটেই।

কিন্তু কী সেই জাদু, যার বলে সংঘের এই দীর্ঘায়ু? এককথায় সংঘ সম্পর্কে অজ্ঞতা। জনমানসে বিশেষত ভারতের রাজনৈতিক মহলের অজ্ঞতাপ্রসূত অস্বচ্ছ ধারণা সংঘের টিকে থাকার জাদুকাঠি। অন্ধের হস্তীদর্শনের মতো খণ্ডিত কিছু ধারণা থাকতে পারে। এই অতি দক্ষিণপন্থার উলটোদিকে থাকা কংগ্রেস বা বামপন্থীদের সামগ্রিকভাবে সংঘ সম্পর্কে সম্যক ধারণাই নেই। বরং সংঘের মোকাবিলায় নরম হিন্দুত্ব আয়ত্ত করে চলেছে সমস্ত অবাম রাজনৈতিক দল।

এই অস্বচ্ছতাই সংঘের পথ মসৃণ করেছে। বস্তুত আপাতভাবে লোকচক্ষুর অন্তরালে হরেক কিসিমের সোশ্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং নির্বিঘ্নে সামরিক নিষ্ঠায় সেরে চলেছেন স্বয়ংসেবকরা। বিরোধীরা বিজেপি শাসককে ফ্যাসিস্ট, নাজি ভক্ত বলে গলা চড়ালে বিজেপির দুটো আসন কমে বা বাড়ে বটে। কিন্তু তার সঙ্গে সংঘের বিস্তারের কোনও সম্পর্ক থাকে না।

মনে রাখতে হবে, স্বাধীন ভারতের ২২ বছর বাদ দিলে বাকি প্রায় সাড়ে পাঁচ দশকের মধ্যে সাকুল্যে ১৬ বছর দিল্লির মসনদে বিজেপি। অর্থাৎ রাজনৈতিক শাখার ক্ষমতায়ন নিরপেক্ষে সংঘের সামাজিক স্তরে প্রভাব বিস্তারের রেখাচিত্র সদা ঊর্ধ্বমুখী। বিজেপি আদতে সংঘের বাফার। তাই তার রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ বা সমালোচকরা ভোটের রাজনীতির নিরিখে সংঘের মূল্যায়নে নিজেদের আবদ্ধ রাখে।

কিন্তু সংঘের হিন্দুত্বের সোশ্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং কতটা অপ্রতিরোধ্য, তা টের পাওয়া যায় ভোটের মরশুমে। ধর্মীয় আচরণকে রাজনীতি-বিযুক্ত করার তত্ত্ব উজাড় করা নেতারা নিজেকে হিন্দু প্রমাণে মিডিয়া ডেকে নানা অছিলায় ধর্মস্থানে মাথা ঠুকতে মরিয়া হন। কিন্তু দেখা যায় বিজেপিকে ভোটে পর্যুদস্ত করলেও হিন্দুত্বের সামাজিক ভিত্তি আরও পোক্ত হয়।

তাই ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রযন্ত্রকে কলুষিত করে হিন্দু মন্দির বানাতে হয়। ভোট প্রচারে লোকসভার বিরোধী দলনেতাকে কেরলে গিয়ে মালয়ালি প্রথা মেনে শবরীমালায় পুজো দিতে হয়। একশো বছর ধরে যে হিন্দু রাষ্ট্রবাদী মতবাদ আঁকড়ে রয়েছে সংঘ- এসব তার সাফল্যের নিদর্শন। যে জাদুবলে শতায়ু হয়েও জরার লক্ষণহীন সংঘ। সংঘ নিয়ে যত আপত্তিকর সংবাদ প্রকাশ বা সম্প্রচারিত হোক না কেন, আরএসএস কখনও পালটা জবাব বা 'রিজয়েন্ডার' দেয় না।

সদস্যপদ বলে কিছু নেই। তাই আনুষ্ঠানিক বহিষ্কার বা মেম্বারশিপ গ্রহণ সংঘের অভিধানে নেই। নেই কোনও পাথুরে দলিল। তাই অখণ্ড হিন্দু ভারত রাষ্ট্রের মতাদর্শে একশো বছর অটল থাকলেও স্ববিরোধী বদল ঘটেছে সংঘের। নীতি নয় কৌশল বদলে নিজেদের ইতিহাসকেও অস্বীকার করে চলেছে।

স্বাধীনতা আন্দোলনে হেডগাওয়ারের কারাবাস নিয়ে বাগাড়ম্বর চলছে। গান্ধি খুনের পর সংঘকে সন্ত্রাসী বলে অভিহিতকারী বল্লভভাই প্যাটেলকে আত্মসাৎ করেছে বিজেপি। যাদের আদর্শ পুরুষ গুরুজি গোলওয়ালকার তেরঙা পতাকার বিরোধিতা করেছিলেন, আজ তাদের উত্তরসূরি মোহন ভাগবত নাগপুরে স্বাধীনতা দিবসে জাতীয় পতাকা তুলছেন। বিজেপি সরকার হর ঘর তিরঙ্গা প্রকল্প নিয়েছে। আত্মসাতের তালিকায় রয়েছেন আম্বেদকরও।

এমনকি দ্বিতীয় সরসংঘচালক গুরুজি, যাঁর বক্তৃতা সংকলন 'বাঞ্চ অফ থটস' এতকাল স্বয়ংসেবকদের অন্যতম আকর গ্রন্থ বলে বিবেচিত হত, সেই মুসোলিনি অনুরাগীর বই নতুন করে ছাপা বন্ধ করেছে নাগপুর। এমনই ভোল বদল। একদিকে, বিজেপিকে ঢালের মতো ব্যবহার করে নিজেদের কর্মকাণ্ডকে আড়ালে রেখে কাজ হাসিল করছে। অন্যদিকে, নিজের ইতিহাসকে নিজেই অস্বীকার করে সংঘ নিজেকে বদলে একধরনের বিভ্রম নির্মাণ করে চলছে। এই দ্বিমুখী কৌশলই মূলত রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের শতায়ু হওয়ার জাদুমন্ত্র।

(লেখক সাংবাদিক)

আজ

১৯৩৮
আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন গায়িকা নির্মলা মিশ্র।

১৯৩১
অভিনেতা শাম্মী কাপুরের জন্ম আজকের দিনে।

আলোচিত

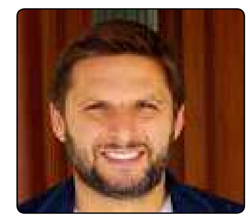

ভেবে খারাপ লাগছে যে, আপনারা (আফগানিস্তান) তাদের সঙ্গে হাত মেলাচ্ছেন, যারা পাকিস্তানের ভেতরে সন্ত্রাসবাদ চালাচ্ছে। অথচ আমরা (পাকিস্তান) গত ৫০-৬০ বছরে ধরে আফগানদের দেখভাল করছি। যেহেতু দুটি মুসলিম রাষ্ট্র, তাই আমাদের মধ্যে সমঝোতা থাকা উচিত। সেসব ভুলে আপনারা অন্য পথে যাচ্ছেন।

- শাহিদ আফ্রিদি

ভাইরাল/১

বন্দুকের আদলে তৈরি লাইটার দেখিয়ে অপ্রকৃতিস্থ এক ভারতীয় তরুণ ব্যাংককে পথচারীদের ভয় দেখাচ্ছিলেন। নাচানাচির পাশাপাশি পুলিশকে হুমকি দিচ্ছিলেন। দেখে সবাই আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। পুলিশ ওই তরুণকে গ্রেপ্তার করেছে।

ভাইরাল/২

সুরাটে এক জন্মদিনের পার্টিতে হঠাৎ হানা দিয়েছিল পুলিশ। অনুষ্ঠানে আসা এক ব্যবসায়ীর গাড়ি আটকান পুলিশকর্মীরা। ১৯ বছরের এক তরুণ গাড়ি থেকে নেমে পুলিশকে ভিডিও রেকর্ডিং বন্ধ করতে বলেন। এ নিয়ে তর্কাতর্কি গড়ায় হাতাহাতিতে।

জনমন

জনমত

প্রযুক্তি শিখরে পৌঁছোলেও মর্যাদায় বঞ্চিত মহিলারা

প্রতিদিন সকালে সংবাদপত্রের পাতা ওলটালে বা টেলিভিশনের সংবাদ চ্যানেলে ধর্ষণ, শ্লীলতাহানির খবর দেখতে দেখতে ক্রোধ বা ঘৃণার থেকে হতাশা ও অসহনীয়তা বেশি মাত্রায় জাগে। ভারত তার সভ্যতার জন্ম লগ্ন থেকে নারীকে মাতৃরূপে আরাধনা করে। নারী শক্তির আধার। নারী সৃষ্টির আধার। অথচ ২০২৫ সালে সভ্যতার চূড়ান্ত স্তরে পৌঁছেও পুরুষের লালসার শিকার নারী। সে আজও ভোগ্যা।

সবচেয়ে বড় কথা, ধর্ষণের পর মুহূর্তেই এই ইস্যুটিকে রাজনৈতিক অস্ত্র বানিয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের দড়ি টানাটানি, প্রতিবাদ-মিছিলের নামে নাটক যেন পুনরায় সেই নারীর মানসিকতাকে, সম্মানকে নতুন করে ধর্ষণ করে। নারী কী পরবে? কার সঙ্গে মিশবে? কোথায় যাবে? কোথায় যাবে না? কখন ঘর থেকে বেরোবে বা ঘরে ফিরবে- এইসব নিয়ে সবজান্তা রাজনীতিবিদদের নারীর প্রতি জ্ঞান ও উপদেশ যেন সভ্যতাকে পেছনের দিকে ছুটে চলতে বাধ্য করে।

বর্তমান যুগে নারী স্বাধীনতা, সমানাধিকার নিয়ে বিভিন্ন সেমিনার বা সচেতনতার বার্তা দেওয়ার পরও যখন পুরুষ নারীর অস্তিত্বকে পদদলিত করে, কখনও বা নারীর দ্বারা নারী অবমাননাকর মন্তব্যের শিকার হয়, তখন আজকের সমাজকে সভ্য, শিক্ষিত, জাগরিত বলতে দ্বিধাবোধ হয়। নারী বোধহয় আজও মা-বোন-স্ত্রী-প্রেমিকা বা কন্যা নয়। সে শুধুই ভোগ্যা। নির্লজ্জ পুরুষতন্ত্রের কামনা মেটানোর এক মাধ্যম মাত্র। এআইকে সঙ্গী করে প্রযুক্তি আজ শিখরে পৌঁছোছে। কিন্তু নারীর মূল্য কবে দেবে এই সমাজ?

ইন্দ্রনীল বন্দ্যোপাধ্যায়, শিলিগুড়ি।

পাঠাগার ভবনের কাজে গতি চাই

শিবমন্দিরস্থিত ৫২ বছর পুরোনো সরোজিনী সংঘ ও পাঠাগারের নতুন ভবন এখনও সম্পূর্ণ হয়নি। সেই ২০২৪ সালের প্রথমদিকে নতুন ভবনের কাজ শুরু হয়েছিল। কিন্তু এখনও সেই কাজ সম্পূর্ণ হল না।

বর্তমানে স্থানান্তরিত পাঠাগারটি দায়সারাভাবে চলছে বিডিও অফিসের কনফারেন্স ভবনের দোতলায় ছোট্ট একটা ঘরে, যেখানে তিনজনের বেশি পাঠক বসতে পারেন না। চার মাস ধরে একমাত্র সিলিংফ্যান খারাপ হয়ে পড়ে রয়েছে। এছাড়া মাত্র একজন গ্রন্থাগারিক রয়েছেন। অবস্থা সহজেই অনুমেয়। নতুন পাঠাগার ভবন যাতে তাড়াতাড়ি সম্পূর্ণ হয় সেজন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ জানাচ্ছি।

সজলকুমার গুহ
শিবমন্দির, শিলিগুড়ি।

সর্বজনীন উৎসবে পরিণত হয়েছে ধৌসি

কালীপুজোর পরদিন চা বাগানে পালন করা মূলত নেপালি সম্প্রদায়ের এই উৎসব আজকাল সবারই হয়ে গিয়েছে।

মনোমিতা চক্রবর্তী

'ঝিলিমিলি ঝিলিমিলি ধৌসু রে
আইও পুগিও ধৌসু রে।
ঝিলিমিলি ঝিলিমিলি ধৌসু রে
বছরকা দিনমা ধৌসু রে।
এক মুঠা চাবল দিনই পরছা
দশ টাকা দিনই পরছা
ঝিলিমিলি ঝিলিমিলি ধৌসু রে।
বাবুকা ঘরমা আয়ো রে
দশ টাকা দিনই পরছ
এক মুঠা চাবল দিনই পরছ
লরদই পরদই আয়োকো হামি
ঝিলিমিলি ঝিলিমিলি ধৌসু রে।'

এই গান গেয়েই ধৌসি উৎসব পালন করা হয়। এটি মূলত নেপালি সম্প্রদায়ের অন্যতম বড় ও প্রাচীন উৎসব। নেপালি সম্প্রদায়ের মহিলারা দীপাবলির দিন নিজ নিজ ঘরে মা লক্ষ্মীর আরাধনা করেন এবং সেদিনই আত্মীয়স্বজন পাড়াপ্রতিবেশীদের বাড়িতে ভৈলিনি খেলতে যান। মহিলারা বাড়ি বাড়ি গিয়ে গান গেয়ে ভৈলিনি উৎসব পালন করেন। দীপাবলির পরের দিন মূলত পুরুষেরা ও ছেলেরা ধৌসি উৎসবে মেতে ওঠেন। ডুয়ার্স ও তরাইয়ের চা বাগানগুলিতে এই ধৌসি উৎসব অবশ্য শুধুমাত্র নেপালিদের উৎসব হিসেবেই সীমাবদ্ধ থাকে না। চা বাগানের আদিবাসী ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের বাসিন্দারাও সানন্দে এতে শামিল হন। কালীপুজোর পরের দিন বাগানের শ্রমিক লাইনের ছোট-বড় ছেলেমেয়েরা, এমনকি পুরুষ শ্রমিকরাও দলবেঁধে ধামসা-মাদলের তালে নাচগানের মাধ্যমে চা বাগানের আবাসন ও

বাংলোগুলিতে বকশিশ নিতে যান। তেমনই চা বাগানের বিভিন্ন লাইন অর্থাৎ প্রতিবেশীদের বাড়িতেও 'হানাদারি' চলে। চা বাগানের শ্রমিকরা বিশ্বাস করেন যে, ধৌসি খেলতে আসা দলগুলোকে খালি হাতে ফিরিয়ে দিলে সংসারের অমঙ্গল হয়। তাই সকলেই সাধ্যমতো চাল, ডাল অথবা টাকা বকশিশ হিসেবে এই দলগুলিকে দিয়ে থাকেন।

পাঁচজন কিংবা দশজন মিলে ধৌসি খেলার একটা দল তৈরি করা হয়। দলগুলিতে একজন করে সর্দার থাকেন। সেই সর্দারের হাতে থাকে একটা লাঠি আর একটা ব্যাগ। নাচগানের সময় সর্দার গানের তালে তালে লাঠিটি মাটিতে ঠুকতে থাকেন। আর বকশিশ হিসেবে পাওয়া চাল, ডাল, টাকা সেই ব্যাগের মধ্যে রেখে দেন। দলের বাকি সদস্যরা সর্দারের সঙ্গে গানের গলা মেলান আর নাচতে থাকেন। বড়দের দলে ধামসা-মাদল থাকলেও ছোটদের দলে কাঠি, টিন বা থালা হলেই হল। তা দিয়েই তারা গান গেয়ে বেড়ায়। এই গানের মাধ্যমে তারা বাগানের বাবু বা সাহেবদের কাছে বকশিশস্বরূপ চাল-ডাল কিংবা টাকা দাবি করে। সেই বকশিশ পেলে সবার খুশির একশেষ।

ধৌসি উৎসব নেপালি সম্প্রদায়ের উৎসব হলেও উত্তরের ডুয়ার্সের ও তরাইয়ের চা বাগানগুলোতে এই উৎসব সর্বজনীন উৎসবে পরিণত হয়েছে। কারণ এই ধরনের উৎসব শ্রমিকদের গোটা বছর হাড়ভাঙা খাটুনির পর যেমন আনন্দ দেয় তেমনি তাঁদের মানসিক বিকাশেও সাহায্য করে।

(লেখক শিক্ষক ও সাহিত্যিক)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪২৭১

১			২	★	৩		৪
	★	★		★		★	
	★	৫					
৬			★	★	★	★	★
★	★	★	★	★	৭		৮
৯		১০		১১		★	
	★		★		★	★	
১২			★	১৩			

পাশাপাশি : ১। বিরোধ, প্রতিদ্বন্দ্বিতা বা শত্রুতা ৩। ঠান্ডা করা বা শীতলকরণ ৫। ফুলের কলি বা যে ফুল ফোটার অপেক্ষায় আছে ৬। পাথেয়, পুঁজি বা শেষ অবলম্বন ৭। অলংকরণ বা প্রসাধন ৯। বিষুবরেখার উত্তর ও দক্ষিণ দিকে কল্পিত বৃত্ত ১২। সোনার বা রুপোর পাতলা আবরণ ১৩। মুখশ্রী বা শারীরিক গঠন সুন্দর নয়।

উপর-নীচ : ১। প্রকাশ বা উন্মেষ ২। প্রবাদে আছে এর জন্য অনুশোচনা করে লাভ নেই ৩। মাছের ফুলকোর ওপরের শক্ত আবরণ ৪। নাকে পরার গয়না ৫। জাতি, গোষ্ঠী বা ফল ৭। খুবই আনন্দিত বা আবেগপ্রবণ ৮। নস্যি রাখার ডিবে বা কৌটো ৯। জ্বলন্ত অঙ্গার বা আগুনের শিখা ১০। শিখধর্মের প্রথম গুরু ১১। রাশিচক্রের বারোটি চিহ্নের একটি।

সমাধান ■ ৪২৭০

পাশাপাশি : ১। আপন ৪। জহিন ৫। ভাত ৭। লঙ্গর ৮। বহির্বাস ৯। তৃপ্তি মিত্র ১১। মক্কেল ১৩। দণ্ডি ১৪। রবেকা ১৫। ইলিশ

উপর-নীচ : ১। আগল ২। নজর ৩। জনরব ৬। তমস ৯। তৃণাদ ১০। এসরেণু ১১। মকাই ১২। লঙ্কেশ।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

আমার চেতনা চৈতন্য করে দে মা চৈতন্যময়ী...

স্বর্ণালী সন্ধ্যায়।। মালদা শহরের পল্লিশ্রী ৮৬-র মণ্ডপে। ছবি : অরিন্দম বাগ

মণ্ডপের পথে।। আলিপুরদুয়ার শহরে প্রসেনজিৎ দেবের ক্যামেরায়।

ঐতিহ্য।। কোচবিহার মদনমোহনবাড়ির বড়োতারা। ছবি : অর্পণা গুহ রায়

শক্তি।। ফালাকাটা তরুণ দলের প্রতিমা। ছবি : ভাস্কর শর্মা

আলোকের ঝরনাধারা।। জলপাইগুড়ি শহরে। ছবি : শানু শুভঙ্কর চক্রবর্তী

আয়োজন।। ধূপগুড়ির সুহৃদ সংঘের মণ্ডপ। ছবি : সপ্তর্ষি সরকার

মা ও মেয়েরা।। শিলিগুড়ির একটি পুজোমণ্ডপে দেবীবরণ।

সাজ।। মায়ের ইচ্ছা কালীবাড়ি। শিলিগুড়িতে সূত্রধরের ক্যামেরায়।

বড়োমা।। মহামায়া স্পোর্টিং ক্লাবের আয়োজন। শিলিগুড়ি। ছবি : সঞ্জীব সূত্রধর

অপরূপা।। আলিপুরদুয়ারের সাউথ বয়েজ ক্লাবের প্রতিমা। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

শিখা।। কোচবিহারে অর্পণা গুহ রায়ের তোলা ছবি।

করুণাময়ী।। রায়গঞ্জের ক্লাব বিপিএস। ছবি : দিবাকর সাহা

প্রস্তুতি।। দীপাবলিতে টুনির বিকিকিনি। গাজোলে পঙ্কজ ঘোষের ক্যামেরায়।

খাস্তা বানালেন রাহুল

নয়াদিল্লি, ২০ অক্টোবর : হালুইকরের ভূমিকায় রাহুল গান্ধি। দীপাবলির আগে সোমবার রাজধানীর ঐতিহ্যবাহী ঘণ্টেওয়ালা মিষ্টির দোকানে গিয়ে নিজের হাতে ‘ইমারতি’ ও ‘বেসনের লাড্ডু’ বানিয়ে চমকে দিলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা। সোমবার নিজের এক্স অ্যাকাউন্টে সেই ভিডিও ভাগ করে তিনি লেখেন, ‘পুরোনো দিল্লির ঐতিহাসিক ঘণ্টেওয়ালায় ইমারতি ও বেসন লাড্ডু বানানোর চেষ্টা করলাম। শতাব্দী প্রাচীন এই দোকানের মিষ্টতা আজও একই—নিখাদ, ঐতিহ্যবাহী ও মনকাড়া।’

আপনি দেশের যোগ্যতম ব্যাচেলর। আপনাকে আর চিরকুমার সভার সদস্য হিসাবে দেখতে ভালো লাগছে না। আমরা সবাই শুভদিনের অপেক্ষায়। আপনি বিয়ে করলে অনুষ্ঠানে মিষ্টির বায়নাটাও তো আমরাই পাব। তাই না!

সুশান্ত জৈন

পুরোনো দিল্লির বিখ্যাত মিষ্টির দোকান ঘণ্টেওয়ালায় রাহুল। সোমবার।

ভিডিওতে দেখা যায়, রাহুলকে ইমারতি তৈরির কৌশল শেখাচ্ছেন দোকানের মালিক। কথোপকথনের ফাঁকে তিনি জানান, রাজীব গান্ধির জন্মদিন থেকে শুরু করে প্রিয়াঙ্কা গান্ধির বিয়ের অনুষ্ঠান—সবেতেই তাঁদের পরিবারকে ঘণ্টেওয়ালার মিষ্টি পাঠাতেন।

দীপাবলি উপলক্ষ্যে রাহুল লেখেন, ‘দীপাবলির আসল মিষ্টতা শুধু থালায় নয়, সম্পর্ক ও সম্প্রদায়ের বন্ধনে।’

রাহুলকে মিষ্টি বানানো শেখানোর পাশাপাশি এদিন তাঁকে কিছুটা অস্বস্তিতেও ফেলে দেন ঘণ্টেওয়ালার মালিক সুশান্ত জৈন। তিনি কংগ্রেস সাংসদকে বিয়ে করার পরামর্শ দেন। সুশান্ত রাহুলের উদ্দেশে যা বলেন তার মর্মার্থ, ‘সারা দেশ বলছে আপনি দেশের যোগ্যতম ব্যাচেলর। কিন্তু আপনাকে আর চিরকুমার সভার সদস্য হিসাবে দেখতে ভালো লাগছে না। আমরা সবাই রয়েছি সেই শুভদিনের অপেক্ষায়। তাছাড়া আপনি বিয়ে করলে অনুষ্ঠানে মিষ্টির বায়নাটাও তো আমরাই পাব। তাই না!’ সুশান্ত জানান, রাহুলের বাবা রাজীবও খুব ভক্ত ছিলেন ঘণ্টেওয়ালার তৈরি মিষ্টির।

হয়রানিতে আত্মঘাতী ইঞ্জিনিয়ার

বেঙ্গালুরু, ২০ অক্টোবর : ওলা ইলেক্ট্রিকের এক কর্মীর রহস্যমৃত্যু ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। গত ২৮ সেপ্টেম্বর বেঙ্গালুরুতে ওলা ইলেক্ট্রিকের ইঞ্জিনিয়ার কে অরবিন্দ (৩৮) বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেন বলে অভিযোগ। পুলিশ তাঁর ঘর থেকে ২৮ পাতার সুইসাইড নোট উদ্ধার করেছে, যেখানে তিনি সংস্থার সিইও ভবেশ আগরওয়াল এবং উচ্চপদস্থ আধিকারিক সুব্রত কুমার দাসকে মানসিক হয়রানি, অতিরিক্ত কাজের চাপ এবং বেতন বকেয়ার জন্য দায়ী করেছেন।

৬ অক্টোবর অরবিন্দের পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে ‘আত্মহত্যায় প্ররোচনা’র মামলা দায়ের করেছে পুলিশ। মৃত্যুর দু’দিন পর অরবিন্দের অ্যাকাউন্টে ১৭.৪৬ লক্ষ টাকা জমা পড়ায় সন্দেহ আরও বেড়েছে।

ওলা ইলেক্ট্রিক এক বিবৃতিতে অরবিন্দের মৃত্যুর ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করেছে এবং জানিয়েছে, মৃত কর্মী কখনও তাদের কাছে সমস্যার কথা কিংবা অভিযোগ জানাননি। সংস্থাটি হাইকোর্টে এফআইআর চ্যালেঞ্জ করেছে ও তদন্তে সহায়তা করছে।

সমুদ্রে বিমান, মৃত ২

হংকং, ২০ অক্টোবর : ফের বিমান দুর্ঘটনা। এবার হংকংয়ে। দুবাই থেকে আসা এমিরেটসের একটি পণ্যবাহী বিমান হংকং আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে নামার সময় আচমকা রানওয়ে থাকা একটি নিরাপত্তা-টহলগাড়িতে ধাক্কা মেরে পিছলে পড়ল সমুদ্রে। ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার খুব ভোরে। এই ঘটনায় দু’জন মারা গিয়েছেন। তাঁরা কিন্তু পণ্যবাহী বিমানটিতে ছিলেন না। তাঁরা ছিলেন নিরাপত্তা সংক্রান্ত টহলদারি গাড়িতে। পণ্যবাহী বিমানটিতে চারজন কর্মী ছিলেন। তাঁদের প্রত্যেককেই উদ্ধার করা হয়েছে। তাঁদের কোনও ক্ষতি হয়নি।

হংকং আন্তর্জাতিক বিমান কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, দুর্ঘটনাগ্রস্ত বোয়িং ৭৪৭ কার্গো বিমানটি (ফ্লাইট একে ৯৭৮৮) ধাক্কা মারার পর স্কিড করে সমুদ্রে পড়ে দু-টুকরো হয়ে যায়। আলাদা হয়ে গিয়েছে বিমানের নাক অর্থাৎ সামনের অংশ ও লেজের দিক। এই ঘটনার পর বিশ্বের ব্যস্ততম পণ্যবাহী হংকং বিমানবন্দরের উত্তর রানওয়ে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। চালু রয়েছে দক্ষিণ ও পশ্চিম রানওয়ে। স্থানীয় সময় অনুযায়ী, দুর্ঘটনাটি ঘটেছে ভোর ৩.৫০ মিনিটে। হংকং-এর অসামরিক বিমান চলাচল মন্ত্রক জানিয়েছে, ঘটনাটি ঘটেছে অবতরণের সময়। কর্তৃপক্ষ দুর্ঘটনার কারণে জানতে তদন্ত শুরু করেছেন।

উড়ানে রক্তাক্ত বোয়িং চালক

লস অ্যাঞ্জেলেস, ২০ অক্টোবর : ফের অঘটন ঘটল বোয়িংয়ের একটি যাত্রীবাহী বিমানে। মাঝআকাশে গোত্তা খেয়ে নিমেষে ১০ হাজার ফুট নেমে এল ৩৬ হাজার ফুট উঁচু থেকে। আচমকা আঘাতে ফেটে চৌচির বিমানের জানলা। ভাঙা কাচ ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। কাচের টুকরো ছিটকে এসে পাইলটের মুখে ও হাতে লেগে রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটে গেল ককপিটে। গত ১৬ অক্টোবর ঘটনাটি ঘটে ডেনভার থেকে লস অ্যাঞ্জেলেসগামী ইউনাইটেড এয়ারলাইন্সের বোয়িং ৭৩৭ ম্যাক্স-৮ বিমানে।

দুর্ঘটনাগ্রস্ত বিমানে ছিলেন ১৩৪ জন যাত্রী ও ছয়জন কর্মী। বিপদের মুখে বিমানটি নিরাপদে অবতরণ করে সল্টলেক সিটি বিমানবন্দরে। পরে যাত্রীদের অন্য বিমানে লস অ্যাঞ্জেলেসে পাঠানো হয় প্রায় ছয় ঘণ্টা দেরিতে।

ফেডারেল অ্যাভিয়েশন প্রশাসন (এফএএ) জানিয়েছে, ৩৬,০০০ ফুট উচ্চতায় কোনও বস্তুর বিমানে আঘাত হানা অত্যন্ত বিরল ঘটনা। বিশেষজ্ঞদের ধারণা, হয়তো মহাকাশের কোনও আবর্জনা বা ছোট উল্কাখণ্ড বিমানে আঘাত করেছিল।

ভারতের তেল আমদানি নিয়ে ক্ষোভ

কমবে না শুল্কের বোঝা, বার্তা ট্রাম্পের

ওয়াশিংটন, ২০ অক্টোবর : ঢোঁক গিললেন ডোনাল্ড ট্রাম্প! গত বৃহস্পতিবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট দাবি করেছিলেন, রাশিয়া থেকে তেল কেনা কমিয়ে দিয়েছে ভারত। খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি নাকি তাঁকে আশ্বস্ত করেছেন যে, রাশিয়া থেকে তেল আমদানি আরও কমানো হবে। পত্রপাঠ ট্রাম্পের দাবি খারিজ করে ভারতীয় বিদেশমন্ত্রক জানিয়েছে, সাম্প্রতিককালে প্রধানমন্ত্রী মোদির সঙ্গে ফোন বা অন্য কোনও মাধ্যমে কথাই হয়নি ট্রাম্পের। এমনই এক ‘অস্বস্তিকর’ পরিস্থিতিতে সোমবার ফের ভারতের বিরুদ্ধে তোপ দেগেছেন ট্রাম্প।

এয়ারফোর্স ওয়ানে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে তিনি সরাসরি ভারতকে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। আবার ভারত-পাকিস্তান সংঘর্ষ বন্ধের জন্য কৃতিত্বও দাবি করেছেন। মার্কিন নেতা জানান, ভারত রাশিয়া থেকে তেল কেনা কমানোর কথা বলেছিল। এখন দিল্লি থেকে অন্য কথা বলা হচ্ছে। ফলে ভারতের ওপর আমেরিকার শুল্কের বোঝা কমার কোনও সম্ভাবনা নেই। ট্রাম্প বলেন, ‘আমি ভারতের প্রধানমন্ত্রী মোদির সঙ্গে কথা বলেছি। তিনি বলেছেন, রাশিয়ার তেল কিনবেন না। কিন্তু যদি ওরা এটা করে, তাহলে বিশাল পরিমাণ শুল্ক দিয়ে যেতে হবে।’

ভারতকে হুঁশিয়ারি দেওয়ার পাশাপাশি ফের ভারত-পাক সংঘাত বন্ধ প্রসঙ্গে নিজের অবদানের কথা বলেছেন ট্রাম্প। তাঁর কথায়, ‘শুল্কের হুমকি ভারত ও পাকিস্তান, দু’টি পরমাণু শক্তিধর দেশকে যুদ্ধের দিকে এগিয়ে যেতে বাধা দিয়েছিল। সাতটি বিমান গুলি করে ভূপতিত করা হয়েছিল। এটা পরমাণু যুদ্ধে পরিণত হতে পারত।’ তিনি আরও বলেন, ‘পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, ডোনাল্ড ট্রাম্প লক্ষ লক্ষ জীবন বাঁচিয়েছেন। আমি ভারত ও পাকিস্তানকে প্রায় একই কথা বলেছি। যদি তোমরা যুদ্ধ করো, আমি তোমাদের সঙ্গে ব্যবসা করব না। আমরা ২০০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করব। তোমাদের পক্ষে লেনদেন করা অসম্ভব হয়ে পড়বে।’

১৭ লক্ষ থেকে শূন্য

বেজিং, ২০ অক্টোবর : চিনা পণ্যের ওপর নজিরবিহীন শুল্ক আরোপ করেছে ট্রাম্প সরকার। জবাবে আমেরিকা থেকে সয়াবিন আমদানি বন্ধ করেছে চিন। সোমবার চিনের জেনারেল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অফ কাস্টমস জানিয়েছে, গত মাসে আমেরিকা থেকে সয়াবিনের আমদানি একবছর আগের ১৭ লক্ষ মেট্রিক টন থেকে শূন্যে নেমে এসেছে। পরিবর্তে আর্জেন্টিনা, ব্রাজিলের মতো লাতিন আমেরিকার দেশগুলি থেকে আমদানি বেড়েছে। ব্রাজিল থেকে আমদানি ২৯.৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় ১১ লক্ষ টনে পৌঁছে গিয়েছে, যা চিনের মোট সয়াবিন আমদানির ৮৫ শতাংশ। আর্জেন্টিনা থেকে আমদানি ৯১.৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১০.১ লক্ষ টন হয়েছে।

ডনবাস ছাড়তে জেলেনস্কিকে আমেরিকার চাপ

ওয়াশিংটন, ২০ অক্টোবর : পাক-আফগান ও ইজরায়েল-হামাস সংঘর্ষ থামানোর পর ডোনাল্ড ট্রাম্পের নজর এখন ইউক্রেনের দিকে। সোমবার রাশিয়া, ইউক্রেন দু’পক্ষকেই যুদ্ধ বন্ধের আবেদন জানিয়েছেন তিনি। রাশিয়ার বেঁধে দেওয়া শর্ত মেনেই যে তিনি ইউক্রেন যুদ্ধে রাশ টানতে চাইছেন, তা নিয়েও ধোঁয়াশা রাখেননি ট্রাম্প। তিনি বলেন, ‘আমি যা বলছি তা হল ওদের এখনই যুদ্ধ থামানো উচিত, বাড়ি ফিরে যাওয়া উচিত, মানুষ হত্যা বন্ধ করা উচিত এবং এই ধ্বংসে ইতি টানা উচিত।’

তাহলে ইউক্রেনের অংশ ডনবাসের যেসব এলাকা রাশিয়ার দখলে রয়েছে, তার কী হবে? সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেন, ‘এটা যেমন আছে তেমনই মেনে নেওয়া হোক। এখনই এটা করা যেতে পারে। আমার মনে হয়, এখানকার ৭৮ শতাংশ জমি ইতিমধ্যে রাশিয়া দখল করে নিয়েছে। এখন যা অবস্থা রয়েছে তাকেই স্থিতাবস্থা বলে মেনে নেওয়া হোক। ওরা পরে এ ব্যাপারে আলোচনা করতে পারে।’

ডনবাসের ওপর রাশিয়ার অধিকার মেনে নিলে তিনি ইউক্রেনে সেনা অভিযানে রাশ টানতে রাজি বলে ইঙ্গিত দিয়েছেন প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি অবশ্য শুরু থেকে পুতিনের দাবি খারিজ করে দিয়েছেন। ইউক্রেন সরকারের আশঙ্কা, ডনবাস রাশিয়ার দখলে চলে গেলে পুতিনের সেনাদের জন্য কিভে পৌঁছোনোর রাস্তা খুলে যাবে। ইউক্রেনের সার্বভৌমত্ব বিপন্ন হবে।

মার্কিন সংবাদমাধ্যম সূত্রে দাবি, গত সপ্তাহে হোয়াইট হাউসে হওয়া বৈঠকে ডনবাসের দাবি ছাড়ার জন্য জেলেনস্কির ওপর চাপ প্রয়োগ করেছিলেন ট্রাম্প। মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেন, ‘ইউক্রেন যুদ্ধে হারতে চলেছে। পুতিন চাইলে আপনাদের ধ্বংস করে দিতে পারেন।’ জবাবে ইউক্রেনের মানচিত্র দেখিয়ে যুদ্ধের বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে ট্রাম্পকে বোঝানোর চেষ্টা করেন জেলেনস্কি। বিরক্ত ট্রাম্প সেই মানচিত্র দেখতে রাজি হননি। তিনি জানান, পুতিন তাঁকে বলেছেন রাশিয়া ইউক্রেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে না, সেখানে তারা বিশেষ সেনা অভিযান চালাচ্ছে।

এদিকে রাশিয়ার ওপর চাপ বাড়াতে সেখান থেকে তেল কেনা পুরোপুরি বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ইউরোপের দেশগুলি। সোমবার ইউরোপীয় কাউন্সিল এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, রাশিয়া থেকে তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস কেনা ধাপে ধাপে কমাবে ইউরোপ। ২০২৮-এর পয়লা জানুয়ারির মধ্যে এইসব খনিজের আমদানি শূন্যে নামিয়ে আনা হবে।

দীপাবলিতে গাড়ি উপহার

চণ্ডীগড়, ২০ অক্টোবর : আলোর উৎসবে আলো ঝলমল করছে কর্মীদের মুখে। তাঁরা পেয়েছেন অভিনব উপহার। হ্যাঁ, ব্র্যান্ড নিউ গাড়ি উপহার পেয়েছেন পঞ্চকুলার মিতস হেলথকেয়ারের ৫১ জন কর্মী। সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা বিশিষ্ট উদ্যোগপতি এমকে ভাটিয়া বছরের সেরা কর্মী হিসেবে দীপাবলির উৎসবে তাঁদের হাতে গাড়ির চাবি তুলে দিলেন।

এমকে ভাটিয়ার এটি তৃতীয় বছরের গাড়ি উপহার দেওয়ার ঐতিহ্য, যাকে তিনি ‘হাফ সেঞ্চুরি’ বলে উল্লেখ করে লিংকডইন ওয়েবসাইটে পোস্ট দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, ‘গত দু’বছর আমরা আমাদের সবচেয়ে নিবেদিতপ্রাণ কর্মীদের গাড়ি উপহার দিয়েছি। এবছরও তা অব্যাহত রইল।’

বানভাসি চেন্নাই

চেন্নাই, ২০ অক্টোবর : বঙ্গোপসাগরে একটি নিম্নচাপকে কেন্দ্র করে ব্যাপক বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস ছিল। সেই নিম্নচাপ শক্তি বাড়িয়ে গভীর নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে। ফলে মুষলধারায় বৃষ্টি চলছে। গত দু’দিন ধরে বিপুল বৃষ্টিতে বিধ্বস্ত চেন্নাই। সোমবারও ভারী বৃষ্টি হয়েছে শহরের বেশকিছু এলাকায়। এদিন ভেলাচারি, নেদাবক্কম, পল্লিকারানাই সহ একাধিক শহরতলি জলমগ্ন। তা সত্ত্বেও দীপাবলির উৎসব উদযাপনে কোনও খামতি দেখা যাচ্ছে না।

বছরের এই সময় ফিরতি উত্তরপূর্ব মৌসুমি বায়ুর কারণে তামিলনাড়ুর উপকূলবর্তী অঞ্চলে বৃষ্টি কোনও অস্বাভাবিক ঘটনা নয়। পরিস্থিতি মোকাবিলায় তৎপর মুখ্যমন্ত্রী স্ট্যালিন।

দেখে যা আলোর নাচন... গুয়াহাটিতে প্রদীপ জ্বালিয়ে দীপাবলি উদযাপনে কলেজ পড়ুয়ারা। সোমবার।

বালোচিস্তান

সলমনের মন্তব্যে জল্পনা

রিয়াধ, ২০ অক্টোবর : সৌদি আরবের রাজধানীতে জয় ফোরাম-২০২৫ নামে এক অনুষ্ঠানে বলিউড অভিনেতা সলমন খানের মন্তব্যে জল্পনা ছড়াল। তিনি বলেন, ‘এই মুহূর্তে আপনি যদি একটি হিন্দি ছবি তৈরি করেন এবং এখানে মুক্তি পায়, তাহলে ছবিটি সুপারহিট হবে। কারণ, অন্যান্য দেশের বহু মানুষ এখানে বাস করেন। বালোচিস্তান, আফগানিস্তান, পাকিস্তানের মানুষ আছেন। সবাই এখানে কাজ করেন।’ সলমনের মন্তব্য সমাজমাধ্যমে ঝড় তুলেছে। এক নেটিজেন তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, ‘আমি জানি না এটি হঠাৎ বলে ফেলা কথা, নাকি অন্য কিছু। তবে আশ্চর্যজনক! সলমন খান ‘বালোচিস্তানের মানুষদের’ ‘পাকিস্তানের মানুষদের’ থেকে আলাদা করেছেন।’ বিলাল বালোচ নামে একজনের পোস্ট, ‘অবশেষে সলমন খান স্বীকার করেছেন যে বালোচিস্তান পাকিস্তানের অংশ নয়। সলমন খান বলেছেন, বালোচিস্তান, আফগানিস্তান, পাকিস্তান এবং সব দেশের মানুষ।’

পিএম শ্রী প্রকল্পে কেরল

তিরুবনন্তপুরম, ২০ অক্টোবর : শিক্ষাক্ষেত্রে গৈরিকীকরণের চেষ্টা করছে মোদি সরকার! এই অভিযোগ তুলে এতদিন কেন্দ্রীয় সরকারি প্রকল্প পিএম শ্রীতে যোগ দেয়নি কেরল। কিন্তু রাজ্যের সরকারি স্কুলগুলিতে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বেতন ও পড়ুয়াদের অনুদানে টান পড়ায় শেষপর্যন্ত কেন্দ্রীয় প্রকল্পে শামিল হওয়ার সিদ্ধান্ত নিল কেরল সরকার। রবিবার রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ভি শিবনকুট্টি বলেন, ‘কেন্দ্রের কাছে আমাদের ১,৪৬৬ কোটি টাকা পাওনা রয়েছে। এটা পেলে পড়ুয়াদের অনুদান এবং শিক্ষকদের বেতন মেটানো সম্ভব হবে।

১৪৩ আসনে প্রার্থী ঘোষণা আরজেডির

রাঘোপুরে তেজস্বী ■ বিতর্কে তেজপ্রতাপ

নয়াদিল্লি ও পাটনা, ২০ অক্টোবর : রাহুল গান্ধির ‘ভোটার অধিকার যাত্রা’ ঘিরে বিরোধী শিবিরে তৈরি হয়েছিল নতুন আশা। মনে করা হচ্ছিল, বিহারের নির্বাচনি ময়দানে ‘মহাগটবন্ধন’ শাসক এনডিএ-কে বেগ দেবে। বাস্তবে ছবিটা সম্পূর্ণ উলটো। ভোটের মুখে বিরোধী জোটের মধ্যেই দেখা দিয়েছে ফাটল। সেই ফাটলকে চওড়া করেছে রাষ্ট্রীয় জনতা দলের (আরজেডি) সর্বশেষ সিদ্ধান্ত।

সোমবার সকালে দ্বিতীয় দফার মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ দিনে ১৪৩টি আসনে নিজেদের প্রার্থীতালিকা প্রকাশ করেছে তেজস্বী যাদবের আরজেডি। বৈশালী জেলার রাঘোপুর থেকে ফের লড়বেন তেজস্বী। গত বিধানসভা নির্বাচনে আরজেডি লড়েছিল ১৪৪টি আসনে, এবার তা একটি কমেছে।

তবে তালিকা ঘোষণার মুহূর্তেই স্পষ্ট ‘মহাগটবন্ধন’-এ ঐক্যের চেয়ে বিভাজনই যেন বেশি প্রকট। আরজেডি-কংগ্রেস, দুই শরিক একাধিক আসনে মুখোমুখি। বৈশালী, লালগঞ্জ, কাহালগাঁও ও ওয়ারসালীগঞ্জ এই চার কেন্দ্রে দু’দলই প্রার্থী দিয়েছে। এমনকি প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি রাজেশকুমার রামের আসন কুটুম্বাতে প্রার্থী দিয়েছে তেজস্বীর দল। বিকাশশীল ইনসান পার্টি-র প্রধান মুকেশ সাহনীর তারাপুর কেন্দ্রেও প্রার্থী দাঁড় করিয়েছে আরজেডি।

অন্যদিকে কংগ্রেসও নেই। কাহালগাঁও আসনে তাদের ভরসা প্রবীণ কুশওয়াহা। এই আসনটি আরজেডি-কংগ্রেস জোটের মধ্যে অন্যতম বিতর্কিত কেন্দ্র হিসেবে বিবেচিত। সিকান্দ্রা আসনে সুযোগ পেয়েছেন বিনোদ চৌধুরী। কংগ্রেসের প্রথম প্রার্থীতালিকা প্রকাশিত হয়েছিল ১৭ অক্টোবর, যেখানে ৪৮টি নাম ছিল। পরে এক, পাঁচ ও ছয় জন প্রার্থীর আরও তিনটি তালিকা প্রকাশ করা হয়। সর্বশেষ সুপৌলের নাম যুক্ত হওয়ায় এখনও পর্যন্ত কংগ্রেসের ঘোষিত প্রার্থীর মোট সংখ্যা ৬১। তবে কংগ্রেস-আরজেডির টানাপোড়েনের মধ্যে বিরোধী জোটকে কিছুটা স্বস্তি দিয়েছে ঝাড়খণ্ডের শাসক দল জেএমএম। সোমবার এক বিবৃতিতে দলের তরফে বিহার বিধানসভা নির্বাচনে প্রার্থী না দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে।

ভোটের অঙ্ক

- ১৪৩টি আসনে প্রার্থী ঘোষণা করেছে আরজেডি
- কংগ্রেসের ঘোষিত প্রার্থীর মোট সংখ্যা ৬১
- বিধানসভা নির্বাচনে না লড়ার সিদ্ধান্ত জেএমএমের

এদিকে বিতর্কে জড়িয়েছেন আরজেডি সুপ্রিমো লালুপ্রসাদ যাদবের বড় ছেলে তেজপ্রতাপ যাদব। আরজেডি থেকে বহিষ্কৃত তেজপ্রতাপ এবার জনশক্তি জনতা দল তৈরি করে বিধানসভা নির্বাচনে লড়াই করছেন। লালুর বড়ছেলে প্রার্থী হয়েছেন মহুয়া বিধানসভা কেন্দ্রে। ১৬ অক্টোবর কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে মনোনয়নপত্র জমা দিতে গিয়ে বিতর্কে জড়িয়েছেন তিনি। ভাইরাল ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, মিছিলের একটি গাড়িতে পুলিশের লোগো লাগানো রয়েছে। বিহার পুলিশ জানিয়েছে, ওই লোগোর সঙ্গে তাদের সম্পর্ক নেই। এরপরেই তেজপ্রতাপের বিরুদ্ধে নির্বাচনি আচরণবিধি ভঙ্গের অভিযোগে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, আসনরফা নিয়ে অচলাবস্থা ‘মহাগটবন্ধন’-এর ঐক্যের ভিতরে থাকা অস্বস্তিকেই সামনে এনে দিয়েছে। আরজেডির প্রার্থীতালিকা থেকে স্পষ্ট, তেজস্বীরা আবারও ভরসা রাখছেন মুসলিম-যাদব ভোটের ওপর। ১৪৩ জন প্রার্থীর মধ্যে ৫০ জন এই দুই সম্প্রদায়ের। মহিলা প্রার্থী রয়েছেন ২৩ জন। সিওয়ানের রঘুনাথপুরে প্রাক্তন আরজেডি সাংসদ মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিনের পুত্রকে টিকিট দিয়েছে দল। তালিকার আলোচিত কেন্দ্র মহুয়া, যেখানে আরজেডির প্রার্থী মুকেশ রৌশন লড়বেন দলেরই প্রাক্তন নেতা এবং তেজস্বীর দাদা তেজপ্রতাপ যাদবের বিরুদ্ধে। বিহারিগঞ্জে রেণু কুশওয়াহা, ওয়ারসালীগঞ্জে অনীতা দেবী মাহতো, হাসনপুরে মালা পুষ্পম, ইমামগঞ্জে ঋতু প্রিয়া চৌধুরী আরজেডির প্রার্থীতালিকায় গুরুত্বপূর্ণ মুখ।

পর্যবেক্ষকরা মনে করছেন, রাহুল গান্ধির যাত্রা হয়তো মহাগটবন্ধনের মনোবল কিছুটা বাড়িয়েছিল। কিন্তু তেজস্বীর এই একক সিদ্ধান্ত সেই ঐক্যের মুখে প্রশ্নচিহ্ন এঁকে দিয়েছে। নেতৃত্বের দ্বন্দ্ব ও আসনরফার অনিশ্চয়তায় এখন বিরোধী জোটের চিত্র ক্রমেই ধোঁয়াশাচ্ছন্ন, যা শেষপর্যন্ত সুবিধা এনে দিতে পারে শাসক এনডিএ-র হাতে বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

জল জীবন মিশনে দুর্নীতি

নবনীতা মণ্ডল

রাজ্যগুলিকে সতর্কবার্তা কেন্দ্রের

নয়াদিল্লি, ২০ অক্টোবর : বিহার বিধানসভা নির্বাচনের ঠিক আগেই নীতীশ সরকারের বিরুদ্ধে ‘হর ঘর জল’ প্রকল্পে ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। খোদ কেন্দ্রেরই অভিযোগ, বাস্তবে রাজ্যের বহু জল প্রকল্পের অস্তিত্বই নেই। কেন্দ্র সেবিষয়ে তদন্তও শুরু করেছে। সেপ্টেম্বরে মণিপুরেও এই প্রকল্পের দুর্নীতি নিয়ে অশান্তি হয়, বিষয়টি আদালতেও গড়িয়েছে।

বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহের লক্ষ্যে ‘জল জীবন মিশন’ নিয়ে বাড়ছে বিতর্ক। সরকারি তদারকির পর প্রকল্পে বিপুল আর্থিক অনিয়ম, খরচের অতিরিক্ত দেখানো ও নিম্নমানের কাজের অভিযোগে উদ্বিগ্ন কেন্দ্র। এরপরই নতুন করে নির্দেশ জারি করেছে জলশক্তিমন্ত্রক। সব রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলকে জানানো হয়েছে, প্রকল্পে যুক্ত এমন সমস্ত ঠিকাদার ও সংস্থার বিস্তারিত তথ্য জমা দিতে হবে যাদের বিরুদ্ধে জরিমানা, ব্ল্যাক লিস্টিং বা অর্থ পুনরুদ্ধারের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এবছরেই প্রকল্পের কাজ শেষ হওয়ার কথা। কিন্তু অধিকাংশ রাজ্য লক্ষ্যমাত্রার কাছাকাছি পৌঁছোতে পারেনি। তাই মেয়াদ বাড়িয়ে ২০২৮ করা হয়েছে। জল সরবরাহ মন্ত্রকের আর্জি মেনে অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ করেছেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন।

গত সপ্তাহে দিল্লিতে এক বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়, দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্ত মন্ত্রী, অফিসার ও ঠিকাদারদের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করতে হবে। মন্ত্রীদের ক্ষেত্রে তদন্তের দায়িত্ব রাজ্যের লোকায়ুক্তের হাতে দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ রাজ্য সরকারের দুর্নীতি-তদন্ত সংস্থার হাতে তুলে দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছে কেন্দ্র। নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, প্রকল্প-সংক্রান্ত সব অনিয়মের বিশদ তথ্য পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট আকারে জমা দিতে হবে। সেইসঙ্গে রাজ্যগুলিকে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল দপ্তরের সেইসব কর্মকর্তার নামও দিতে বলা হয়েছে, যাঁদের বিরুদ্ধে অনিয়ম বা নিম্নমানের কাজের অভিযোগে বরখাস্ত, স্থগিতাদেশ, চাকরি থেকে অপসারণ বা এফআইআর দায়ের হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে যেখানে একশো দিনের কাজ ও আবাস যোজনায় দুর্নীতির অভিযোগ তুলেছে কেন্দ্র, সেখানে আপাতত জল জীবন মিশনে বড় ধরনের অনিয়মের তালিকায় রাজ্যের নাম নেই।

ব্যয় নিয়ন্ত্রণের স্বার্থে কেন্দ্রীয় ব্যয়সচিব প্রকল্পের বরাদ্দ প্রায় ৪০ শতাংশ কমিয়ে দেন। কারণ হিসেবে বলা হয়, বহু রাজ্যে অতিরিক্ত খরচ দেখানোর ঘটনা ধরা পড়েছে। এরপর ক্যাবিনেট সচিবের বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়, প্রতিটি রাজ্যে নজরদারি টিম পাঠিয়ে প্রকল্পের আর্থিক ও বাস্তব অবস্থা খতিয়ে দেখা হবে। জলশক্তিমন্ত্রক সব রাজ্যকেই সতর্ক করেছে এবং অনিয়মে যুক্ত কর্মকর্তা, ঠিকাদার ও সংস্থাগুলির বিরুদ্ধে গোয়েন্দা তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে।

বাঁকেবিহারীতে গুপ্তকক্ষের ধন

লখনউ, ২০ অক্টোবর : ধনতেরাসে ধনবর্ষণ। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে রবিবার মথুরার বাঁকেবিহারী মন্দিরের তোষাখানায় সিল করা কক্ষগুলিতে সমীক্ষা চালিয়ে একটি কক্ষ থেকে মিলল সোনা ও রুপোর বার, দামি পাথর সহ বহু মূল্যবান সামগ্রী। মন্দিরের পুরোহিতরা জানিয়েছেন, একটি সিল করা লম্বা বাক্স খুলে যে সমস্ত জিনিস পাওয়া গিয়েছে, তার মধ্যে রয়েছে গুলাল(রং)লাগানো ৩-৪ ফুট লম্বা একটি সোনার বার, তিনটি রুপোর বাট, লাল ও সবুজ রঙের দামি রত্নরাজি, প্রাচীন মুদ্রা ও বিভিন্ন ধাতুর বাসন। অনুমান করা হয়, ভগবান কৃষ্ণ তথা ঠাকুরজি এই সমস্ত বাসনপত্র ব্যবহার করতেন। বহু বাক্স এখনও খোলা সম্ভব হয়নি। যদিও স্থানীয় প্রশাসন উদ্ধার হওয়া সামগ্রীগুলিকে সোনা কিংবা রুপো বলে উল্লেখ না করে হলুদ ধাতু (সোনার বদলে) ও সাদা ধাতু (রুপোর বদলে) হিসেবে নথিবদ্ধ করেছে। ময়ূর-আকৃতির পান্নার হার বা রত্নখচিত কলসের মতো বিরল বস্তু খুঁজে পাওয়া যায়নি। তাতে পুরোহিতরা কিছুটা হতাশ হয়েছেন।

তোষাখানার সম্পত্তি

সূত্রের খবর, যে বিষয়টি ভাবাচ্ছে তা হল তোষাখানায় বহু সম্পত্তির নথি মেলেনি। ইতিহাসবিদদের দাবি, মন্দিরটি ১৯ শতকের। বহু রাজপরিবারের পক্ষ থেকে এখানে বহু মূল্যবান সামগ্রী দান করা হয়েছে। সেই সমস্ত উপহারের নথি থাকার কথা। তোষাখানা ৫৪ বছর ধরে বন্ধ ছিল। শীর্ষ আদালত নিযুক্ত কমিটির নির্দেশে তা খোলা হয়েছে। কমিটির সদস্য সংখ্যা ১২। শীর্ষে রয়েছেন এলাহাবাদ হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি অশোক কুমার। কমিটির অন্যতম সদস্য দীনেশ গোস্বামী জানিয়েছেন, ‘যে সমস্ত জিনিস পাওয়া গিয়েছে বলে জানানো হচ্ছে, তা সবই ঠাকুরজির ব্যবহারের উদ্দেশে দান করা হয়েছিল। মন্দিরে যে নগদ অর্থ উৎসর্গ করা হয় তা ব্যাংকে জমা থাকে।’ দীনেশ গোস্বামী এও জানিয়েছেন, তোষাখানায় পাওয়া জিনিসপত্রের একটি তালিকা তৈরি করা হয়েছে। পুরো প্রক্রিয়াটির ভিডিও-ও করা হয়েছে।

মন্দিরের গর্ভগৃহ সংলগ্ন তোষাখানাটি শেষ খোলা হয় ১৯৭১ সালে।

উৎসবের আলোয় ধোঁয়াও ...

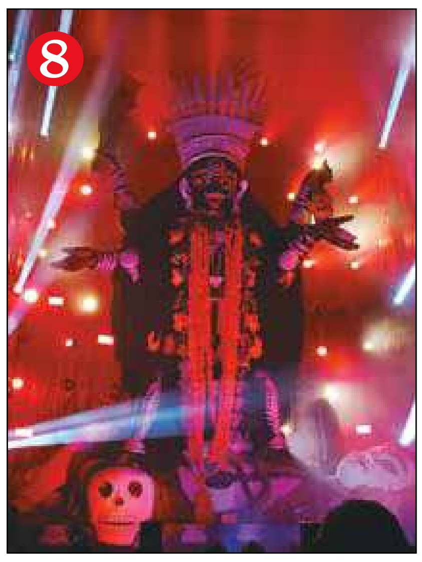

১) আমরা সবাই সূর্য সেন স্পোর্টিং ক্লাবে দর্শনার্থীদের ভিড়

২) শিলিগুড়ির রাস্তা বাজির ধোঁয়ায় অন্ধকার

৩) প্রতিমা ও মণ্ডপ দেখতে তরুণ সংঘে দর্শনার্থীদের ঢল

৪) সুভাষপল্লি টিএসির প্রতিমা

৫) শিলিগুড়ি বাগরাকোটের রাজা রামমোহন স্পোর্টিং ক্লাবের পুজো।

ছবিগুলি তুলেছেন সূত্রধর, সুশান্ত পাল, সায়ন চট্টোপাধ্যায়, সঞ্জীব সূত্রধর ও বাপ্পা রাহা।

থিম সতীপীঠ, পুজো যেন মিলনমেলা

সাগর বাগচী ও পারমিতা রায়

শিলিগুড়ি, ২০ অক্টোবর : কোথাও স্বপ্নাদেশের জেরে থিম আর কোথাও নিখাদ আড্ডার টান। কালীপুজোকে কেন্দ্র করে শিলিগুড়ির দুই প্রান্তে এমনই দুই ছবি।

তিনি সতীপীঠে বসে পুজো করছেন মাস দেড়েক আগে মন্দিরের পুরোহিত স্বপ্নে দেখেছিলেন। সেই স্বপ্নের কথা তিনি মন্দির কমিটির সদস্যদের জানান। কী করে মা কালীর পুজোর পাশাপাশি সতীপীঠের বিভিন্ন রূপের পুজো করা যায় তা নিয়ে আলোচনা হয়। এরপরই ঠিক হয় কালীপুজোর দিনই সতীপীঠের বিভিন্ন রূপের পুজো হবে। সেই কথা মাথায় রেখে শিলিগুড়ির ৩২ নম্বর ওয়ার্ডের সুকান্তপল্লি কালী মন্দির কমিটি প্রথমবারের জন্য থিমপুজো করছে। সোমবার এখানে মায়ের প্রতিটি রূপের পুজো হয়। অন্যদিকে, শিলিগুড়ি হকার্স কর্নারের কালীপুজো শহরের প্রবীণ ব্যবসায়ীদের কাছে মিলনমেলা হিসেবেই পরিচিত। ১৯৮২ সাল থেকে শিলিগুড়ির হকার্স কর্নার ব্যবসায়ী সমিতির উদ্যোগে এই পুজো শুরু হয়। সোমবার পুজোর দিন বাজারের প্রায় ৪০ জন প্রবীণ ব্যবসায়ীকে সংবর্ধনা জানানো হয়।

সুকান্তপল্লি কালী মন্দিরে গোটা বছর নিষ্ঠার সঙ্গে পুজো হয়। মন্দিরের পুরোহিত রাজীব ভট্টাচার্য বেশ কয়েক বছর ধরে ওই মন্দিরে পুজো করছেন। সতীপীঠের মাঝে বসে পুজো করছেন বলে তিনি স্বপ্ন দেখেন। নিজের স্বপ্ন শেষপর্যন্ত 'সফল' হওয়ায় তিনি খুব খুশি। মন্দির কমিটির সভাপতি তথা ওয়ার্ড কাউন্সিলার তাপস চট্টোপাধ্যায় বললেন, 'পুরোহিতের স্বপ্নাদেশের জন্য এবার ১৩ পীঠের পুজো হচ্ছে।' সেই পুজো দেখে অম্বিকানগরের বাসিন্দা সৌরভ সরকার, তুষার দাসরা এদিন আনন্দে ভাসলেন।

অন্যদিকে, হকার্স কর্নারের কালীপুজোকে কেন্দ্র করে সবাই মিলে সমবেত হয়ে প্রবীণ ব্যবসায়ী তরুণ সাহা, প্রদীপ রায়ের মতো অনেকেই তাঁদের খুশি প্রকাশ করেছেন। তরুণ বললেন, 'বয়সের কারণে আজকাল দোকানে খুব একটা আসা হয় না। ছেলেই এখন দোকান সামলায়। তবে পুজোর দিনগুলিতে এসে সব পুরোনো বন্ধুদের সঙ্গে পেয়ে এত আনন্দ হয় যে সে কথা সহজে বুঝিয়ে বলা যাবে না।'

ভ্যাটের হাল খারাপ, আবর্জনা ছড়াচ্ছে রাস্তায়

শিলিগুড়ি, ২০ অক্টোবর : শহরে আবর্জনা ফেলার জন্য বিভিন্ন জায়গায় বসানো রয়েছে ভ্যাট। তবে বেশিরভাগ জায়গাতেই বেহাল হয়ে রয়েছে এই ভ্যাটগুলি। বেশিরভাগ ভ্যাটের নীচের অংশটি ক্ষয়ে যাওয়ায় সেখান থেকে আবর্জনা রাস্তায় ছড়িয়ে পড়েছে। শহরের সেবক রোড থেকে শুরু করে চম্পাসারি, প্রধাননগরে এমনই অনেক ভ্যাটের বেহাল দশা। ভ্যাটের ভাঙা অংশ থেকে আবর্জনা বের করে রাস্তার ছড়িয়ে দিচ্ছে গবাদিপশুরা। নতুন করে ভ্যাট বসানো বা পুরোনো ভ্যাটের ভেঙে যাওয়া অংশ সারানোর দাবি জানাচ্ছেন এলাকার বাসিন্দারা।

কোথায় সমস্যা

- শহরের সেবক রোড থেকে শুরু করে চম্পাসারি, প্রধাননগরে এমনই অনেক ভ্যাটের বেহাল দশা
- ভ্যাটের ভাঙা অংশ থেকে আবর্জনা বের করে রাস্তায় ছড়িয়ে দিচ্ছে গবাদিপশুরা

শিলিগুড়ির শহরে নোংরা পরিষ্কারের জন্য রাখা এই ভ্যাটগুলিই যেন এখন আবর্জনা ছড়ানোর কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। জনতানগরের বাসিন্দা অর্জুন সরকারের কথায়, 'সেবক রোডে থাকা একটি ভ্যাটের এত খারাপ পরিস্থিতি যে, সেটির সামনে দিয়ে যেতে ইচ্ছে করে না।' সেবক রোডে থাকা আর একটি ভ্যাট দেখিয়ে রেবা সরকার বলছিলেন, 'দেখছেন ভ্যাটের কেমন দশা? ভ্যাটটি নীচে ও ওপরে ভেঙে রয়েছে। আবর্জনা সব বাইরে পড়ছে।' চম্পাসারি সংলগ্ন একটি ভ্যাটের হাল নিয়ে স্থানীয় বাসিন্দা সবিতা কুণ্ডু বলছিলেন, 'আমরা চাই ভ্যাটটি দ্রুত পরিবর্তন করা হোক। যে কারণে ভ্যাটটি রাখা হয়েছে সেটির উদ্দেশ্য পূরণ না হলে এটি রাখার কোনও মানে নেই।'

পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার বলছেন, 'আমরা এখন বাড়ি থেকে আবর্জনা সংগ্রহ করে সেগুলি ডাম্পিং গ্রাউন্ডে ফেলছি। গোটা শহরেই এই নিয়মে কাজ হচ্ছে। তাই ভ্যাটের খুব একটা দরকার পড়ছে না। আর যে জায়গাগুলিতে এই নিয়মে কাজ শুরু হয়নি শুধু সেখানেই ভ্যাট রয়েছে। তবে আশা রাখছি খুব দ্রুত শহরের কোথাও আর ভ্যাট থাকবে না।'

আবাসনে আগুন

শিলিগুড়ি, ২০ অক্টোবর : সোমবার ৪০ নম্বর ওয়ার্ডের একটি আবাসনে শর্টসার্কিট থেকে আগুন ছড়িয়ে যায়। এদিন ওই আবাসনের নীচের তলায় মিটার বক্সে শর্টসার্কিট হওয়ার ফলে আগুন লেগে যায়। এরপর দমকলে খবর দেওয়া হয়। দমকলকর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসেন। ঘটনায় বড় কোনও ক্ষয়ক্ষতি হয়নি।

থানায় উৎসব, পুজোয় পুলিশ

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২০ অক্টোবর : আর পাঁচটি দিনের মতো নিজের চেম্বারে বসে বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আসা সাধারণ মানুষের কথা শুনছিলেন প্রধাননগর থানার আইসি বাসুদেব সরকার। এরই মাঝে এক পুলিশকর্মীর কাছে জানতে চাইলেন, 'বয়স্ক মানুষজন সবাই এসেছেন তো?' উত্তরে স্মিত হাসি তাঁর মুখে। বাইরে তখন কালীপুজোর মণ্ডপ তৈরির শেষমুহূর্তের প্রস্তুতি। বস্ত্র বিতরণকে কেন্দ্র করে থানায় ভিড় বয়স্ক মহিলাদের। মাটিগাড়া থানায় আবার সকালে আয়োজিত অঙ্কন প্রতিযোগিতায় খুদেদের ভিড়। এলাকার বিভিন্ন চত্বরে রাউন্ড দিয়ে থানায় এসেই কাগজে রংতুলির টান দিলেন আইসি অরিন্দম ভট্টাচার্য। শিলিগুড়িতে থানাতেও সকাল থেকেই সাজোসাজো রব। এলাকায় রাউন্ড দিয়ে থানায় এসে মণ্ডপের শেষমুহূর্তের প্রস্তুতি দেখছিলেন আইসি প্রসেনজিৎ বিশ্বাস। ভোগপ্রসাদের প্রস্তুতির খবর নিতে দেখা গিয়েছে ভক্তিনগর থানার আইসি অমিত অধিকারীকে। তিনি বলছিলেন, 'ভক্তিনগর থানায় এবার আমার দ্বিতীয় পুজো। আবেগে জড়িয়ে যাচ্ছি।'

দীপাবলিকে কেন্দ্র করে গোটা শহর আলোকময়। আলোর রোশনাইয়ে সেজে উঠেছে বিভিন্ন পুজোমণ্ডপ। আর এই রোশনাই থেকে বাদ নেই শহরের থানাগুলিও। গত কয়েকদিনের প্রস্তুতি শেষে সোমবার প্রত্যেকটি থানা হয়ে উঠেছে দেবীর মন্দির। যে হাতে অপরাধী ধরে, সেই হাতে এদিন উঠেছে পুজোর অর্ঘ্য। কালীপুজোকে কেন্দ্র করে পুলিশ-সাধারণ মানুষের মেলবন্ধন। এদিন সকালে অঙ্কন প্রতিযোগিতার পর দুপুরে প্রবীণদের পুজো পরিক্রমায় নিয়ে গিয়েছিল মাটিগাড়া থানা। এলাকায় নিয়মশৃঙ্খলার ওপর নজরদারির পাশাপাশি গীতি আলেখ্যর-ও প্রস্তুতি নিচ্ছেন মাটিগাড়া থানার আইসি। আইসি অরিন্দম বলছিলেন, 'মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ধুনুচি নাচ সহ বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন হবে। বুধবার আমার এক ঘণ্টার গীতি আলেখ্য আছে।' গীতি আলেখ্যকে কেন্দ্র করে মাটিগাড়া থানার আইসি যখন চর্চায়, তখন প্রধাননগর থানার আইসি বাসুদেব উৎসাহের সঙ্গে বিশেষ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের কথা বলছিলেন। তিনি বলেন, 'পুজোকে কেন্দ্র করে গত বছরও আমরা বিশেষ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলাম। বুধবার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের জন্য রিয়েলিটি শো'র এক প্রতিযোগীকে নিয়ে আসা হচ্ছে।' পুলিশকর্মীদের নিয়েই ভক্তিনগর থানায় মঙ্গলবার সন্ধ্যায় বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হচ্ছে। এসবের মধ্যে খিচুড়ি বিতরণ হবে না, এমনটা তো হয় না। শিলিগুড়ি থানার আইসি প্রসেনজিৎ বলছিলেন, 'সবমিলিয়ে সাতশো মানুষের ভোগপ্রসাদের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। মঙ্গলবার ভোর থেকেই ভোগপ্রসাদ বিতরণ করা হবে।'

আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতিতে নজরদারি? প্রধাননগর থানার আইসি বললেন, শীর্ষকর্তাদের নির্দেশমতো পুজোর পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন কেসের তদন্তে ঘটনাস্থলে যাওয়া, অপরাধীদের গ্রেপ্তার, সবকিছুই হচ্ছে।' মাটিগাড়া থানার আইসি'র কথায়, 'ওটা আমাদের মূল কর্তব্য।'

পুলিশের কথা

ভক্তিনগর থানায় এবার আমার দ্বিতীয় পুজো। আবেগে জড়িয়ে যাচ্ছি।

– অমিত অধিকারী
আইসি, ভক্তিনগর থানা

মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ধুনুচি নাচ সহ বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন হবে। বুধবার আমার এক ঘণ্টার গীতি আলেখ্য আছে।

– অরিন্দম ভট্টাচার্য
আইসি, মাটিগাড়া থানা

সবমিলিয়ে সাতশো মানুষের ভোগপ্রসাদের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। মঙ্গলবার ভোর থেকেই ভোগপ্রসাদ বিতরণ করা হবে।

– প্রসেনজিৎ বিশ্বাস আইসি, শিলিগুড়ি থানা

রাস্তায় গাড়ি আর গ্যারাজে দোকান

শিলিগুড়ি, ২০ অক্টোবর : আলো চৌধুরী মোড় থেকে দেশবন্ধুপাড়ার দিকে এগিয়ে যাওয়ার সময়ই চোখে পড়ল, আর্য সমিতির সামনে রাস্তার বাঁদিকে পরপর তিনটি চারচাকার গাড়ি দাঁড় করানো। যার মধ্যে দুটি গাড়ি আবার প্লাস্টিক দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে। দেখেই বোঝা যায়, গাড়িগুলো বেশ কয়েকদিন ধরেই রাস্তার ওপর দাঁড় করিয়ে রাখা। স্বাভাবিকভাবেই রাস্তার পাশে গাড়ি দাঁড় করিয়ে রাখায় যাতায়াতের পথ সংকুচিত হয়ে গিয়েছে অনেকটাই। ওই গাড়িগুলোকে পাশ কাটিয়ে আরেকটি গাড়ি এগোতে গিয়েই থমকে গেল, কারণ অপরদিক থেকে তখন আরেকটি গাড়ি এসে পড়েছে। ফলে কিছুক্ষণের জন্য হলেও সেখানে একটা ছোটখাটো যানজট তৈরি হয়ে গেল।

কিন্তু প্রশ্ন হল, পাড়ার রাস্তা কি আদৌ গাড়ি রাখার জায়গা? নাকি গ্যারাজ ভাড়া বাঁচাতেই রাস্তার ওপর গাড়ি পার্ক করে রাখা হচ্ছে? শুধু দেশবন্ধুপাড়াই নয়, শহরের পাড়ায় পাড়ায় ছবিটা প্রায় একইরকম। বাবুপাড়া, মিলনপল্লি, শক্তিগড়, খালপাড়া, সুভাষপল্লি, হায়দরপাড়া, আশ্রমপাড়া, পাঞ্জাবিপাড়া সহ শহরের বিভিন্ন এলাকাতেই এভাবে রাস্তার ওপর গাড়ি দাঁড় করিয়ে রাখা চলছে। শহরের রাস্তায় এমনিতেই দিনের পর দিন যানজট বাড়ছে। তার ওপর এভাবে রাস্তার ওপর গাড়ি পার্কিংয়ের জন্য সমস্যায় পড়ছেন রোজকার পথচারীরা। দেশবন্ধুপাড়ার বাসিন্দা সুভাষ চক্রবর্তীর কথায়, 'স্কুলগুলো ছুটির পর যখন একের পর এক বাস ঢুকতে থাকে তখন সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়তে হয়। প্রায়শই বাসগুলো ঢুকতে ও বেরোতে সমস্যা হয়। তার পাশ দিয়ে বাইক বা অন্য গাড়ি তো যেতেই পারে না, এমনকি হেঁটে যাওয়াও দুষ্কর হয়ে যায়।'

বড় শহরগুলিতে রাস্তায় গাড়ি পার্কিংয়ের বিরুদ্ধে কড়া আইন রয়েছে। গ্যারাজের বদলে রাস্তায় গাড়ি রাখলে মোটা টাকা জরিমানা করা হয়। কিন্তু শিলিগুড়ি শহরে তেমন কোনও নিয়ম নেই। অনেক সময় প্রতিবেশীদের আপত্তি সত্ত্বেও গাড়ির মালিকরা রাস্তায় গাড়ি রেখে, গোসা ঘরে খিল দেন। যা নিয়ে অতীতে পুর এলাকায় একাধিক বিবাদের ঘটনাও ঘটেছে। পথচারীরা ছাড়াও, রাস্তার পাশে এভাবে গাড়ি দাঁড় করিয়ে রাখায় রাস্তার পাশের জমা জঞ্জাল ও নর্দমা পরিষ্কার করার কাজেও সমস্যায় পড়েন পুরকর্মীরা। হায়দরপাড়ার বাসিন্দা অজয় দাশগুপ্ত বলেন, 'যাঁদের গ্যারাজ নেই তাঁরা ভাড়া বাঁচানোর জন্য রাস্তার ওপর গাড়ি রেখে চলে যাচ্ছেন। আমার বাড়ির সামনে এক ব্যক্তি গাড়ি রাখতেন। আপত্তি করায় তিনি অন্যত্র গ্যারাজ ভাড়া করে গাড়ি সরান। অনেকে আবার নিজের গ্যারাজ ভাড়া দিয়ে নিজেদের গাড়ি রাস্তার ওপর রেখে দেন।'

এবিষয়ে শিলিগুড়ি পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার বলেন, 'বাম আমলের পুর বোর্ড থাকার সময় শহরে দেদারে গ্যারাজ বিক্রি হয়েছে। এখন যেগুলি একেকটা দোকান হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই গাড়ির মালিকরা গাড়ি রাস্তাতেই রাখছেন। এতে অবশ্যই যানজট বাড়ছে। একদিনে এটা বন্ধ হওয়ার নয়। আগামীদিনে শিলিগুড়ি পুরনিগম অবশ্যই যথাযথ পদক্ষেপ করবে।'

রাস্তায় গাড়ি পার্কিং দেশবন্ধুপাড়ায়। -সংবাদচিত্র

দীপাবলিতে একসময় ঘর মোছা, নতুন রং, আর সারি সারি প্রদীপের আয়োজন হত। এখন তার ধরন বদলেছে। আজকের প্রজন্মের কাছে দীপাবলি শুধু উৎসব নয়, একটা মুড, একটা ভাইব।

ঘরে সোশ্যাল মিডিয়ার আলো

পারমিতা রায়

শিলিগুড়ি, ২০ অক্টোবর : সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে দীপাবলি মানেই এখন নতুন ট্রেন্ড। ইনস্টাগ্রাম, ফেসবুক, পিন্টারেস্ট, ইউটিউব খুললেই দেখা যায় একেকটা ঘর যেন আলোয় ভেসে যাচ্ছে। কে কোথায় কীভাবে সাজাল, কোন রংয়ের আলোর ব্যবহার করল, সবাই এখন নিজের মতো করে তৈরি করছে পারফেক্ট ফেসটিভ কর্নার। দীপাবলি মানে একসময় ছিল ঘর মোছা, নতুন রং, আর সারি সারি প্রদীপ। এখনও সেই আলো আছে, সেই আনন্দও আছে, কিন্তু তার ধরন বদলেছে। আজকের প্রজন্মের কাছে দীপাবলি শুধু উৎসব নয়, একটা মুড একটা ভাইব।

'এই কোণটায় ফেয়ারি লাইট দে না, পিছনে প্রদীপ রাখলে আলোটা সুন্দর পড়বে।' রবিবার সকালে ঘরের বারান্দায় মোবাইল ট্রাইপড বসিয়ে নিজের মতো করে দীপাবলির সেটআপ বানাচ্ছেন কলেজ পড়ুয়া সায়ন্তিকা ও তাঁর বোন সুস্মিতা সরকার। ফোনের ক্যামেরায় ঠিকঠাক ফ্রেম ধরা পড়লেই এক ক্লিক, তারপর সঙ্গে সঙ্গে ইনস্টাগ্রামে আপলোড, ক্যাপশন, 'দেওয়ালি মুড, মাই কর্নার অফ লাইট।' দীপাবলির আগে সোশ্যাল মিডিয়া ভরে উঠছে ঘর সাজানোর রিল, ফেসটিভ ব্লগ আর অ্যাসথেটিক ফোটো দিয়ে। আগে যেখানে দীপাবলির আলো মানে ছিল প্রদীপ, রঙিন মোমবাতি, ঘরের রং করা এখন এর ধরন অনেকটাই পালটেছে। কেউ ন্যূনতম সাজসজ্জায় বিশ্বাসী, কেউ আবার সাজাচ্ছেন ঘর, আবার কেউ কেউ নিজের হাতে বানানো সাধারণ জিনিসকেই রংতুলির সাহায্যে অসাধারণ করে তুলছেন। আর এই সব কিছুর ছবি বা ভিডিও তুলে তা পোস্ট করাটা মাস্ট। এ যেন এক অলিখিত প্রতিযোগিতা যে কার ঘর, বারান্দা, ড্রয়িংরুম কতটা অ্যাসথেটিক। দুর্গাপুজো থেকে শুরু করে কালীপুজো সবেতেই নিজের ঘরের অ্যাসথেটিক সাজসজ্জার ছবি ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করেছেন নবনীতা পাল। নবনীতা বলছিলেন, 'আগে ঘর সাজাতাম এখন সাজাই নিজের মন ভালো করার জন্য। আর সোশ্যাল মিডিয়াতে যখন অনেকেই প্রশংসা করে, ভালোই লাগে। নতুন কিছু করার ইচ্ছা হয়।' বাড়িতে তেমন বড় আয়োজন হয় না তবে ঘরে রাঙ্গোলি, ফুলের বাহারে সাজাতে ভালোবাসেন গৃহবধূ রিয়া দে। বলছিলেন, 'বাড়িতে তেমন কিছু আয়োজন হয় না তবে আমার ঘর সাজাতে ভালো লাগে। হাতের ছোঁয়া দিয়ে যখন ঘরটাকে সাজাই মন ভালো হয়ে যায়।'

বন্ধুদের গ্রুপও আছে যেখানে তাঁরা নিজেদের করা সাজসজ্জার ছবি পোস্ট করছেন। আবার অনেককেই বলতে শোনা যায় 'ইনস্টাগ্রামে সাজসজ্জা দেখে ইচ্ছে হল ঘরটা সাজানোর। তাই একটু অ্যাসথেটিকভাবে সাজাচ্ছি।' সোশ্যাল মিডিয়ার রঙিন ফ্রেম থেকেই যেন জন্ম নিচ্ছে বাস্তব জীবনের আলো।

গয়না চুরি, অভিযুক্ত ৩

ইসলামপুর, ২০ অক্টোবর : টোটোয় যাত্রী সেজে এক মহিলার ব্যাগ থেকে সোনার গয়না চুরি করেছে বলে তিন মহিলার বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠল। স্থানীয়রা তাদের পাকড়াও করেন। সোমবার ইসলামপুর শহরের আশ্রমপাড়া এলাকার ঘটনা। এদিন বিকেলে ইসলামপুরের একটি জায়গা থেকে তিনজন মহিলা ও এক শিশু একটি টোটোতে ওঠে। ওই টোটোতে আগে থেকেই এক মহিলা যাত্রী ছিলেন। যাত্রাপথে ওই যাত্রীর সোনার চেন অন্য তিন মহিলা খুলে নেয় বলে অভিযোগ। টোটো থেকে নামার সময় ওই মহিলার সন্দেহ হয়। তিনি সঙ্গে সঙ্গে টোটোচালককে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেন। পরে দেখা যায়, ওই তিন মহিলার পায়ের কাছে লুকিয়ে রাখা ব্যাগের ভিতরেই সোনার গয়না রয়েছে। ঘটনাটি জানাজানি হতেই আশ্রমপাড়ার বাসিন্দারা তিন মহিলাকে ঘিরে ফেলেন এবং দীর্ঘক্ষণ ধরে তাদের আটকে রাখেন। ইসলামপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করে।

বাড়ছে কেপমারি, আতঙ্কও

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২০ অক্টোবর : উৎসব আবহে শহর ও শহর সংলগ্ন এলাকায় কেপমারির অভিযোগ ওঠায় সাধারণের মধ্যে আতঙ্ক তৈরি হয়েছে। মূলত ভিড় জায়গাগুলিতে ঘটছে ব্যাগ কেটে মোবাইল ফোন নিয়ে নেওয়ার মতো ঘটনা। এমনকি চলন্ত টোটোর মধ্যেও এধরনের কেপমারির অভিযোগ উঠতে শুরু করেছে। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের কাছেই একাধিক অভিযোগ জমা পড়ায় বিষয়টি নিয়ে চিন্তিত পদস্থ কর্তারাও। যে কারণে নজরদারি বৃদ্ধি ও অপরাধীদের ধরতে বিশেষ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সাদা পোশাকের পুলিশকে। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের এক কর্তা বলছেন, 'সবদিকেই নজরদারি রাখা হচ্ছে।'

সোমবার হায়দরপাড়ায় কেপমারির অভিযোগকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়ায়। অভিযোগ ওঠে, মহিলার ব্যাগ থেকে মোবাইল ফোন নিয়েছে এক তরুণ। সঙ্গে সঙ্গে ওই তরুণকে ধরে শুরু হয় মারধর। এমনকি বেশ কিছুক্ষণ বেঁধেও রাখা হয় বলে স্থানীয় সূত্রে খবর। এরপর ভক্তিনগর থানার পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। ওই তরুণকে গ্রেপ্তার করে। ঘটনায় ইতিমধ্যেই ওই তরুণকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে পুলিশ। মাটিগাড়া থানা এলাকাতেও রবিবার এক কেপমারির অভিযোগকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছিল। এক তরুণী অভিযোগ করেন, সহযাত্রী হিসেবে টোটোয় থাকা এক গর্ভবতী ও তার নাবালক ছেলে মিলে ব্যাগ কেটে মোবাইল ফোন চুরি করেছে। ব্যাগের কাটা অংশ দেখে এলাকাবাসীদের মধ্যেও ক্ষোভ তৈরি হয়। পরে পুলিশ গিয়ে ওই গর্ভবতী ও তার নাবালক ছেলেকে আটক করে। পরে তাদের ব্যক্তিগত জামিনে ছাড়া হয়। পুলিশ সূত্রে খবর, মূলত দুষ্কৃতীরা মহিলাদের হাতে থাকা ব্যাগকে টার্গেট করছে।

পৃথিবীর পাঠশালা

অন্ধকারেও দেখুন

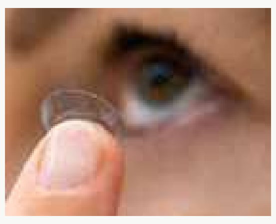

টোকিও ইউনিভার্সিটি এক যুগান্তকারী আবিষ্কার করেছে, গ্রাফিন-ভিত্তিক কনট্যাক্ট লেন্স যা প্রকৃত নাইট ভিশন বা রাতে দেখার ক্ষমতা দেবে। এই লেন্সগুলিতে গ্রাফিনের মতো এক-পরমাণু পুরু কার্বন উপাদান ব্যবহার করা হয়েছে। সবথেকে অবাক করার বিষয় হল, এই লেন্সগুলি শরীর থেকে নির্গত তাপ এবং চোখের পলক ফেলায় শক্তি জোগায়-কোনও ব্যাটারি বা বাইরের ডিভাইসের প্রয়োজন নেই। এই প্রযুক্তি মানুষ কীভাবে অন্ধকারে দেখবে তা পুরোপুরি পালটে দেবে। এটি ইনফ্রারেড আলো শনাক্ত করতে পারে এবং দৃশ্যমান ছবিতে রূপান্তরিত করে। ফলে অন্ধকারকেও দিনের আলোর মতো পরিষ্কার দেখা যেতে পারে। এই লেন্সগুলি সামরিক বা জরুরি কাজের বাইরেও সাধারণ মানুষের জন্যেও উপকারী হতে পারে। গ্রাফিন জৈব-সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়ায় লেন্সগুলি ব্যবহার করা নিরাপদ।

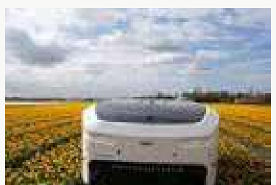

সূর্যমুখী রোবট-ট্রে

নেদারল্যান্ডস, যা টিউলিপ ফুলের জন্য বিখ্যাত, সেখানে এখন সূর্যমুখী রোবট-ট্রে ব্যবহার করা হচ্ছে, যা সূর্যের গতিপথ অনুসরণ করে ঘোরে। এই সিস্টেম নিশ্চিত করে যে টিউলিপ এবং অন্য ফুল সারাদিন ধরে সর্বাধিক সূর্যালোক পায়, যা তাদের বৃদ্ধির দক্ষতা বাড়ায় এবং শক্তি সাশ্রয় করে। চিরাচরিত চাষের পদ্ধতির মতো স্থির না থেকে, এই ট্রেগুলি প্রকৃতির অনুকরণ করে। এই প্রযুক্তি নির্ভুল সেচ ব্যবস্থার মাধ্যমে জলের ব্যবহার প্রায় ৬০ শতাংশ কমিয়ে দেয় এবং কৃত্রিম আলোর খরচও কমায়। এখানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ন্ত্রিত সেন্সর ব্যবহার করে মাটির পুষ্টি, গাছের স্বাস্থ্য এবং বৃদ্ধির চক্র ট্র্যাক করা হয়। এই পদ্ধতি ফল, সবজি এমনকি শহরের ছাদের কৃষিকাজ- সবক্ষেত্রেই ব্যবহার করা যেতে পারে। প্রযুক্তি আর ঐতিহ্যের এই মিশেল বিশ্বজুড়ে খাদ্য সুরক্ষাকে শক্তিশালী করতে পারে।

হাতির অসাধারণ ঘ্রাণশক্তি

হাতিদের ইন্দ্রিয় শক্তি যে সাধারণের চেয়ে অনেকটাই বেশি, তা আমরা জানি। কিন্তু তাদের ঘ্রাণশক্তিও দারুণ শক্তিশালী! বিজ্ঞানীরা জানাচ্ছেন, হাতিরা নাকি ১২ মাইল দূর থেকেও জলের উৎস খুঁজে নিতে পারে! জলবায়ু পরিবর্তন বা খরার কারণে বিশাল, শুষ্ক এলাকাতেও তারা জীবনদায়ী জলের সন্ধান করতে পারে। কিন্তু এত নিখুঁতভাবে এই কাজ তারা করে কী করে? বিষয়টা শুধুমাত্র ঘ্রাণশক্তির জোরে হয় না, এর পেছনে রয়েছে প্রকৃতির এক দারুণ কৌশল। শুষ্ক মরুপ্রায় অঞ্চলেও বেঁচে থাকার জন্য হাতিরা নিজেদেরকে বিবর্তিত করেছে। তাদের এই অসাধারণ ঘ্রাণশক্তি কেবল নিজেদের অস্তিত্বই রক্ষা করে না, বরং সেই জলের উপর নির্ভরশীল অন্য প্রজাতির জীবনও বাঁচায়। প্রকৃতি যে কত জটিল ভারসাম্য রক্ষা করে, তা সত্যিই আমাদের কল্পনার অতীত।

গরম বালি, ঠান্ডা তাপ

ফিনল্যান্ডে পৃথিবীর প্রথম বৃহৎ আকারের বালির ব্যাটারি চালু হয়েছে। এই উদ্ভাবনী শক্তি সঞ্চয় ব্যবস্থাটি গরম বালি ব্যবহার করে প্রায় এক সপ্তাহ ধরে একটি গোটা শহরে তাপ সরবরাহ করতে পারে। নবায়নযোগ্য শক্তির জন্য এটি একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। এই পদ্ধতিতে অতিরিক্ত সৌর বা বায়ুশক্তি ব্যবহার করে হাজার হাজার টন বালিকে ৫০০ ডিগ্রি সেলসিয়াসেরও বেশি তাপমাত্রায় গরম করে। বালি তাপ ধরে রাখার জন্য দুর্দান্ত-এটি মাসখানেক ধরে সেই শক্তিকে ধরে রাখতে পারে। প্রয়োজন অনুসারে সঞ্চিত তাপ ঘর, স্কুল এবং শিল্প কারখানায় উষ্ণতা প্রদানের জন্য ব্যবহার করা হয়। বালি খুব সস্তা, প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় ও টেকসই। ফিনল্যান্ডের এই প্রকল্প প্রমাণ করে, প্রাকৃতিক সম্পদকে অভিনব উপায়ে কাজে লাগানো যায়।

একাদশের ছাত্রকেও হেনস্তার অভিযোগ

চাঁদার জন্য চালককে মার

বাণীব্রত চক্রবর্তী

ময়নাগুড়ি, ২০ অক্টোবর : চাঁদার জুলুমের আতঙ্ক ফিরল কালীপুজোয়। এক গাড়ির চালক সহ একাদশ শ্রেণির এক পড়ুয়াকে বেধড়ক মারধরের অভিযোগ উঠেছে। এমনই গুরুতর অভিযোগ কলতাপাড়া যুব সংঘ পুজো কমিটির বিরুদ্ধে। দুপুরে যাত্রীবাহী ম্যাজিক গাড়ির চালক দীপককুমার রায় ময়নাগুড়ি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। অভিযোগ পেয়ে ঘটনার তদন্তে নেমেছে ময়নাগুড়ি থানার পুলিশ। ওই স্কুল ছাত্রকে টানাহ্যাঁচড়ার পর মোবাইল ফোন কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা হয়েছে বলেও অভিযোগ। এই অভিযোগ শুনে দু'পক্ষকে নিয়ে মিটমাট করা হবে বলে জানিয়েছে পুজো কমিটি।

দীপককুমার রায় বার্নিশ গ্রাম পঞ্চায়েতের পুঁটিমারির বাসিন্দা। তিনি নিজের ম্যাজিক গাড়ি চালান। এদিন দুপুরে শহর থেকে যাত্রী নিয়ে জোড়পাকড়ি যাচ্ছিলেন তিনি। দুপুর একটা নাগাদ কলতাপাড়ায় যুব সংঘ কালীপুজো কমিটির সদস্যরা রাস্তায় গাড়ি আটকে চাঁদা দাবি করে বলে অভিযোগ। দীপকের কথায়, ফিরে আসার পথে চাঁদা দেবেন বলে কমিটির সদস্যদের জানান। এরপর পুজো কমিটির সদস্যরা চালককে সিট থেকে টেনেহিঁচড়ে নামিয়ে ব্যাপক মারধর করে বলে অভিযোগ। ময়নাগুড়ি হাইস্কুলের একাদশ শ্রেণির ছাত্র নবনীত ঈশোর সেই গাড়িতে রাজারহাটে ফিরছিল। গাড়ির সিটে বসেই মোবাইল ফোন দেখছিল। ভিডিও রেকর্ডিং করছে অনুমান করে পুজো কমিটির সদস্যরা ছাত্রটিকেও গাড়ি থেকে টেনহিঁচড়ে রাস্তায় নামায়। মোবাইল ফোন কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করে বলে অভিযোগ।

গাড়ির মালিক দীপক বলেন, মারধর শেষে আমাকে দেখে নেওয়ার হুমকি দেয় ওরা। পরে ময়নাগুড়ি থানায় পুলিশের দ্বারস্থ হতে বাধ্য হয়েছি। মাথায় এখনও আঘাতের চিহ্ন রয়েছে।

এদিকে একাদশ শ্রেণির সেই আক্রান্ত ছাত্রর বাবা বিমল ঈশোর বলেন, গণ্ডগোলের সময় ছেলেটা গাড়িতে বসে মোবাইল ফোন দেখছিল। পুজো কমিটির সদস্যরা ওকেও গাড়ি থেকে নামিয়ে টানাহ্যাঁচড়া করে মোবাইল ফোন কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করে।

এই অভিযোগ শুনে পুজো কমিটির সভাপতি গজেন রায় বলেন, বিষয়টি শুনেছি। সেই সময় আমি নিজে ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলাম না। বিস্তারিত খোঁজখবর নিয়ে দু'পক্ষকে বসিয়ে মিটিয়ে নেওয়া হবে। তাঁর সংযোজন, ছেলেরা কাজটি ভালো করেনি। অভিযোগ পাওয়ার পর ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ময়নাগুড়ি থানার পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, অভিযোগ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

অভিযোগপত্র হাতে থানায়।

অভিযোগ

- শহর থেকে যাত্রী নিয়ে জোড়পাকড়ি যাচ্ছিলেন
- দুপুর একটা নাগাদ কলতাপাড়ায় যুব সংঘ কালীপুজো কমিটির সদস্যরা রাস্তায় গাড়ি আটকে চাঁদা দাবি করে
- চালককে মারধর করা হয়
- থানায় অভিযোগ জানিয়েছেন চালক

মায়ের স্নেহ... সন্তানকে কোলে নিয়ে রোজগারের আশায় মহিলা। সোমবার জম্মুতে।-পিটিআই

মাদক পাচারে ধৃত মহিলা

বৈষ্ণবনগর, ২০ অক্টোবর : ফের মাদক পাচারে গ্রেপ্তার এক মহিলা। ঘটনায় সিঁদুরে মেঘ দেখছে প্রশাসন। ধৃতের নাম কাঞ্চন দেবী। বাড়ি বিহারের ভাগলপুর জেলায়। রবিবার রাতে খেজুরিয়াঘাটের মাইতি মোড়ে অভিযান চালিয়ে ওই মহিলাকে গ্রেপ্তার করে বৈষ্ণবনগর থানার পুলিশ। এই ঘটনায় মালদার সীমান্তবর্তী বৈষ্ণবনগর এলাকায় প্রবল চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। জেলায় এই ধরনের ঘটনা বেড়ে চলায় উদ্বিগ্ন নাগরিক সমাজও।

রিপোর্ট তলব

প্রথম পাতার পর

সেসব তৃণমূল দখল করে নেবে। এসি ঘরে গিয়ে আর বসা হবে না। ভার্চুয়াল বৈঠক করার লোকও আর খুঁজে পাওয়া যাবে না।' বিজেপির অভিযোগের ভিত্তিতে নির্বাচন কমিশন অবশ্য কড়া ভূমিকাই নিয়েছে। যে ৪ হাজার বিএলও'র বিরুদ্ধে রিপোর্ট চাওয়া হয়েছে জেলা শাসকদের কাছে, তাঁরা মূলত পূর্ব মেদিনীপুর, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলার। সীমান্তবর্তী এলাকায় গত কয়েক বছরে ভোটার তালিকায় নাম তোলার হার স্বাভাবিকের থেকে বেশি হওয়াতেও প্রশ্ন উঠেছে। উত্তর ২৪ পরগনা জেলায় বছরে ২০ থেকে ২২ হাজার নতুন ভোটারের নাম যোগ হওয়ার গড় রেকর্ড ছিল। সেখানে গত এক বছরে ৫৫ হাজারেরও বেশি আবেদন জমা পড়েছে। আবার কয়েকটি জেলায় মৃত ভোটারদের নাম তালিকায় রয়ে গিয়েছে বলে ভোটার তালিকায় ম্যাপিং ও ম্যাচিং করার সময় ধরা পড়েছে। অভিযুক্ত বিএলও'রা ওই 'ভুয়ো' ভোটারদের নাম তালিকা থেকে বাদ দেননি বলে অভিযোগ। নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর, জেলা শাসকদের রিপোর্ট পাওয়ার পর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এর আগে দুজন ইআরওকে শোকজ ও সাসপেন্ড করেছিল কমিশন। তাঁদের বিরুদ্ধে এফআইআর করতেও রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ পন্থকে নির্দেশ দিয়েছিলেন মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক। কিন্তু এখনও পর্যন্ত ওই দুই ইআরও-র বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের হয়নি। তা নিয়ে মুখ্যসচিবের বিরুদ্ধে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের কাছে অভিযোগ জানানো হয়েছে। মুখ্যসচিবের নিরপেক্ষতা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে বিজেপি। এখনও রাজ্যে ভোট ঘোষণা না হওয়ায় প্রশাসনিক স্তরে রদবদল বা অন্য কোনও পদক্ষেপ করার ক্ষমতা নির্বাচন কমিশনের নেই। কিন্তু নির্বাচনের আগে পুলিশ ও প্রশাসনে কমিশন যে রদবদল করবেই, তার ইঙ্গিত স্পষ্ট।

কালীপুজোর সন্ধ্যায় আগুন

আলিপুরদুয়ার, ২০ অক্টোবর : কালীপুজোর সন্ধ্যায় ঘটল দুর্ঘটনা। এদিন আলিপুরদুয়ার-২ ব্লকের চাপরেরপার গ্রামে একটি বাড়িতে হঠাৎ আগুন লাগে। খবর পেয়ে দমকলের একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছোয়। প্রায় এক ঘণ্টা পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। প্রাথমিক তদন্তে মনে করা হচ্ছে, আতশবাজি জ্বালানোর সময় আগুন ছিটকে গিয়ে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। অন্যদিকে, একই সন্ধ্যায় চিকলিগুড়িতেও একটি বাড়িতে আগুন লাগে। অবশ্য দুই ঘটনাতেই কেউ আহত হননি।

মোদির দীপাবলি

প্রথম পাতার পর

রাতভর নৌসেনা আধিকারিক ও নাবিকদের সঙ্গে সময় কাটান।

সোমবার সকালে যোগব্যায়াম চর্চায় অংশ নেন এবং মিগ-২৯কে যুদ্ধবিমানের টেকঅফ ও ল্যান্ডিং প্রদর্শনী দেখেন ছোট রানওয়েতে দাঁড়িয়ে। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে নৌসেনারা পরিবেশন করেন নিজেদের লেখা ও সুরে দেশাত্মবোধক গান 'কসম সিঁদুর কি।' অপারেশন সিঁদুরের সাফল্যকে মহিমামণ্ডিত করে লেখা গানটির কথায় উঠে আসে পহলগামে জঙ্গি হামলার পালটা ভারতীয় সেনার অভিযানের দৃঢ়তা ও আত্মত্যাগের কাহিনী।

গান শুনে অভিভূত প্রধানমন্ত্রী পরে এক্স-এ লেখেন, 'আইএনএস বিক্রান্তে গত রাতের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানটি আমি চিরকাল মনে রাখব। আমাদের নৌসেনা সত্যিই সৃজনশীল ও বহুমুখী প্রতিভাধর। তাদের লেখা দেশাত্মবোধক গানটি আমার হৃদয়ে গভীর ছাপ ফেলেছে।'

নাগরাকাটায় ফের হাতির হানায় মৃত্যু

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ২০ অক্টোবর : হাতি যাতে না আসে, তার জন্যে ধানখেতে গিয়েছিলেন পাহারা দিতে। উলটে হাতির হামলাতেই মৃত্যু হল এক কৃষকের। ঘটনাটি রবিবার গভীর রাতে নাগরাকাটার পানঝোরা বস্তিতে ঘটেছে। বন দপ্তর সূত্রে খবর, মৃতের নাম কাঞ্ছা তামাং (৬০)। এর আগে গত বৃহস্পতিবার নাগরাকাটার খয়েরবাড়ি এলাকায় বিশনাথ ওরাওঁ নামে এক ব্যক্তি হাতি এসেছে শুনে ধানখেত রক্ষা করতে যান। গিয়ে হাতির হামলাতেই মৃত্যু হয় তাঁর। মৃতের ভাগ্নে জিতু লামা বলেন, 'মামার এমন পরিণতি কোনওভাবেই মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। চাষবাসই ছিল ওঁর মূল জীবিকা।' এলাকার বাসিন্দারা জানিয়েছেন, ওই এলাকায় প্রতিটা রাত প্রাণ হাতে করে কাটাতে হয়। বন দপ্তরের কাছে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন তাঁরা।

ধান পাকার মরশুম শুরু হতেই এই নিয়ে গত ৫ দিনে এই ধরনের দুটি ঘটনা ঘটল। উদ্বেগে বন দপ্তরও। চালসা রেঞ্জের রেঞ্জ অফিসার প্রকাশ থাপা বলেন, 'আমাদের নজরদারি অব্যাহত রয়েছে। দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। সরকারি নিয়ম অনুযায়ী পরিবারটি ক্ষতিপূরণ পাবে।'

জানা গিয়েছে, রাত দুটো নাগাদ চাপড়ামারি জঙ্গল থেকে একটি দলছুট মাকনা হাতি বেরিয়ে এসে কাঞ্ছার ধানখেতে ঢুকে পড়ে। ফসল বাঁচাতে রাজেশ ছেত্রী নামে আরও একজনের সঙ্গে কাঞ্ছা আগে থেকেই টংঘরে ছিলেন। সেখান থেকে চেষ্টার পরও হাতিটিকে তাড়ানো সম্ভব হচ্ছিল না। এরপর উপায় না দেখে ওই দুজন টংঘর থেকে নেমে আসেন। হাতির দিকে সার্চলাইট জ্বালাতেই বুনোটি উলটে তাঁদের দিকে তেড়ে আসে। রাজেশ কোনওরকমে পালিয়ে বাঁচলেও কাঞ্ছা পালাতে সক্ষম হননি। হাতিটি তাঁকে নাগালের মধ্যে পেয়ে পিষে দেয়। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তাঁর। রাতেই পুলিশ ও বনকর্মীরা এসে দেহটিকে উদ্ধার করে নিয়ে যায়। এদিকে, গ্রামের এক বাসিন্দার এমন মৃত্যুতে দীপাবলির দিন শোকের ছায়া নেমে আসে পানঝোরায়। মৃতের স্ত্রী ঘটনার খবর জানতেই ঘনঘন মূর্ছা যাচ্ছেন।

তবে নাগরাকাটায় এই ঘটনা নতুন নয়। ধানখেতে হাতিরা প্রায়ই এ তল্লাটে আসে। নাগরাকাটা সহ আশপাশের আরও বিভিন্ন এলাকায় বর্তমানে হাতির দৌরাত্ম্য চরমে উঠেছে। ডায়নার জঙ্গল থেকে একপাল হাতি কয়েকটি দলে ভাগ হয়ে প্রতি সন্ধ্যাতেই ঢুকে পড়ছে লালঝামেলা বস্তি, ক্যারন চা বাগান, চ্যাংমারি চা বাগান, গাঠিয়া চা বাগানের বিস্তীর্ণ তল্লাটে। পাড়ি জমাচ্ছে পড়শি দেশ ভুটানেও। রবিবার রাতে লুকসানে ১৭ নম্বর জাতীয় সড়কের ধারে যে ধাবাগুলি রয়েছে সেগুলির পেছনেও একপাল হাতি চলে আসে। খবর পেয়ে ডায়না রেঞ্জের কর্মীরা সেগুলিকে তাড়ায়। এদিকে, দুই থেকে তিনটি দল একসঙ্গে একাধিক জায়গায় ঢুকে পড়ায় বনকর্মীদের পক্ষেও সর্বত্র পৌঁছানো অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। ডায়না রেঞ্জের রেঞ্জ অফিসার অশেষ পাল বলেন, 'আমাদের প্রচেষ্টার কোনও খামতি নেই।'

বন্ধুকে দিয়ে স্ত্রীকে ধর্ষণ

মণিশংকর ঠাকুর

তপন, ২০ অক্টোবর : মধুচন্দ্রিমায় বন্ধুকে দিয়ে স্ত্রীকে ধর্ষণ করানোর অভিযোগ উঠল স্বামীর বিরুদ্ধে। শুধু তাই নয়, পুত্রবধূর ধর্ষিতা হওয়ার ক্ষেত্রে যোগ রয়েছে শাশুড়িরও। এমনই চাঞ্চল্যকর অভিযোগে তোলপাড় দক্ষিণ দিনাজপুরের তপন। বিয়ের মাত্র চার মাস পর স্বামী এবং শাশুড়ির বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ তুলে তপন থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন এক গৃহবধূ। অভিযোগে নাম রয়েছে স্বামীর ঘনিষ্ঠ বন্ধুরও। অভিযোগের ভিত্তিতে মামলা রুজু করে অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ। তপন থানার আইসি জনমারি ভিয়ান্নে লেপচা বলেন, 'অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয়েছে। অভিযুক্তদের খোঁজ চলছে। আইনানুগ কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

ত্রিপুরার আগরতলার পুনরাবৃত্তি দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার তপনে। আগরতলায় বন্ধুদের সঙ্গে স্ত্রীকে গণধর্ষণের অভিযোগ উঠেছিল স্বামীর বিরুদ্ধে। ওই ঘটনার কয়েক মাসের মধ্যে তপনে বন্ধুকে দিয়ে স্ত্রীকে ধর্ষণ করানোর অভিযোগ উঠল স্বামীর বিরুদ্ধে। আগরতলায় অভিযুক্তরা ধরা পড়লেও, তপনে এখনও পলাতক অভিযুক্ত স্বামী এবং তার মা। তপন ব্লকের ধর্ষিতা তরুণী পুলিশকে জানিয়েছেন, বিয়ের এক মাস পর দার্জিলিংয়ে মধুচন্দ্রিমায় নিয়ে গিয়ে এমন কাণ্ড ঘটানো হয়েছে। পরবর্তীতে একই ধরনের ঘটনা ঘটেছে স্বামীর ও তার বন্ধুর বাড়িতে। ওই বধূর বক্তব্য, দার্জিলিংয়ে একদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখেন তাঁর পাশে শুয়ে রয়েছে স্বামীর বন্ধু। কীভাবে স্বামীর বন্ধু তাঁর পাশে এল, তা তিনি টের না পেলেও, মনে পড়ে যায় রাতের খাবারের পর তাঁর আচ্ছন্ন হয়ে পড়ার ঘটনা।

তাঁর আরও অভিযোগ, মধুচন্দ্রিমা থেকে ফেরার পরও নির্যাতন থামেনি। স্বামী ও তার বন্ধু মিলে একাধিকবার তাঁকে ধর্ষণ করে। এমনকি ওই গৃহবধূর শ্বশুরবাড়িতেও একই ঘটনা ঘটে। পাশাপাশি, স্বামীর বন্ধুর বাড়িতেও নির্যাতন চলে। গৃহবধূ অভিযোগে উল্লেখ করেছেন, রাতে ঘুমোতে যাওয়ার আগে শাশুড়ি তাঁকে দুধ দিতেন। দুধ খাওয়ার পরই গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়তেন তিনি। সেই সুযোগ নিয়ে স্বামী ও তাঁর বন্ধু মিলে তাঁকে নির্যাতন করত। দিনের পর দিন একই ধরনের ঘটনা ঘটলেও মানসম্মানের কথা চিন্তা করে বাবা ও মা, আত্মীয়পরিজনদের কিছু জানাননি। কিন্তু সম্প্রতি তাঁর মনে হয়েছে, এর শেষ হওয়া প্রয়োজন। তাই তিনি বাবার বাড়িতে ফিরে এসে রবিবার তপন থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। পুলিশে অভিযোগ দায়ের হতেই অবশ্য ওই বধূর স্বামী, তার বন্ধু ও পরিবারের সদস্যরা গা-ঢাকা দিয়েছে। সোমবার অভিযোগকারী বধূর মেডিকেল পরীক্ষা করেছে পুলিশ। অভিযুক্তদের খোঁজ পেতে বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশিও শুরু করেছে পুলিশ।

ওই বধূর বাপের বাড়ির এক প্রতিবেশী বলেন, 'চার মাস আগে জেলারই এক তরুণের সঙ্গে রীতিমতো রাজকীয়ভাবে বিয়ে হয়েছিল মেয়েটির। বিয়ের পর খুব খুশিই লাগত দেখতে। এমন ভয়ংকর ঘটনা মেয়েটির সঙ্গে ঘটবে, আমাদের কল্পনাতেও ছিল না। আমরা চাই সঠিক তদন্ত করে পাড়ার মেয়েকে সুবিচার দিক পুলিশ। কঠোর শাস্তি পাক দোষী প্রত্যেকে।' অন্যদিকে অভিযুক্ত স্বামীর এক প্রতিবেশী বলছেন, 'ছেলেটা খুব শান্ত স্বভাবের। তবে কখনও এরকম ঘটনায় জড়াবে বা করবে ধারণা ছিল না।' তবে স্থানীয়দের একাংশের মতে, ঘটনার পূর্ণ তদন্ত না হওয়া পর্যন্ত কাউকে নির্দোষ বলা যায় না।

যা অভিযোগ

- মধুচন্দ্রিমায় দার্জিলিং পাহাড়ে গিয়ে বন্ধুকে দিয়ে স্ত্রীকে ধর্ষণ করানোর অভিযোগ
- বাড়ি ফিরেও বন্ধু সহ স্ত্রীকে একাধিকবার ধর্ষণ করার অভিযোগ স্বামীর বিরুদ্ধে
- পুত্রবধূকে রক্ষার পরিবর্তে দুধের সঙ্গে নেশার ওষুধ মিশিয়ে দিতেন শাশুড়ি
- নির্যাতিতা বধূ পুলিশে অভিযোগ দায়ের করতেই গা-ঢাকা দিয়েছে অভিযুক্তরা

কৌতুকাভিনেতা আসরানি প্রয়াত

মুম্বই, ২০ অক্টোবর : পর্দায় তাঁর উপস্থিতি মানেই মন খারাপ নিমেষে উধাও। স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গি ও প্রাণবন্ত অভিনয়ে চিরকাল দর্শকদের হাসতে বাধ্য করেছেন যে মানুষটা, এবার তাঁকে ঘিরে কান্নার রোল। দীপাবলিতে প্রয়াত বর্ষীয়ান অভিনেতা গোবর্ধন আসরানি। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর। জনপ্রিয় অভিনেতার মৃত্যুতে আলোর উৎসবেও শোকের আবহ বলিউডে।

দীর্ঘদিন আসরানি ফুসফুসের সমস্যায় ভুগছিলেন। বিগত চারদিন আগে অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে জুহুর একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করে পরিবার। সোমবার বিকেল চারটে নাগাদ সেখানেই তিনি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন বলে জানান অভিনেতার ভাইপো অশোক আসরানি।

পাঁচ দশকের অভিনয় জীবন। রম্যরসে ভরপুর মানুষটা আট থেকে আশি যে কোনও বয়সের মানুষকে হাসাতে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। কৌতুকাভিনেতা হিসাবে জনপ্রিয়তা পেলেও যে কোনও রোলেই তিনি ছিলেন সমান পারদর্শী। জন্ম ১৯৪১ সালের ১ জানুয়ারি, রাজস্থানের জয়পুরে। প্রাথমিক পড়াশোনা সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলে। পরে রাজস্থান কলেজ থেকে স্নাতক। অভিনয়ের প্রতি আগ্রহ থাকায় সুযোগ পেয়ে যান পুনে ফিল্ম ইনস্টিটিউটে।

স্নাতক স্তরে পড়াশোনার সময় আসরানির পরিচয় হয় বিখ্যাত চলচ্চিত্রকার হৃষিকেশ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে। তখনই ঠিক করে নেন অভিনয়কেই পেশা হিসাবে বেছে নেবেন। ১৯৬৭ সালে 'হরে কাচ কি চুড়িয়া' ছবির মাধ্যমে বলিউডে আত্মপ্রকাশ। সারাজীবনে অভিনয় করেছেন সাড়ে তিনশোর বেশি হিন্দি ছবিতে। অভিনয়ের পাশাপাশি বেশ ক'টি ছবি পরিচালনাও করেছেন। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'সালাম মেমসাহেব' (১৯৬৭), 'উড়ান' (১৯৯৭)। কাজ করেছেন অল ইন্ডিয়া রেডিও'র জয়পুর বিভাগে।

রমেশ সিপ্পি পরিচালিত 'শোলে' (১৯৮৪) ছবিতে 'ইংরেজ আমলের' জেলারের ভূমিকায় অভিনয় করে শোরগোল ফেলে দেন আসরানি। অভিনয় করেছেন 'চুপকে চুপকে' (১৯৭৫), 'মেরে অপনে' (১৯৭১), 'অভিমান' (১৯৭৩), 'সরগম' (১৯৭৯), 'হেরা ফেরি' (২০০০), 'ধমাল'(২০০৭)-এর মতো জনপ্রিয় ছবিতে।

দখলে দমবন্ধ তিন নদীর

প্রথম পাতার পর

যদি ওপরে ওঠে? উত্তর নেই কারও কাছেই।

নদী উদ্ধারে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার কথা শোনা গেল পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকারের কাছে। তিনি বললেন, 'দীর্ঘদিন ধরেই ওই বসতিগুলো তৈরি হয়েছে। তাই তাঁদের 'নিজ ভূমি-নিজ ঘর' প্রকল্পের আওতায় সরকারি কোনও জায়গা দেখে সেখানে পুনর্বাসন দিতে হবে। পরবর্তীতে আর কেউ যাতে বসতে না পারে, সেব্যাপারটাও দেখতে হবে।'

তবে এর বাস্তবায়ন অনেক দূর। বাস্তবায়নের মাঝে রয়েছে রাজনীতি, ভোটব্যাংক থেকে আন্দোলনের অছিলায় নানা সমীকরণ। আর এসবের মধ্যেই শ্বাস নিতে না পারায় দমবন্ধ তিন নদীর। তারা কোনওদিন জলঢাকার মতো ফুঁসে উঠলে সেদিন হয়তো শিক্ষা হবে নদী দখল করে ঘর বানানো লোকজনের আর হয়তো প্রশাসনেরও।

বাজি ও আলোয়

প্রথম পাতার পর

পুজো কমিটির উদ্যোক্তাদের অন্যতম নিলয় চক্রবর্তীর কথায়, 'আমরা আশা করেছিলাম আজ থেকেই ভিড় হবে। তবে সন্ধ্যা থেকেই যে মানুষ দলে দলে আসবেন সেটা ভাবিনি। এবার আমাদের মণ্ডপের কাজ সবার চোখ ধাঁধাবে।' ভিড় ছিল হাকিমপাড়ার জিটিএস, তরুণ সংঘের মণ্ডপেও। পুজো কমিটির ভলান্টিয়ারদের লাইনের ভিড় নিয়ন্ত্রণ করতে হয়েছে। শিলিগুড়ির সুভাষপল্লির সন্ধানী ক্লাব এবং তরুণ অ্যাথলেটিক ক্লাব এবার ভিড় টানতে একে অপরকে টেক্কা দিয়েছে। তরুণ অ্যাথলেটিক ক্লাবের ৪০ ফুটের বামাকালী দেখতে হাতি মোড় থেকে লাইন পড়েছিল। রীতিমতো ঠেলাঠেলি করে ওই ক্লাবের রাস্তায় ঢুকে প্রতিমা দেখেছেন দর্শনার্থীরা। পাশেই ৫০০ মিটার দূরত্বে সন্ধানী ক্লাবের পুজো। এই ক্লাবের এবার ৫০তম বর্ষের থিম 'চাই না হতে উমা'। তরুণ অ্যাথলেটিক ক্লাবের প্রতিমা দর্শন করেই সন্ধানীর মণ্ডপের দিকে গিয়েছেন দর্শনার্থীরা। কেউ কেউ আবার উলটোটা করেছেন। সন্ধানীর মণ্ডপ দেখে বেরিয়ে প্রশংসায় পঞ্চমুখ পাতিকলোনির বাসিন্দা রেলকর্মী শৈবাল সরকার এবং তাঁর পরিবার। বছর সত্তরের মাকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন শৈবাল। কেমন দেখছেন পুজো? প্রশ্ন করতেই শৈবালের বক্তব্য, 'মাকে নিয়ে প্রতিবছর পুজো দেখি। তাই একটু যেদিন ভিড় কম থাকে সেদিন আসার চেষ্টা করি। কিন্তু মণ্ডপে এসে দেখি আজ থেকেই ভিড় রয়েছে।'

এ তো ছিল মণ্ডপ দর্শনের কথা। এদিন আলোর উৎসবে বাজিও পুড়েছে দেদার। সন্ধ্যার পর থেকেই শব্দবাজির দাপট লক্ষ করা গিয়েছে। তবে রাতের দিকে শব্দদানবের তাণ্ডব বাড়লেও প্রশাসনিক কোনও নজরদারি নজরে পড়েনি। বিশেষ করে শিলিগুড়ির বাগরাকোট, খালপাড়া, নয়াবাজার, স্টেশন ফিডার রোড, মিলনপল্লি, কলেজপাড়া এলাকায় শব্দবাজির দাপট লক্ষ করা গিয়েছে।

ন্যাফের তরফে পরিবেশপ্রেমী অনিমেষ বসুর বক্তব্য, 'আমাদের এখানে আইন না মানাটা নেশা হয়ে দাঁড়িয়েছে। হাইকোর্টের নির্দেশিকাকে অমান্য করে অবাধে বাজি ফাটছে। বাজি বাজারে যে বাজি বিক্রি হল তার ৯০ শতাংশই নিষিদ্ধ বাজি। কিন্তু এখানে দেখার কেউ নেই। এখানে তো সন্ধে নামার আগে থেকেই বাজির তাণ্ডব শুরু হয়েছে।' যদিও শিলিগুড়ি পুলিশের ডিসিপি রাকেশ সিংয়ের বক্তব্য, 'কোনও অভিযোগ পেলে আমরা পদক্ষেপ করছি।'

সবার পিছে সবার নীচে, আজও যাঁরা লাঞ্ছিত

প্রথম পাতার পর

ভারতের আরেকটা কাহিনী শুনুন। এটা একেবারে হালের। মধ্যপ্রদেশের কাঠনি জেলার ঘটনা। সরকারি জমি থেকে অবৈধভাবে পাথর তোলার প্রতিবাদ করায় ৩৬ বছরের দলিত রাজকুমার চৌধুরীকে বেদম মারা হয়। সেখানেই বা শেষ কোথায়! ওই দলিতের গায়ে এরপর প্রস্রাব করা হয়। এর আগে বিহারের মজফফরপুরে দলিত শ্রমিক টিঙ্কু মাঝির গায়ে একইভাবে প্রস্রাব করা হয়েছিল, থুতু ছেটানো হয়েছিল। তাঁর অপরাধ, তিনি মজুরি চেয়েছিলেন।

গত বছর মধ্যপ্রদেশে উচ্চবর্ণের দুজন এক দলিতকে আটকে রেখে মূত্রপানে বাধ্য করেন। আরও একটা ঘটনা মনে থাকতে পারে আপনাদের। এর ভিডিও ছড়িয়ে পড়েছিল গোটা দেশে। মধ্যপ্রদেশের সিধিতে এক দলিতের গায়ে প্রস্রাব করার ছবি দেখে আঁতকে উঠেছিলেন সকলে। অভিযুক্ত পরবেশ শুক্লার বাবা জানিয়েছিলেন, তাঁর ছেলে বিজেপি এমএলএ কেদার শুক্লার প্রতিনিধি। ফলে সেই ঘটনার যা গতি হওয়ার কথা, তাই হয়েছে।

আজও দেশের গ্রামাঞ্চলে দলিতদের মানুষ বলে গণ্য করা হয় না। কত দল আসে যায়। ছবিটা এক তিল বদলায় না। ভোট এলে দলিতদের জন্য অশ্রুপাত করেন নেতারা। ভোট ফুরলে যে-কে-সেই। পরিসংখ্যান বলে, দেশে প্রতিদিন তিনজন দলিত মহিলা ধর্ষিতা হন। ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরোর রিপোর্ট জানাচ্ছে, ২০২৩ সালে দলিতদের ওপর অত্যাচারের ৫৭,৭৮৯টি ঘটনা নথিবদ্ধ হয়েছে।

জুতোর মালা পরিয়ে ঘোরানো থেকে শুরু করে অস্পৃশ্যতার চরম অপরাধ, ক'টা আর পুলিশের খাতায় লেখা হয়!

মন্দিরে ঢোকা থেকে শুরু করে উঁচু জাতের লোকদের কুয়োয় জল আনতে যাওয়ার মতো 'মারাত্মক' অপরাধে পদে পদে লাঞ্ছিত হতে হয় দলিতদের। তাঁদের জন্য তৈরি করা আইন তোলা থাকে বইয়ের পাতায়। কেউ প্রতিবাদ করলে তাঁকে সামাজিক বয়কটের মুখে পড়তে হয়। পুলিশ তাঁদের অভিযোগ লিখতে চায় না। লিখলেও অভিযুক্তদের সাজা হয় না।

রেকর্ড বলছে, দলিতদের ওপর অত্যাচার গোবলয়ে বেশি। উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, বিহার, রাজস্থান- এই তালিকার একেবারে উপরের দিকে। বহুদিন আগে সমস্তিপুরে কর্পূরী ঠাকুরের বাড়িতে গিয়েছিলাম। বিহারের দু'বারের মুখ্যমন্ত্রী কর্পূরী ছিলেন জাতিতে নাই, অর্থাৎ নাপিত।

কর্পূরীর ভাই রামস্বার্থ জানিয়েছিলেন, কয়েক বছর আগেও গাঁয়ের জমিদারের বাড়ির সামনে তাঁরা জুতো পায়ে দিয়ে যেতে পারতেন না। রাজপুত বাবুসাবদের ছায়া মাড়ানোও ছিল তাঁদের পাপ। সেই গাঁয়ের নাম পিতোঞ্জিয়া। এখন এই গ্রামকে লোকে চেনে কর্পূরী গ্রাম বলে।

সমাজবাদী এই নেতার গ্রামে গেলে দেখতে পাবেন লালুপ্রসাদ, মুলায়ম সিং থেকে শুরু করে কংগ্রেসের ভগবত ঝা আজাদের নাম লেখা এক গন্ডা ফলক। এখানে পদে পদে হোঁচট খেতে হয় নানারকম প্রতিশ্রুতির প্রস্তর ফলকে। এখনও সংরক্ষণ প্রথম চালু করা মুখ্যমন্ত্রী কর্পূরী ঠাকুরের নামেই ভোট হয়, বক্তৃতায় ঘনঘন উচ্চারিত হয় এই দলিতের কথা। ব্যাস, ওইটুকুই।

পিতোঞ্জিয়ায় না আছে খেতে জলের পাম্প, না আছে ভালো স্কুল, না বেকারদের সরকারি কাজ। এ গ্রামের হাজার দেড়েক বিঘে জমির প্রায় পুরোটা রাজপুতদের দখলে। বাকি চামার, নাই, মুসহররা মুখ গুঁজে পড়ে থাকেন বছরের পর বছর। অমৃতকালের ঢক্কানিনাদকে ব্যঙ্গ করে, অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে। যেমনটা এদেশে থাকার কথা।

৮৮ করেও হারের দায় নিচ্ছেন স্মৃতি

ইন্দোর, ২০ অক্টোবর : ৯৪ বলে ৮৮ রানের অনবদ্য ইনিংস। লোয়ার অর্ডারের জন্য জয়ের মঞ্চ সাজিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন স্মৃতি মান্ধানা। কিন্তু সেট হয়ে যাওয়া দীপ্তি শর্মা (৫০), ফিনিশারের দায়িত্বে থাকা রিচা ঘোষরা (৮) ম্যাচ শেষ করতে পারেননি। ২০ বলে জয়ের জন্য লাগত ২৭ রান। সেখান থেকে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ৪ রানে হেরে মহিলাদের চলতি ওডিআই বিশ্বকাপে সেমিফাইনালে ওঠার রাস্তা কঠিন করে ফেলেছে ভারত।

পরিস্থিতি এমন, শেষ চারের টিকিট পাওয়ার জন্য রাউন্ড রবিন লিগে বাকি থাকা নিউজিল্যান্ড ও বাংলাদেশ ম্যাচ জিততেই হবে হরমনপ্রীত কাউর ব্রিগেডকে। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ভারত যদি হেরে যায় এবং বাংলাদেশকে হারায় তাহলে হরমনপ্রীতরা আশা করবেন, ইতিমধ্যেই সেমিফাইনালে পৌঁছে যাওয়া ইংল্যান্ড যেন শেষ ম্যাচে নিউজিল্যান্ডকে হারিয়ে দেয়। কিন্তু এই সমীকরণ না মিললে বিশ্বকাপ থেকে ছুটি হয়ে যাবে ভারতের।

আমাদের শট নির্বাচন আরও ভালো হতে পারত। জয়ের জন্য ওভার প্রতি মাত্র ছয় রান দরকার ছিল। খারাপ শট খেলে আউটের শুরু আমার থেকেই হয়েছে। আমি আউট হওয়ার পরই ব্যাটিং তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ল। তাই এই হারের দায় আমার।

স্মৃতি মান্ধানা

মান্ধানা সেমিফাইনালের অঙ্কে না ঢুকলেও রবিবার হবু শ্বশুরবাড়ির শহর ইন্দোরে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে জেতা ম্যাচ হারের দায় নিজের কাঁধে নিয়েছেন। সাংবাদিক সম্মেলনে হতাশ স্মৃতি বলেছেন, 'আমাদের শট নির্বাচন আরও ভালো হতে পারত। জয়ের জন্য ওভার প্রতি মাত্র ছয় রান দরকার ছিল। খারাপ শট খেলে আউটের শুরু আমার থেকেই হয়েছে। আমি আউট হওয়ার পরই ব্যাটিং তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ল। তাই এই হারের দায় আমার।'

ভারতীয় ইনিংসের শেষ ৯ ওভারের মধ্যে দুই ইংরেজ স্পিনার সোফি এক্লেস্টোন ও লিনসে স্মিথ ছয়টি আউট করেন। স্মিথের বল বাউন্ডারির বাইরে পাঠাতে গিয়ে লং অফে ক্যাচ দিয়ে বসেন মান্ধানা। নিজের আউট প্রসঙ্গে স্মৃতি বলেছেন, 'আমি টাইমিংয়ে গোলমাল করেছি। হয়তো সেই সময় শটটার দরকার ছিল না। আমার আরও বেশি ধৈর্য ধরা উচিত ছিল। গোটা ইনিংসে নিজেকে শান্ত রেখেছিলাম। হাওয়ায় শট খেলিনি। শুধু একবারই ভুল হয়ে গেল। হয়তো একটু আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছিলাম। তবে আউট হওয়ার পরও মনে হয়েছিল, আমরা জিতব। কিন্তু এটাই ক্রিকেট। এখানে আগে থেকে বেশিকিছু ভাবতে হয় না। শেষ ছয় ওভারে আমাদের আরও ভালো ব্যাটিং করা উচিত ছিল।'

মিডল অর্ডার ব্যাটার জেমিমা রডরিগেজকে বসিয়ে অতিরিক্ত বোলার হিসেবে পেসার রেণুকা সিং ঠাকুরকে রবিবার খেলিয়েছিল ভারত। এই প্রসঙ্গে মান্ধানা বলেছেন, 'শেষ দুই ম্যাচে আমরা পাঁচ বোলারে খেলেছিলাম। কিন্তু ইন্দোরের মতো ফ্ল্যাট উইকেটে ম্যানেজমেন্টের মনে হয়েছিল, একজন অতিরিক্ত বোলার দরকার। তাছাড়া আমাদের টপ অর্ডারে এমন কোনও ব্যাটার নেই যে কয়েক ওভার বল করতে পারে। সেই কারণেই ছয় বোলার খেলানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। জেমির (জেমিমা রডরিগেজ) মতো ব্যাটারকে বসানো কঠিন সিদ্ধান্ত ছিল। কিন্তু দলের ভারসাম্যের জন্য মাঝেমধ্যে এমন সিদ্ধান্ত নিতে হয়।'

সতীর্থদের বিস্ময়কর ব্যাটিং দেখে হতভম্ব স্মৃতি মান্ধানা। হারের পর হতাশায় মাথা নীচু করে ফেলেন।

একটি সংবাদ চ্যানেলের অনুষ্ঠানে প্রশ্নোত্তরের আসরে শচীন তেন্ডুলকার ও ব্রায়ান লারা।

দুসরার জন্য ১৮ মাস খেটেছিলেন মুরলী!

নিজেদের যুগকেই সেরা দাবি লারা-শচীনের

ডালাস (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র), ২০ অক্টোবর : ক্রিকেটের সোনালি সময়। সেরা যুগ।

নিজেদের সময়কে যে বিতর্কে সবার আগে রাখছেন ব্রায়ান লারা, শচীন তেন্ডুলকার। দীর্ঘদিন পর এক ফ্রেমে দুই কিংবদন্তি। একেবারে মুখোমুখি। বিশেষ যে অনুষ্ঠানে দুজনে ভাসলেন স্মৃতির সরণিতে। যার মাঝেই সেরা যুগ হিসেবে বেছে নিলেন নিজেদের সময়টাকেই।

ক্যারিবিয়ান ক্রিকেটের 'যুবরাজ' লারা বলেছেন, 'শচীন তেন্ডুলকার, মুথাইয়া মুরলীধরন, প্রয়াত শেন ওয়ার্ন-আমার বিশ্বাস, ক্রিকেটের সেরা দুই দশক। ক্রিকেট বিশ্ব যা কখনও দেখেনি।' লারা সেরা যুগের কিংবদন্তি রথী-মহারথীদের তালিকা আরও দীর্ঘ করেন। জানান, গ্লেন ম্যাকগ্রাথ, কার্টলে অ্যামব্রোস, ওয়াসিম আক্রামের নাম বাদ দেওয়া মুশকিল তালিকা থেকে। ওদেরও রাখতে হবে।

'বন্ধু' ব্রায়ান লারার কথা শেষ হতে না হতে, ভুল ধরিয়ে দেন স্বয়ং শচীন। জানান, লারা নিজের নাম নিতে ভুলে গিয়েছে। লারা ছাড়া এই তালিকা অসম্পূর্ণ। তাঁদের সময় এবং বর্তমান যুগের মধ্যেও তুলনাও করতে দেখা গেল ক্যারিবিয়ান কিংবদন্তিকে। লারার কথায়, তাঁদের সোনালি সময় এবং বর্তমান যুগের মধ্যে মূল তফাত ব্যাটিং। বর্তমানে পুরোদস্তুর টি২০, টি১০-র প্রভাব। প্রতি বলে বিগহিটের চাপ থাকে ব্যাটারদের। বাউন্সার, ফুলটস, নাকি ইয়র্কার, বোলারদের হাত থেকে কী বল আসছে, তা বিচার করার সময় নেই। মূল কথা বল দ্যাখো, আর চালাও।

আমাদের সোনালি সময় এবং বর্তমান যুগের মধ্যে মূল তফাত ব্যাটিং। বর্তমানে পুরোদস্তুর টি২০, টি১০-র প্রভাব। প্রতি বলে বিগহিটের চাপ থাকে। -ব্রায়ান লারা

ধৈর্যের সবচেয়ে বড় উদাহরণ মুরলী। দুসরা রপ্ত করতে নেটে ১৮ মাস ধরে পরিশ্রম করেছিল। এই দীর্ঘ সময় কোনও আন্তর্জাতিক ম্যাচে দুসরা ব্যবহার করেনি! ওর মূল সম্পদ অফস্পিন। চায়নি, দুসরার জন্য তাড়াহুড়োয় নিজের সেরা অস্ত্রকে কমজোরি করে ফেলতে। অপেক্ষা করেছে। পুরোদস্তুর নিশ্চিত হয়ে তবে দুসরা প্রয়োগ করেছে।
-শচীন তেন্ডুলকার

ব্যাটিং ভাবনায় পরিবর্তন এলেও শচীন জোর দিচ্ছেন ক্রিকেট বেসিকেই। বিশেষত ধৈর্যে। উঠতি ক্রিকেটারদের জন্য ভাসিয়ে দিলেন সেই মূল্যবান পরামর্শও। ওডিআইয়ে সর্বাধিক রানের মালিক উদাহরণ হিসেবে টেনে আনলেন মুরলীধরনকে। জানান, দুসরা রপ্ত করতে ১৮ মাস সময় লেগেছিল শ্রীলঙ্কান কিংবদন্তির। সাফল্য পেতে সেই ধৈর্য দেখানো জরুরি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ডালাসের যে অনুষ্ঠানে শচীন জানান, বর্তমান প্রজন্ম শর্টকাটে বিশ্বাসী। সবকিছু সঙ্গে সঙ্গে পেতে চায়। এটা ভুল।

শ্রীলঙ্কার কিংবদন্তি অফস্পিনারকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়ে শচীন বলেছেন, 'ধৈর্যের সবচেয়ে বড় উদাহরণ মুরলী। দুসরা রপ্ত করতে নেটে ১৮ মাস ধরে পরিশ্রম করেছিল। এই দীর্ঘ সময় কোনও আন্তর্জাতিক ম্যাচে দুসরা ব্যবহার করেনি! ওর মূল সম্পদ অফস্পিন। চায়নি, দুসরার জন্য তাড়াহুড়োয় নিজের সেরা অস্ত্রকে কমজোরি করে ফেলতে। অপেক্ষা করেছে। পুরোদস্তুর নিশ্চিত হয়ে তবে দুসরা প্রয়োগ করেছে।'

পাক-আফগান যুদ্ধ

রশিদদের 'অকৃতজ্ঞ' বলছেন আফ্রিদি

লাহোর, ২০ অক্টোবর : পাকিস্তান-আফগান যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে রশিদ খানদের কার্যত 'অকৃতজ্ঞ' আখ্যা দিলেন শাহিদ আফ্রিদি। প্রাক্তন পাক অধিনায়কের দাবি, তাঁর দেশ বরাবর আফগানিস্তানের প্রতি বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। প্রতিকূল পরিস্থিতিতে পাশে থেকেছে। যদিও তা ভুলে গিয়ে পাক-বিরোধিতায় মত্ত বর্তমান আফগানিস্তান।

পাকিস্তানের বিমানহানায় তিন তরুণ ক্রিকেটারের মৃত্যুর পর ত্রিদেশীয় সিরিজ থেকে নাম তুলে নেয় আফগানিস্তান। জানিয়ে দেয়, পাকিস্তানের সঙ্গে তারা ক্রিকেট খেলায় রাজি নয়। পাকিস্তানের তীব্র নিন্দায় ফেটে পড়েন রশিদ খানরাও। পালটা প্রতিক্রিয়ায় আফ্রিদি এদিন ব্যাট ধরলেন নিজের দেশের হয়ে।

স্থানীয় সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় আফ্রিদি বলেছেন, 'আফগানিস্তানের থেকে এরকম ব্যবহার আশা করিনি। শেষ ৫০-৬০ বছর ধরে ওদের পাশে আছি আমরা। আমি নিজেও করাচিতে প্রায় ৩৫০ আফগান পরিবারের দায়িত্ব নিয়েছি। আফগানিস্তানের সাধারণ মানুষের প্রতি আমাদের পরিষ্কার বার্তা- দুই দেশই মুসলিম। তাই নিজেদের মধ্যে সর্বদা বোঝাপড়া থাকা উচিত।'

আফগানিস্তানের শীর্ষকর্তাদের প্রতি আবেদনে আফ্রিদি জানিয়েছেন, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সেদেশের জমি যাতে ব্যবহার না করা হয়, তা নিশ্চিত করা উচিত। অভিযোগ, 'সরাসরি আমাদের সঙ্গে কথা না বলে পাকিস্তানের অভ্যন্তরে জঙ্গিপনায় ইন্ধন জোগাচ্ছে আফগানিস্তান। বরাবর আফগানদের আমরা স্বাগত জানিয়েছি। থাকার জায়গা, কর্মসংস্থা, ব্যবসার সুবিধা দিয়েছি। দুর্ভাগ্য, আমাদের বিরুদ্ধে যারা জঙ্গি কার্যকলাপকে ইন্ধন জোগাচ্ছে, তাদের সঙ্গে হাত মেলাচ্ছ তোমরা।'

আফগানিস্তানের থেকে এই রকম ব্যবহার আশা করিনি। শেষ ৫০-৬০ বছর ধরে ওদের পাশে আছি আমরা। আমি নিজেও করাচিতে প্রায় ৩৫০ আফগান পরিবারের দায়িত্ব নিয়েছি। আফগানিস্তানের সাধারণ মানুষের প্রতি আমাদের পরিষ্কার বার্তা—দুই দেশই মুসলিম। তাই নিজেদের মধ্যে সর্বদা বোঝাপড়া থাকা উচিত।
-শাহিদ আফ্রিদি

অপরদিকে, পাকিস্তান ক্রিকেটে ফের নেতৃত্ব বদল হল। উইকেটকিপার-ব্যাটার মহম্মদ রিজওয়ানকে সরিয়ে ওডিআই দলের অধিনায়ক হলেন পেসার শাহিন শা আফ্রিদি। রিজওয়ানের নেতৃত্ব হারানো নিয়ে গত কয়েকদিন ধরেই জল্পনা চলছিল। এই নিয়ে বৈঠকে বসেছিল পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। পাকিস্তান কোচ মাইক হেসন স্বয়ং পিসিবি চেয়ারম্যান মহসিন নকভিকে চিঠি লিখেছিলেন। শেষপর্যন্ত সোমবার রাতের দিকে পিসিবি-র তরফে নতুন অধিনায়ক হিসেবে শাহিনের নাম জানানো হল।

জাতীয় দলের জার্সি পেয়েছিলেন পারভেজ রসুল।

ক্রিকেট থেকে অবসর রসুলের

নয়াদিল্লি, ২০ অক্টোবর : ক্রিকেট থেকে অবসরের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন পারভেজ রসুল। আজ বেলার দিকে সর্বভারতীয় এক ক্রিকেট ওয়েবসাইটে দেওয়া সাক্ষাৎকারে সব ফরম্যাটের ক্রিকেট থেকেই অবসর ঘোষণা করেন ৩৬ বছরের রসুল।

প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে জম্মু-কাশ্মীরকে ভারতীয় ক্রিকেট মানচিত্রে মেলে ধরেছিলেন রসুল। টিম ইন্ডিয়ার হয়েও অতীতে একটি একদিনের ম্যাচ ও একটি টি২০ খেলেছেন তিনি। সানরাইজার্স হায়দরাবাদ, রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর মতো দলের হয়ে আইপিএল খেলার অভিজ্ঞতাও রয়েছে তাঁর। যদিও শেষ কয়েক বছর ধরে ক্রিকেটের মূল স্রোতে ছিলেন না তিনি। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কেরিয়ারে দীর্ঘ না হলেও ঘরোয়া ক্রিকেটে তিনি রীতিমতো সফল। ৯৫টি প্রথম শ্রেণির ম্যাচে ৯৫৭৮ রানের পাশে ৩৫২টি উইকেটও রয়েছে অলরাউন্ডার রসুলের। আজ ক্রিকেট থেকে অবসরের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে তিনি বলেছেন, 'দীর্ঘসময় ধরে ক্রিকেট খেলেছি। ক্রিকেট থেকে প্রচুর সম্মানও পেয়েছি। অবশেষে অবসরের সিদ্ধান্ত নিলাম। আগামীদিনেও ক্রিকেটের সঙ্গেই জড়িয়ে থাকতে চাই।' রসুল ঠিক কীভাবে ক্রিকেটের সঙ্গে জড়িয়ে থাকবেন, একমাত্র সময়ই তার জবাব দেবে।

অ্যাডিলেড পৌঁছে গেল টিম ইন্ডিয়া

'পয়া' মাঠে রানের সন্ধানে মরিয়া বিরাট

অ্যাডিলেড, ২০ অক্টোবর : মঞ্চ তৈরিই ছিল। হাজির ছিলেন নায়করাও। কিন্তু ২২৪ দিন পর আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফিরে পারথের অপটাস স্টেডিয়ামে ব্যাট হাতে ব্যর্থ বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মারা। 'রোকো'-র ব্যর্থতার প্রভাব পড়েছে টিম ইন্ডিয়ার অন্দরেও। বৃষ্টিবিঘ্নিত ম্যাচে হারতে হয়েছে ভারতকে। সঙ্গে তিন ম্যাচের একদিনের সিরিজে পিছিয়েও পড়েছে টিম ইন্ডিয়া। পারথের প্রত্যাবর্তনের মঞ্চকে অতীত করে দিয়ে টিম ইন্ডিয়া এখন সামনে তাকাতে চাইছে। সামনে তাকানোর লক্ষ্য আজ পারথ থেকে ভারতীয় দল পৌঁছে গিয়েছে অ্যাডিলেডে। যেখানে বৃহস্পতিবার সিরিজের দ্বিতীয় একদিনের ম্যাচ। সেই ম্যাচ নিয়ে ইতিমধ্যেই চর্চা শুরু হয়ে গিয়েছে ক্রিকেট দুনিয়ায়। যার নেপথ্যে সেই 'রোকো' জুটি।

আরও স্পষ্ট করে বললে, অ্যাডিলেডে মূল আকর্ষণের কেন্দ্রে হিটম্যানের চেয়েও বেশি করে বিরাট। সৌজন্যে অ্যাডিলেড ওভালে তিন ফরম্যাটে কোহলির পরিসংখ্যান। চমকে দেওয়ার মতো পরিসংখ্যান অবশ্যই সবই আগের। বিরাটের সাম্প্রতিক ফর্ম নিয়ে গতকালের পর সমর্থকদের মধ্যে উদ্বেগ বেড়েছে। অনেকেই মনে করছেন, দীর্ঘদিন ম্যাচ প্র্যাকটিসে না থাকার প্রভাব পড়েছে কোহলির ব্যাটিংয়ে। যার পরিণাম, ৮ বলে ০ রানের ইনিংস। ইরফান পাঠানের মতো কেউ কেউ বলতে শুরু করেছেন, গত ডিসেম্বর-জানুয়ারিতে স্যর ডন ব্র্যাডম্যানের দেশে টেস্ট সিরিজের সময়ের মতো বেহাল দশা হতে চলেছে বিরাটের। মিচেল স্টার্কের যে ডেলিভারিতে তিনি আউট হয়েছেন, অতীতে সেইরকম ডেলিভারি বাউন্ডারির বাইরে পাঠিয়ে দিতেন কোহলি। সঙ্গে প্রশ্ন উঠেছে, দুর্দান্ত ফিট থাকলেই কি ব্যাট হাতে সফল হওয়া যায়?

অ্যাডিলেড বরাবরই বিরাটের 'পয়া' মাঠ। এই মাঠে টেস্টে দশ ইনিংসে কোহলির মোট রান ৫২৭। রয়েছে তিনটি শতরান। একদিনের ক্রিকেটে চার ইনিংসে মোট রান ২৪৪। যার মধ্যে রয়েছে জোড়া শতরান। অ্যাডিলেডের মাঠে কুড়ির ক্রিকেটে কোহলির শতরান না থাকলেও তিন ম্যাচে মোট রান ২০৪। সর্বোচ্চ ৯০। সাফল্যে মোড়া এমন মাঠে কি বৃহস্পতিবার নয়া বিরাটকে দেখবে দুনিয়া? গতকাল ম্যাচ হারের পর সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে জোরে বোলার অর্শদীপ সিং জানিয়েছিলেন, কোহলির রানে ফেরা সময়ের অপেক্ষা। আগামীকাল অ্যাডিলেডের স্থানীয় সময় দুপুর আড়াইটে থেকে অনুশীলন রয়েছে টিম ইন্ডিয়ার। ভারতীয় দলের অনুশীলনে অপটাস স্টেডিয়ামের মতো অ্যাডিলেডেও 'রোকো'-কে দেখার জন্য প্রচুর ক্রিকেটপ্রেমী হাজির হতে চলেছেন বলে খবর। যার জন্য স্থানীয় প্রশাসনের তরফে স্টেডিয়াম চত্বরে নিরাপত্তাও বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

অ্যাডিলেডে দ্বিতীয় একদিনের ম্যাচ টিম ইন্ডিয়ার জন্য মরণ-বাঁচনের। হারলে সিরিজ হাতছাড়া হবে। এমন অবস্থায় দ্বিতীয় একদিনের ম্যাচে ভারতীয় একাদশে কিছু রদবদল হওয়ার সম্ভাবনার খবর সামনে আসছে। রিস্ট স্পিনার কুলদীপ যাদবকে প্রথম একাদশে ফেরানো হতে পারে। হয়তো ওয়াশিংটন সুন্দরের পরিবর্তে তিনি প্রথম একাদশে আসবেন। নিয়মিতভাবে ব্যর্থ হওয়ার পর হর্ষিত রানাকে দলে রেখে দেওয়া নিয়েও কোচ গৌতম গম্ভীরের প্রবল সমালোচনা চলছে। হর্ষিত অ্যাডিলেডে প্রথম একাদশে থাকলে সত্যিই অবাক হওয়ার মতো ঘটনা হবে।

গতকালই অভিষেক হওয়া নীতীশ কুমার রেড্ডিকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছেন রোহিত। পারথে জাতীয় দলের টুপি তাঁর হাতে তুলে দেওয়ার সময় রোহিত বলেন, 'টুপি নম্বর ২৬০। নতুন ক্লাবে স্বাগত নীতীশকে। দারুণভাবে কেরিয়ার শুরু করেছ। মন দিয়ে খেলো বলেই এটা সম্ভব হয়েছে। যা ধরে রাখতে পারলে দীর্ঘদিন জাতীয় দলের হয়ে খেলার সুযোগ পাবে।'

দ্বিতীয় ওডিআইয়ের জন্য অ্যাডিলেডে শুভমান গিল (বাঁয়ে), অক্ষর প্যাটেল ও মহম্মদ সিরাজ।

সামি বিতর্কে অভাব বোঝাপড়ার : অশ্বীন

চেন্নাই, ২০ অক্টোবর : মহম্মদ সামি-অজিত আগরকারের বাগযুদ্ধ নিয়ে তোপ দাগলেন রবিচন্দ্রন অশ্বীন। নির্বাচক কমিটির প্রধান আগরকার দাবি করেন, ফিটনেসের কারণেই মূলত সামিকে দলে রাখা হয়নি। সামি যদিও প্রকাশ্যেই যে দাবি উড়িয়ে দেন। পালটা প্রশ্ন, বাংলার হয়ে রনজি ট্রফি খেলতে সমস্যা হচ্ছে না। তাহলে ওডিআইয়ে দশ ওভার করতে কেন অসুবিধা হবে?

ভারতীয় দলের সিনিয়ার সদস্য ও নির্বাচক কমিটির প্রধানের প্রকাশ্যে যে মৌখিক যুদ্ধে রীতিমতো অবাক অশ্বীন। প্রাক্তন অফস্পিনারের সাফ কথা, এটা কী হচ্ছে। দল নির্বাচনের বিষয় চার দেওয়ালের মধ্যে থাকা উচিত। প্রকাশ্যে এভাবে পরস্পরের দিকে আঙুল তোলা শোভনীয় নয়। যাই ঘটুক, নিজেদের মধ্যে কথা বলে তা পরিষ্কার করে নেওয়া উচিত।

ইউটিউব চ্যানেলে অশ্বীনের দাবি, ভারতীয় ক্রিকেটে এখন বোধহয় সবকিছু চলছে পরোক্ষ কথাবার্তায়। প্রশাসনিক পদাধিকারী হোক বা ক্রিকেটার-প্রত্যেকের উচিত যা বদলানো। সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের মধ্যে বোঝাপড়া থাকা প্রয়োজন। প্রকাশ্যে এভাবে প্রতিক্রিয়া দেওয়ার বদলে প্লেয়ার, ক্রিকেট পদাধিকারীদের উচিত সরাসরি কথা বলে সমস্যা মিটিয়ে নেওয়া।

অশ্বীনের দাবি, 'সামির দিকে তাকান। রনজি ম্যাচে সাফল্যের পর সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ খুলেছে। এর মধ্যে ভুলের কিছু দেখছি না। কিন্তু প্রশ্ন, কেন ওকে এই সব বলতে হচ্ছে? আমার ধারণা, দল নির্বাচন নিয়ে ওর সঙ্গে পরিষ্কারভাবে কথা বলা হয়নি। যদি পরিষ্কার ছবিটা ওকে দেওয়া হত, তাহলে সেইমতো প্রতিক্রিয়া দিত সামি। তবে নেপথ্যে ঠিক কী হয়েছে, বোঝা কঠিন।'

এদিকে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে প্রথম ওডিআইয়ে কুলদীপ যাদবকে বসিয়ে রাখার কোনও যুক্তি খুঁজে পাচ্ছেন না অশ্বীন। প্রাক্তন স্পিনারের মতে, বোলিংয়ের দিকে বাড়তি নজর দেওয়াও উচিত। দরকার কুলদীপকে প্রথম একাদশে খেলানো। গৌতম গম্ভীরের উদ্দেশে অশ্বীন বলেছেন, 'ব্যাটিং, বোলিং, দুই বিভাগে ভারসাম্য গুরুত্বপূর্ণ। অলরাউন্ডার নিয়ে ব্যাটিং গভীরতা বাড়ানোর ভাবনা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে।' অশ্বীন আরও বলেছেন, 'দুই স্পিন-অলরাউন্ডারের সঙ্গে নীতীশ কুমার রেড্ডি। ব্যাটিং গভীরতা বাড়ানোর প্রয়াস। কিন্তু বাস্তব হল, এখানকার বড় মাঠে কুলদীপকে খেলালে লাভবান হবে দল। বড় বাউন্ডারিতে বোলিংয়ে বাড়তি স্বাধীনতা পেত ও। বাউন্সও কার্যকর হত। তাই এখানেই যদি কুলদীপকে না খেলানো হয়, তাহলে কোথায় খেলবে ও? ব্যাটিং গভীরতা সবকিছু নয়। জিততে হলে সেরা বোলারকে খেলাতে হবে, বরাবরই একথা বলে এসেছি। আর কতজন অলরাউন্ডার দরকার? তিনজন তো রয়েইছে। তারপর নীতীশ। ফলে সেরা বোলার বাইরে! এটা ভুল।'

পরামর্শ কুলদীপকে খেলানোর

ব্যাটিং, বোলিং, দুই বিভাগে ভারসাম্য গুরুত্বপূর্ণ। অলরাউন্ডার নিয়ে ব্যাটিং গভীরতা বাড়ানোর ভাবনা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে।

রবিচন্দ্রন অশ্বীন

আজ শুরু বাংলার অনুশীলন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২০ অক্টোবর : উত্তরাখণ্ড ম্যাচ এখন অতীত। লড়াই করে ছয় পয়েন্ট পেয়েছে বাংলা দল। সামনে গুজরাট ম্যাচ। শনিবার থেকে ইডেন গার্ডেন্সে শুরু হয়ে যাবে বাংলা বনাম গুজরাট যুদ্ধ।

তার আগে কালীপুজো ও দীপাবলির দুই দিনের ছুটি কাটিয়ে মঙ্গলবার থেকে ইডেনে শুরু হয়ে যাচ্ছে বাংলা দলের অনুশীলন। কালকের অনুশীলনে মহম্মদ সামি থাকছেন না। উত্তরাখণ্ড ম্যাচের পরই তিনি নয়াদিল্লি উড়ে গিয়েছিলেন। আকাশ দীপও থাকছেন না কালকের অনুশীলনে। উত্তরাখণ্ড ম্যাচ জয়ের রাতেই আকাশ গাড়ি নিয়ে বিহারের সাসারামের বাড়িতে ফিরেছেন। সামি-আকাশদের ঠিক কবে অনুশীলনে পাওয়া যাবে, রাত পর্যন্ত নিশ্চিত হতে পারেনি বাংলা টিম ম্যানেজমেন্ট। তাছাড়া অধিনায়ক অভিমন্যু ঈশ্বরণ ও আকাশের দক্ষিণ আফ্রিকা 'এ' দলের বিরুদ্ধে ভারতীয় 'এ' দলের ম্যাচে খেলার কথা। ৩০ অক্টোবর থেকে বেঙ্গালুরুতে শুরু হতে চলা সেই ম্যাচের দল নির্বাচন হয়নি এখনও। ফলে কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা নিশ্চিত নন আকাশদের গুজরাট ম্যাচে দলে পাওয়ার ব্যাপারে। বাংলা কোচের কথায়, 'ভারতীয় 'এ' দলে আকাশরা সুযোগ পেলে অবশ্যই খেলতে যাবে। তখন আমাদের বিকল্প ভাবনা ভাবতে হবে।' তার আগে আগামীকাল থেকে শুরু হতে চলা অনুশীলনে দলের ব্যাটিং ও বোলিং, দুই বিভাগেই আরও উন্নতি ও ধারাবাহিকতার লক্ষ্যে কাজ শুরু করতে চাইছে বঙ্গ টিম ম্যানেজমেন্ট।

ফের ব্যর্থ বাবর

রাওয়ালপিন্ডি, ২০ অক্টোবর : দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্টেও রান এল না বাবর আজমের ব্যাট থেকে। ১৬ রান করেই অফস্পিনার সাইমন হার্মারের (৭৫/২) শিকার হয়ে যান। তবে প্রথম দিনের শেষে প্রথম ইনিংসে ২৫৯/৫ স্কোর নিয়ে অনেকটাই স্বস্তিতে পাকিস্তান। ৩৫ রানের মাথায় ইমাম-উল-হককে (১৭) হারানোর পর দলের হাল ধরেন অধিনায়ক শান মাসুদ (৮৭) ও অপর ওপেনার আবদুল্লাহ শফিক (৫৭)। এরপর সাউদ শাকিলও (অপরাজিত ৪২) রান পেয়ে যাওয়ায় সমস্যা হয়নি পাকিস্তানের। তবে কাগিসো রাবাদা শেষবেলায় মহম্মদ রিজওয়ানকে (১৯) ফিরিয়ে প্রোটিয়াদের প্রত্যাবর্তনের রাস্তা খুলে দিয়েছেন।

অ্যাডিলেডেই স্বমেজাজে ফিরবে রোকো, বিশ্বাস সানির

নয়াদিল্লি, ২০ অক্টোবর : সাত মাস পর ভারতীয় দলের জার্সিতে প্রত্যাবর্তন।

ফেরাটা যদিও সুখের হয়নি। রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলি দুজনেই ব্যর্থ দুই অঙ্কের স্কোরে পা রাখতে। রোহিতের সংগ্রহ ৮। খাতা খুলতে পারেননি বিরাট। 'রোকো'-র যে ব্যর্থতার প্রতিফলন পারথের অপটাস স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ভারত-অস্ট্রেলিয়া প্রথম ম্যাচে। আগাগোড়া নড়বড়ে টিম ইন্ডিয়া। প্রশ্ন ২৩ অক্টোবর অ্যাডিলেডের দ্বিতীয় ম্যাচে কী অপেক্ষা করছে?

পারথের ব্যর্থতার পর দোলাচল থাকলেও সুনীল গাভাসকার আস্থা রাখছেন দুই উত্তরসূরির ওপর। বিশ্বাস, অ্যাডিলেডে চেনা মেজাজে দেখা যাবে বিরাট-রোহিতকে। অবাক হবেন না, সিরিজের শেষ দুই ম্যাচে দুইজনেই বড় স্কোর করলে। পারথের ব্যর্থতা নিয়ে গাভাসকার বলেছেন, 'সম্ভবত অস্ট্রেলিয়ার সবচেয়ে বাউন্সি উইকেটে খেলতে হয়েছে ওদের। দীর্ঘদিন আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের বাইরে থাকা কারও পক্ষে যে পিচে মানিয়ে নেওয়া মোটেই সহজ ছিল না। এমনকি এই পিচ পরীক্ষার সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে নিয়মিত ক্রিকেটের মধ্যে থাকা শুভমান গিল, শ্রেয়স আইয়ারদেরও।'

ঘুরে দাঁড়ানোর টিপসও দিয়ে রাখলেন বিরাট-রোহিতদের। অজি পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিতে নেটে বাড়তি সময় দিক দুইজনে। প্রয়োজন অনুশীলনে বেশি করে থ্রো-ডাউন নেওয়া। অজি পিচের গতির সঙ্গে মানিয়ে নিতে নেট সেশনে ২২ গজের বদলে ২০ গজ দূর থেকে করা পেস বলে খেলার পরামর্শ দিচ্ছেন। পাশাপাশি গাভাসকারের বিশ্বাস, 'ভারত যথেষ্ট ভালো দল। বিরাট, রোহিতদের যোগ্যতা নিয়েও প্রশ্ন চলে না। পরের দুই ম্যাচে ওরা বড় রান পেলে অবাক হব না। দুইজনের রানে ফেরা মানে, ভারতের স্কোর ৩০০ বা ৩০০ প্লাসে পৌঁছে যাবে।'

অ্যাডিলেডে পৌঁছে গেলেন রোহিত।

পারথে পূর্ণ আধিপত্য দেখিয়ে জয়ী অজিরা। তবে ডাকওয়ার্থ-লুইস-স্টার্ন পদ্ধতির সমীকরণ একেবারেই পছন্দ হয়নি গাভাসকারের। বৃষ্টিবিঘ্নিত ম্যাচে ২৬ ওভারে ভারতের স্কোর ছিল ১৩৬/৯। যদিও বৃষ্টি নিয়মে তা কমে অজিদের টার্গেট দাঁড়ায় ১৩১। প্রাক্তনের মতে, ডিএলএসের জটিল পদ্ধতি বেশিরভাগ মানুষেরই বোধগম্য নয়। অথচ, দীর্ঘদিন ধরে এই পদ্ধতি ব্যবহার করা হচ্ছে। গাভাসকারের দাবি, ডিএলএস নিয়মের চেয়ে ভালো ভারতীয় ক্রিকেটে ব্যবহৃত ভিজেডি পদ্ধতি। ভিজেডি-তে দুই পক্ষের মধ্যে ভারসাম্য বজায় থাকে। ডিএলএসে যা সবসময় হয় না। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের উচিত, বৃষ্টিবিঘ্নিত ম্যাচে এই পদ্ধতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে যাতে সঠিক ভারসাম্য বজায় থাকে, তা নিশ্চিত করা।

সুপার কাপের আগে অশান্তি ইস্টবেঙ্গলে

অস্কারের কাছে অপমানিত সন্দীপ ফিরলেন গোয়া থেকে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২০ অক্টোবর : সুপার কাপের আগে অশান্তি লাল-হলুদ শিবিরে। গোয়া পৌঁছেই অস্কার ব্রুজোঁর কাছে অপমানিত হয়ে হোটেল ছেড়ে কলকাতায় ফিরে এলেন গোলকিপিং কোচ সন্দীপ নন্দী।

এই দিন কয়েক আগেও যখন অশান্তিতে পুড়ছে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট তখন ইস্টবেঙ্গল ছিল সুখী পরিবার। আইএফএ শিল্ড ফাইনালে এক হারেই সেই পরিবারে অশান্তির আগুন। সুপার কাপ খেলতে এদিনই গোয়া গিয়ে পৌঁছায় ইস্টবেঙ্গল। বিমানবন্দরে নামার পরই সন্দীপকে বিশ্রি ভাষায় অপমান করতে শুরু করেন অস্কার। ফুটবলারদের সামনেই এভাবে তাঁকে অপমান করায় প্রতিবাদ করেন সন্দীপ। তিনি তখনই ফিরে আসতে চান। থংবোই সিংটো বিষয়টি চাপা দেওয়ার চেষ্টা করলেও থামেননি অস্কার। তিনি ক্রমাগত সন্দীপকে আইএফএ শিল্ড ফাইনালে হারের জন্য দায়ী করে চিৎকার করতে থাকেন। থংবোইয়ের পরামর্শ ছিল, সন্দীপের সঙ্গে হোটেলে বসে আলোচনা করে সমস্যার সমাধান করার। কিন্তু যাওয়ার পথে বাসে সন্দীপের উদ্দেশ্যে যা-তা বলতে থাকেন অস্কার। সন্দীপ এরপর হোটেলে আর চেক-ইন করেননি। শেষমুহূর্তে আর সরাসরি কোনও উড়ান না পেয়ে গোয়া থেকে হায়দরাবাদ হয়ে ফিরে আসার টিকিট কেটে রাতেই কলকাতায় এসে পৌঁছান।

> বিদেশি কোচ বলেই কি ভারতীয়দের অপমান করার অধিকার জন্মে যায়? এঁদের এত সাহস হয় কীভাবে? –সন্দীপ নন্দী

গোয়া বিমানবন্দর থেকে উড়ানে বসা অবস্থায় সন্দীপকে ফোনে ধরা হলে তাঁর গলায় ক্ষোভের আগুন, 'বিদেশি কোচ বলেই কি ভারতীয়দের অপমান করার অধিকার জন্মে যায়? এঁদের এত সাহস হয় কীভাবে?' তিনি যোগ করেছেন, 'দেখুন শিল্ডে হারের পর কষ্ট হয়েছিল এবং আমি নিজে গিয়ে কোচকে সরি বলি। কারণ আমিও বুঝেছিলাম আমার সিদ্ধান্ত সঠিক ছিল না। কিন্তু ও সেদিনও আমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে। এদিন গোয়ায় পৌঁছে লাগেজের জন্য দাঁড়ানোর সময়ে আমি গুড মর্নিং বললে অস্কার আমাকে জিজ্ঞাসা করে কেমন আছো? উত্তরে বলি যে আমি মানসিকভাবে ভালো নেই কারণ হারটা মেনে নিতে পারছি না। আমার ভুলেই এমন হল। সঙ্গে সঙ্গে ও বলতে শুরু করে যে এসব বলে কোনও লাভ নেই। তুমি ইচ্ছা করেই আমাকে ভুল সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করেছো। তোমাকে কে বলেছিল আমাকে গোলকিপার বদল করানোর পরামর্শ দিতে? জানি তুমি অন্য কারোর প্ররোচনায়, কারও নির্দেশে আমাকে ইচ্ছাকৃতভাবে ভুল করিয়েছো।' স্বাভাবিকভাবেই তাঁর এই বিশ্রি ইঙ্গিতে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ সন্দীপ তাঁকে পালটা বলেন যে, 'তুমি কি জানো যে গত ৩০ বছর ধরে ফুটবলই আমার পেশা? আমার ট্র্যাক রেকর্ড সম্পর্কে কোনও ধারণা আছে তোমার? দেবজিৎ মজুমদার পেনাল্টি বাঁচানোর রেকর্ড ভালো বলেই এই পরামর্শ দিয়েছিলাম।' ওখান থেকেই এরপর সন্দীপ ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নিলেও তাঁকে নিরস্ত করেন থংবোই। হোটেলে যাওয়ার সময়ে বাসে ফের তাঁকে ক্রমাগত অপমানজনক কথাবার্তা বলতে থাকায় সন্দীপ আর চেক-ইন করেননি। নিজের পদত্যাগের কথা তিনি ক্লাব কর্তা এবং ইমামিতে ফুটবলের দায়িত্বে থাকা বিভাস আগরওয়ালকে জানিয়ে ফিরে আসেন। সন্দীপ শুধু বলেছেন, 'প্রথমদিন থেকেই কাজ করতে দিত না। ক্লাব আমাকে রিক্রুট করে। যা ওর অপছন্দ ছিল।' তাঁর সঙ্গে হওয়া অসম্মানজনক আচরণের এবার জবাব চান সন্দীপ।

সুপার কাপের আগে ইস্টবেঙ্গল থেকে দূরত্ব বাড়ালেন সন্দীপ নন্দী।

সমর্থকদের পাশে চাইছেন দিমিত্রিস

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২০ অক্টোবর : ইরান খেলতে না যাওয়া নিয়ে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট ফুটবলারদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সমালোচিত হয়েছিলেন দিমিত্রিস পেত্রাতোস।

এমনিতেই চলতি মরশুমে সেভাবে ছন্দে দেখা যায়নি অজি বিশ্বকাপারকে। আইএফএ শিল্ডের গ্রুপপর্বে ইউনাইটেডের বিরুদ্ধে অবশ্য গোল করেছিলেন তিনি। তাতেও সমর্থকদের ক্ষোভ মেটেনি। আইএফএ শিল্ড চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর সেই সমর্থকদের দলের পাশে চাইছেন দিমি। তিনি বলেছেন, 'আমি সমর্থকদের বলব, সবসময় দলের পাশে থাকুন। ওরাই ম্যাচে দ্বাদশ ব্যক্তির ভূমিকা পালন করে। ওদের জন্যই খেলতে নামি। আমাদের কাজ মোহনবাগান জার্সিতে নিজেদের সেরাটা দেওয়া।'

এদিকে, আইএফএ শিল্ড জয় ভুলে মঙ্গলবার থেকেই সুপার কাপের প্রস্তুতি শুরু করছে মোহনবাগান। সোমবার আইএফএ শিল্ড জেতার জন্য সবুজ-মেরুন শিবিরকে অভিনন্দন জানিয়ে ইস্টবেঙ্গলের পক্ষ থেকে মিষ্টি পাঠানো হয়েছে।

গোয়ায় এলেন না রোনাল্ডো

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২০ অক্টোবর : এফসি গোয়ার বিপক্ষে ম্যাচ খেলতে এলেন না ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। গত কয়েকদিনের জল্পনার পর সোমবার সন্ধ্যায় আল নাসের জানিয়ে দেয়, তাঁর না আসার কথা। বেশি রাতে গোয়ায় পা রাখে আল নাসের দল।

বেশ কিছুদিন ধরেই সিআর সেভেনকে নিয়ে উন্মাদনা ছিল গোয়ায়। এই ম্যাচের টিকিটের দাম সর্বাধিক ৮ হাজার পর্যন্ত রাখে এফসি গোয়া কর্তৃপক্ষ। মুখ্যমন্ত্রী নিজে পর্যন্ত এই ম্যাচ এবং রোনাল্ডোর আসা নিয়ে আগ্রহ প্রকাশ করেন। কিন্তু শেষপর্যন্ত হতাশই হতে হল মুখ্যমন্ত্রী থেকে সাধারণ ফুটবল সমর্থক, সকলকেই। সৌদি আরবের সংবাদপত্র আল রিয়াদিয়া আগেই রোনাল্ডোর ভারতে না আসার খবর দেয়। যদিও এফসি গোয়া কর্ণধার রবি পুষ্কর নিজেই জানান, তাঁরা বারবারই নিরাপত্তার কারণে আল নাসেরের কাছে জানতে চাইলেও তারা পরিষ্কার কোনও চিত্র এদিনের আগে পর্যন্ত রোনাল্ডো সম্পর্কে দেয়নি। ঘটনা হল, রোনাল্ডোর ক্লাব এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগে গ্রুপ 'ডি'-র গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ খেলতে আসছে। কোনও প্রীতি ম্যাচ নয়। নিরাপত্তার দিক মাথায় রেখেই আগাম জানার চেষ্টা করে গোয়া।

ভারতে না এলেও শরীরচর্চায় খামতি নেই ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর।

ফলে কোচের নির্দেশেই অনেক সময় এই ধোঁয়াশা তৈরি করা হয়। কিন্তু রোনাল্ডোর মতো মহাতারকার রোনাল্ডো না এলেও সাদিও মানে সহ বাকি সব তারকা আসছেন দলের সঙ্গে।

ইংল্যান্ডের জয়

ক্রাইস্টচার্চ, ২০ অক্টোবর : নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টি২০ ম্যাচে ৬৫ রানে জয় পেল ইংল্যান্ড। টসে হেরে ৪ উইকেটে ২৩৬ রান করে ইংল্যান্ড। ওপেনার ফিল সল্ট ৮৫ ও অধিনায়ক হ্যারি ব্রুক ৭৮ রান করেন। কাইল জেমিসন নেন ২ উইকেট। জবাবে ১৮ ওভারে ১৭১ রানে ইনিংস শেষ হয় কিউয়িদের। ব্যর্থ টিম রবিনসন (৭), রাচিন রবীন্দ্র (৮)। উইকেটকিপার টিম সেইফার্ট (৩৯), অধিনায়ক স্যান্টনার (৩৬) ও মার্ক চ্যাপম্যান (২৮) ছাড়া কেউ ইংলিশ বোলিংয়ের মোকাবিলা করতে পারেননি। আদিল রশিদ নেন ৪ উইকেট। এই ম্যাচে দশজন কিউয়ি ব্যাটারই ক্যাচ আউট হন।

ডেম্বেলে স্বস্তি নিয়ে নামছে সাঁ জাঁ

মাদ্রিদ ও মিউনিখ, ২০ অক্টোবর : দুরন্ত ছন্দে থেকেও গত মরশুমে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জিততে ব্যর্থ বার্সেলোনা।

চলতি মরশুমে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের প্রথম ম্যাচে জিতলেও দ্বিতীয় ম্যাচে গতবারের চ্যাম্পিয়ন প্যারিস সাঁ জাঁ-র কাছে হারতে হয়েছে হ্যান্সি ফ্লিকের ছেলেদের। লা লিগাতেও রয়েছে দ্বিতীয় স্থানে। কিছুটা হলেও চাপে রয়েছেন বার্সা কোচ। এই অবস্থায় মঙ্গলবার চ্যাম্পিয়ন্স লিগের তৃতীয় ম্যাচে অলিম্পিয়াকোসের বিরুদ্ধে খেলতে নামবে কাটালান ক্লাবটি।

অপেক্ষাকৃত দুর্বল অলিম্পিয়াকোসের বিরুদ্ধে অনিশ্চিত নির্ভরযোগ্য মিডিও গাভি। এই প্রসঙ্গে ফ্লিক বলেছেন, 'অলিম্পিয়াকোসের বিরুদ্ধে গাভি অনিশ্চিত। এই পর্যায়ের ম্যাচ খেলার জায়গায় ও নেই।' তবে পেদ্রি, মার্কাস র‍্যাশফোর্ডদের ফর্ম ভরসা জোগাচ্ছে বার্সেলোনাকে।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগের অপর ম্যাচে ঘরের মাঠে জার্মান ক্লাব বেয়ার লেভারকুসেন মুখোমুখি হবে গতবারের চ্যাম্পিয়ন পিএসজি-র। শোনা যাচ্ছে, এই ম্যাচে দলে ফিরতে পারেন পিএসজি তারকা ওসমানে ডেম্বেলে। তবে চোটের জন্য দলে থাকবেন না ডিফেন্ডার মার্কুইনহোস। এমনিতেই চ্যাম্পিয়ন্স প্রথম দুইটি ম্যাচ জিতেছে পিএসজি। তার ওপর প্রতিপক্ষ লেভারকুসেন এখনও পর্যন্ত প্রতিযোগিতায় জয়ের মুখ দেখেনি। ফলে ম্যাচ জয়ের ক্ষেত্রে আত্মবিশ্বাসী ফরাসি ক্লাবটি।

এদিকে, ঘরের মাঠে আর্সেনাল মুখোমুখি হবে অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদের। প্রথম দুইটি ম্যাচ জয় পেয়েছে মিকেল আর্তেতার দল। তার ওপর সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে

> পেদ্রি ভরসা জোগাচ্ছেন বার্সাকে

টানা পাঁচটি ম্যাচ জিতে আত্মবিশ্বাসী গানার্স। উলটোদিকে অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদও বেশ ভালো ছন্দে রয়েছে। ফলে ঘরের মাঠে কাজটা মোটেও সহজ হবে না আর্তেতার ছেলেদের।

পাশাপাশি অন্য ম্যাচে ম্যাঞ্চেস্টার সিটি খেলবে ভিয়ারিয়ালের বিরুদ্ধে। দুরন্ত ছন্দে থাকা পেপ গুয়ার্দিওলার দল সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে শেষ নয়টি ম্যাচে অপরাজিত। বিধ্বংসী ছন্দে রয়েছেন তাদের গোলমেশিন আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ড। ফলে ভিয়ারিয়ালের বিপক্ষে জেতার বিষয়ে আত্মবিশ্বাসী ম্যান সিটি।

অলিম্পিয়াকোস ম্যাচের জন্য তৈরি হচ্ছেন বার্সেলোনার লামিনে ইয়ামাল।

অনুশীলনের ফাঁকে খুনসুটিতে মজে ডেকলান রাইস, উইলিয়াম সালিবা, ভিক্টর গিয়োকেরেসরা।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগে আজ

বার্সেলোনা বনাম অলিম্পিয়াকোস
এফসি কাইরাত বনাম পাফোস এফসি
সময় : রাত ১০.১৫ মিনিট

আর্সেনাল বনাম অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ
ভিয়ারিয়াল বনাম ম্যাঞ্চেস্টার সিটি
বেয়ার লেভারকুসেন বনাম প্যারিস সাঁ জাঁ
নিউক্যাসল ইউনাইটেড বনাম বেনফিকা
পিএসভি আইন্দহোভেন বনাম নাপোলি
ইউনিয়ন সেইন্ট গিল্লোইসে বনাম ইন্টার মিলান
এফসি কোপেনহেগেন বনাম বরুসিয়া ডর্টমুন্ড
সময় : রাত ১২.৩০ মিনিট

সম্প্রচার : সোনি টেন নেটওয়ার্ক

দলকে জিতিয়ে আত্মতুষ্ট নন ম্যাগুয়ের

লন্ডন, ২০ অক্টোবর : নয় বছর পর অ্যানফিল্ডে লিভারপুলের বিরুদ্ধে জয় ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের। আর জেতালেন কে? রেড ডেভিলসের সবচেয়ে সমালোচিত ফুটবলার হ্যারি ম্যাগুয়ের।

শনিবার লিভারপুলের বিরুদ্ধে ৮৪ মিনিটে জয়সূচক গোলটি করেছেন হ্যারি ম্যাগুয়ের। অথচ সাম্প্রতিক সময়ে তাঁকেই বারবার কাঠগড়ায় তুলেছেন সমর্থকরা। শনিবার 'খলনায়ক' থেকে 'নায়ক' হয়েও আবেগে ভাসছেন না ম্যাগুয়ের। তিনি বলেছেন, 'সাম্প্রতিক সময়ে লিভারপুল দুরন্ত ফুটবল খেলছে। ওদের হারাতে পেরে ভালো লাগছে। তবে আত্মতুষ্ট হলে চলবে না। সামনে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ রয়েছে। আমাদের ছন্দ ধরে রাখতে হবে। লিভারপুল ম্যাচে জয় আমাদের পরের ম্যাচগুলিতে অনুপ্রেরণা জোগাবে।'

কোচ রুবেন অ্যামোরিম অবশ্য লিভারপুলের বিরুদ্ধে জয়ে উচ্ছ্বসিত। বলেছেন, 'লিভারপুলের বিরুদ্ধে এই জয়টা আমার কাছে স্পেশাল। আমাদের সবচেয়ে বড় প্রতিদ্বন্দ্বীকে তাদের মাঠে হারিয়েছি। ছেলেরা গোটা ম্যাচেই ঐক্যবদ্ধ ফুটবল খেলেছে।' পরে ম্যাগুয়েরের প্রশংসা করে বলেছেন, 'হ্যারি আমাদের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এদিন দুর্দান্ত খেলেছে। ব্রাইটন অ্যান্ড হোভ অ্যালবিয়ন ম্যাচের জন্য ওকে তৈরি থাকতে হবে।'

গ্রামীণ এলাকায় প্রতিভার সন্ধানে শুরু রাইজিং স্টার্স

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২০ অক্টোবর : লক্ষ্য গ্রামীণ এলাকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা প্রতিভাকে রাজ্য-জেলা দলে পৌঁছে দেওয়া।

যা সামনে রেখে গোঁসাইপুরের মিলনি ক্লাবের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে রাইজিং স্টার্স স্পোর্টস ফাউন্ডেশন ক্রিকেট অ্যাকাডেমি রবিবার থেকে পথচলা শুরু করেছে। ক্যাম্পে কোচের দায়িত্বে রয়েছেন অভিষেক শিকদার, আবির ভট্টাচার্য, ওম প্রকাশরা।

৫ থেকে ১৩ বছরের ১৫ জন ছেলেমেয়েকে নিয়ে রাইজিং স্টার্স কাজ শুরু করেছে। একইসঙ্গে অভিষেক জানিয়ে দিয়েছেন, আগ্রহী হলে এর বেশি বয়সের ছেলেমেয়েরাও তাদের অ্যাকাডেমিতে স্বাগত। শহর থেকে দূরে অ্যাকাডেমি শুরুর কারণ নিয়ে তাঁর মন্তব্য, 'অনেকের পক্ষেই শিলিগুড়ি গিয়ে কোচিং নেওয়া সম্ভব হয় না। তাই অনেক প্রতিভা হারিয়ে যাচ্ছে। মনোজদা (ভার্মা), আমার অনেকদিই ইচ্ছা গ্রামীণ এলাকা থেকে প্রতিভা তুলে এনে রাজ্য-জেলা দলে খেলার সুযোগ করে দেওয়া। সেই লক্ষ্যেই রাইজিং স্টার্স কাজ করবে। একই স্বপ্ন মিলনির সচিব মণীশ ঘোষ, সভাপতি হারু ঘোষেরও। যে চড়ক মাঠে আমাদের অ্যাকাডেমি চলবে তার তত্ত্বাবধান করতেন পুলক দাস, প্রসেনজিৎ ঘোষরা, সকলেই এক ডাকে আমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। তাঁদের একটাই দাবি, মাঠটা খেলার স্বার্থে ভালোভাবে কাজে লাগাও। বড় মাপের প্রতিযোগিতা আয়োজন করো। আমরাও কথা দিয়েছি, খুব তাড়াতাড়ি মাঠে আন্তঃ জেলা অনূর্ধ্ব-১৫ ছেলেদের প্রতিযোগিতা করব।'

অ্যাকাডেমির উদ্বোধনে ছিলেন মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের প্রাক্তন সচিব অরূপরতন ঘোষ, দেশবন্ধু স্পোর্টিং ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী সভাপতি অনুপ বসু। তাঁদের পাশে পেয়ে উৎসাহিত অভিষেক। শুনিয়েছেন, 'ওদের মতো অভিজ্ঞ ক্রীড়া সংগঠকদের পরামর্শ সবসময় মূল্যবান। মনোজদাও কথা দিয়েছেন, জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমির ইস্টার্ন জোনের দায়িত্বে থাকা দেবোপম সরকারকে অ্যাকাডেমিতে নিয়ে আসবেন। শুনেছি, তিনিও আমাদের এখানে আসতে আগ্রহী।'

রাইজিং স্টার্সের লক্ষ্যপূরণ নিয়ে আশাবাদী অরূপরতন বলেছেন, 'অভিষেক ভালো কোচ। পাতিয়ালার এনআইএস থেকে কোচিং ডিগ্রি নিয়ে এসেছে। মাঠও খুব ভালো। ওখানকার সবাইকেও খুব আগ্রহী মনে হয়েছে। আশা করছি, স্থানীয় মানুষের প্রত্যাশাপূরণ হবে।' অনুপ বলেছেন, 'বাচ্চাদের নিয়ে খুব ভালো উদ্যোগ নিয়েছে। মহকুমা ক্রিকেটের উন্নতিতে এই রকম ক্যাম্পের খুব প্রয়োজন।'

অ্যাকাডেমির তরফে জানানো হয়েছে, সোম ও বুধবার সকালে এবং শনি ও রবিবার দুপুরে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। কারও প্রতিভা থাকলে অর্থ প্রশিক্ষণ নেওয়ায় বাধা হবে না। প্রয়োজনে তাদের বিনা খরচে অ্যাকাডেমিতে সুযোগ দেওয়া হবে।

উদ্বোধনের পর ছাত্র ও শুভানুধ্যায়ীদের সঙ্গে রাইজিং স্টার্স স্পোর্টস ফাউন্ডেশন ক্রিকেট অ্যাকাডেমির কোচরা। গোঁসাইপুরে।

এমবাপের গোলে এক নম্বরেই রিয়াল

গোলের পর হুংকার কিলিয়ান এমবাপের।

মাদ্রিদ, ২০ অক্টোবর : লা লিগায় অপ্রতিরোধ্য রিয়াল মাদ্রিদ।

রবিবার ভারতীয় সময় রাতে গেটাফের বিরুদ্ধে অ্যাওয়ে ম্যাচে ১-০ গোলে জয় পেয়েছে রিয়াল। জয়সূচক গোলটি করে যান ফরাসি তারকা কিলিয়ান এমবাপে।

> এমবাপের পারফরমেন্সে আমরা সবাই খুশি। ও গোল করে দলকে ম্যাচ জেতাতে সাহায্য করেছে। গোল অবশ্য পয়েন্ট এনে দেয়।
>
> **জাভি অলন্সো**
> রিয়াল মাদ্রিদ কোচ

ম্যাচের শুরু থেকে আক্রমণাত্মক ফুটবল খেললেও গোলের জন্য রিয়ালকে অপেক্ষা করতে হয় ৮০ মিনিট পর্যন্ত। আরদা গুলারের পাস থেকে ফিনিশ করে যান এমবাপে। এই নিয়ে লা লিগায় ৯ ম্যাচে ১০ গোল করে ফেললেন এই ফরাসি তারকা। সেইসঙ্গে ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর পর এই প্রথম রিয়ালের কোনও ফুটবলার লা লিগায় মাত্র ৯ ম্যাচেই গোলসংখ্যা দুই অঙ্কে নিয়ে গিয়েছেন। বিধ্বংসী ফর্মে থাকা এমবাপে আপাতত ক্লাব ও দেশের জার্সিতে সব মিলিয়ে টানা ১১টি ম্যাচে গোল করেছেন।

ম্যাচের পর রিয়াল কোচ জাভি অলন্সো বলেছেন, 'বেশ কঠিন ম্যাচ ছিল। কিন্তু ছেলেরা জানত, ম্যাচ জিততে গেলে কী করতে হবে। ওরা সেটা মাঠে করে দেখিয়েছে।' পরে এমবাপের প্রশংসা করে তিনি বলেছেন, 'এমবাপের পারফরমেন্সে আমরা সবাই খুশি। ও গোল করে দলকে ম্যাচ জেতাতে সাহায্য করেছে। গোল অবশ্য পয়েন্ট এনে দেয়, কিন্তু ম্যাচ জিততে গেলে সবাইকে দায়িত্ব নিয়ে খেলতে হবে।'

আপাতত ৯ ম্যাচে ২৪ পয়েন্ট নিয়ে লিগশীর্ষে উঠে এসেছে রিয়াল মাদ্রিদ।